পিয়ার্স সাহেব রচিত

ভূগোল বৃত্তান্ত।

অর্থাৎ

গোলাকার পৃথিবীস্থ দেশ বিভাগ, ও নদী, ও পর্ব্বত নগর,

আর রাজত্ব, ও ধর্ম্ম, ও মনুষ্যসংখ্যা, ও বাণিজ্য,

ও প্রাচীন সত্য ইতিহাস, ইত্যাদি বিবরণ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির ছাপাখানায় মুদ্রিত হইল।

GEOGRAPHY,

INTERSPERSED WITH INFORMATION

HISTORICAL AND MISCELLANEOUS.

COMPILED IN BENGALI, FOR THE USE OF SCHOOLS,

BY THE

REV. W. H. PEARCE.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS,
AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1843.

ভূমিকা।

জ্ঞান সীমার অধিকতা দ্বারা যে কোন বিদ্যা মনকে প্রফুল্ল করে, সেই বিদ্যার চেষ্টা করা বালকদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং সকল বিদ্যার মধ্যে ভূগোল বিদ্যা মনকে প্রসন্ন করে, তাহার কারণ এই, যে অসংখ্য বৃহৎ গ্রহের মধ্যে পৃথিবী এতাদৃক্ বৃহৎ হইলেও কেবল গ্রহ বোধ করিয়া আমরা পরমেশ্বরের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য অনুভব করি; আর নানা দেশের কোন স্থান অতিশয় উষ্ণ, ও কোন স্থান অতি শীতল হইলেও সেই ২ স্থানে ঋতুভেদ, ও সেখানকার ব্যক্তিদের নিমিত্তে যথাযোগ্য খাদ্যোৎপত্তি প্রযুক্ত আমরা পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান ও দয়া স্বীকার করি।

এবং নানা গ্রহের স্থূলতা, তন্মধ্যে পৃথিবী, ও তাহার মধ্যে অসংখ্য লোক, তদন্তর্গত এক কোণে অতি ক্ষুদ্র রূপে আমরা আছি, এই সকল বিবেচনা করিয়া আপনাকে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করা নম্র হইবার মূল হয়।

আর ভূগোল বিদ্যা দ্বারা অন্য২ দেশীয় লোকের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, এবং কোন্ দেশ উষ্ণ, ও কোন্ দেশ শীতল, ও কোন্ দেশ বালুকাময়, তাহা জানিয়া, সৌভ

দেশস্থ যে আমরা, আমরা পরমেশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি; কেননা এ দেশে বরফ দ্বারা শীত ও বালুকা দ্বারা গ্রীষ্মাধিক্য নহে; ও অল্পায়াসে খাদ্য সামগ্রী জন্মে। আর এই বিদ্যা দ্বারা জানা যায়, যে অন্য দেশ দেশান্তরের পরস্পর উপকারিতা আছে, যে হেতুক সকল দেশের দ্রব্য সকল দেশে গিয়া অনেক উপকারী হয়। ভূগোল বিদ্যা এই রূপে মানস প্রফুল্ল করিলে অবশ্য তাহাকে প্রয়োজনার্হ জ্ঞান করা যায়।

এই ভূগোল তথ্য ইতিহাস সম্মত; ইহার কারণ এই, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ কি রূপ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং কি রূপে ইংরাজের সুদশা হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন মনুষ্য কি রূপে মান ও উচ্চপদ পাইয়াছে, আর কি প্রকারে মনুষ্যের অপমান ও সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আর কোন দেশীয় লোক জ্ঞান ও শিষ্টতার দ্বারা অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিলে দুষ্ক্রিয়া এবং অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া পরাজিত হইয়া ক্রমে ২ ক্ষীণ হইয়াছে; এই সকল আমরা তথ্য ইতিহাস করণক অবগত হইয়া উচ্চচিত্ত হইয়াছি; অতএব সেতিহাস ভূগোলকে জ্ঞানদায়ক করিয়া মানি।

পৃথিবী ত্রিকোণ, কিম্বা চতুষ্কোণ, কিম্বা দর্পণাকৃতি, যে প্রকারে এ দেশীয় অনেক লোক জানেন, সেই রূপে ইউরূপীয় লোকেরাও অনেক কালাবধি জানিলেন। পৃথিবী নিশ্চলা, এবং সূর্য্য ভ্রমণকারী, এই রূপ জ্ঞান যাঁহাদের

এমন দৃঢ় ছিল, যে ২০০ বৎসর হইল গালিলিয়ো নামে এক জন অতি জ্ঞানবান্ হইয়া দূরবিনদ্বারা অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে, ইহা বিচারেতে দৃঢ় জানিয়া পুস্তকদ্বারা যখন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন ইউরপীয় জ্ঞানি লোকেরা তাহা মিথ্যা জানিয়া ঐ সাহেবের প্রতি এমত বিপক্ষতাচরণ করিল, যে আপন দেশের রাজা তাহাকে দুই বার কারাগারে রাখিল; এবং যাবৎ তিনি আপন ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার না করিলেন, তাবৎ রাজা তাহাকে মুক্ত করিলেন না। এখন ইউরপীয় জ্ঞানি লোকেরা ভূগোল বিদ্যা ব্যবসায়াধীন এবং দূরবিন ইত্যাদি যন্ত্রদ্বারা ক্রমে২ সকলে পৃথিবীর চলৎশক্তি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব যদি এ দেশীয় লোকদের এ পুস্তকের মধ্যে কোন২ কথাতে ভ্রম বোধ হয়. তথাপি ভ্রম জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে, কেননা তাঁহারা বিচার না করিয়া আপন অজ্ঞানতা প্রকাশ করিবেন।

ভূগোলের ধারা এই, পৃথিবীর গোলতা, পরিমাণ, দেশান্তরাদি, লোকসংখ্যা, ভূগোল মধ্যবর্ত্তি শব্দের নাম প্রথম লিখিয়া এই আশিয়াস্থ লোক সংখ্যা, পরিমাণ, রাজত্ব ইত্যাদির স্থূল২ বিষয় লিখিয়া পরে হিন্দুস্থানীয় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদী, ও হিমালয়, রাজমহলাদি পর্ব্বতের বিবরণ লিখিয়াছি। শেষে বঙ্গদেশ আরম্ভ করিয়া এক২ জেলার লোকসংখ্যা, প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য, নদী, নগর, ইত্যাদি অনেক২ ইংরাজী মান্য পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষ রূপে লিখিলাম। আরও

এই পুস্তকানুসারে অনেক মাপ্ অর্থাৎ নক্সা প্রস্তুত হইতেছে, তাহা পাইলে এই২ পুস্তকবেত্তাদের অতিশয় উপকার ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে।

বঙ্গদেশের বিশেষ২ কহিবার কারণ লিখি। যেমন কোন ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে গমন করিয়া দেখিলে তাহার পরিমাণাদি স্থূলরূপে জানিতে পারে, এবং নিজ গ্রামের দীর্ঘপ্রস্থের পরিমাণ, ও পুষ্করিণ্যাদি, ও গ্রামস্থ লোকসংখ্যা ইত্যাদি সম্যক্ অবগত হইতে পারে; তেমন এই ভূগোলে অন্য২ দেশীয় বৃত্তান্ত স্থূল রূপে লিখিয়া বঙ্গদেশীয়দের বিশেষাবগতির কারণ তদ্দেশের তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিলাম।

ভূগোল বৃত্তান্তের নির্ঘণ্ট।

প্রথম ভাগ।

পৃথিবীর গোলতা, পরিমাণ, গতি, দেশান্তরাদি বিষয়।

দ্বিতীয় ভাগ।

ভূগোল মধ্যবর্ত্তি শব্দের নাম বিষয়।

তৃতীয় ভাগ।

পৃথিবীর লোকসংখ্যাদি, আশিয়াস্থ জল স্থলের বিবরণ।

চতুর্থ ভাগ।

হিন্দুস্থানীয় পর্ব্বত, লোকসংখ্যা, প্রাচীন তথ্য বৃত্তান্ত।

পঞ্চম ভাগ।

কলিকাতা কোর্টের অন্তর্গত জেলার বিষয়।

ষষ্ঠ ভাগ।

ঢাকা ও মুরশিদাবাদ কোর্টের মধ্যবর্ত্তি জেলার বিষয়।

নক্সার বৃত্তান্ত,

ও তাহাতে যে ২ চিহ্নাদি আছে তাহার তাৎপর্য্য।

পৃথিবীর আকৃতি প্রকাশার্থে গোল ও নক্সা এই দুই প্রকার উপায় আছে। প্রথমতঃ গোল, যাহা উইরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই গোল ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ হউক, তথাচ গোল পৃথিবীর প্রত্যেক ভাগের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হয়। সেই গোলদ্বারা পৃথিবীর প্রতিমূর্ত্তি উপযুক্ত রূপে প্রকাশ হয; কিন্তু সেই গোল যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে তাহার অল্প স্থান প্রযুক্ত প্রত্যেক দেশ, ভাগ, নগরাদি তাবৎ দেখা যায় না; আর যদি বৃহৎ হয়, তথাচ গোলের বৃহত্ত্ব প্রযুক্ত তাদৃক্ কার্য্যোপযুক্ত হয় না; এবং ছোট বড় দুই প্রকার গোলই সঙ্গে করিয়া অনায়াসে চলা যায় না।

এই কারণ গোলের পরিবর্ত্তে প্রায় সকল নক্সা, অর্থাৎ চতুরস্র উপরিভাগে পৃথিবীর সকল ভাগের প্রতিমূর্ত্তি, ব্যবহার করি। কিন্তু সকলে বোধ করিবে, যে এই উপায়ে দেশের প্রতিমূর্ত্তি উপযুক্ত রূপে হয় না, কারণ, গোল পৃথিবীর ভাগের অংশ চতুরস্রের উপর উপযুক্ত রূপে লেখা যায় না। ১ ছবি দেখিলে জানিবা যে যেমন কোন গোল বস্তুর রেখা চক্ষুর নিকট হইলে, তাহার উপযুক্ত পরিমাণ হয়, কিন্তু দূরস্থিত হইলে চক্ষুর ভ্রম প্রযুক্ত কিছু নিবিড় দেখা যায়; এই জন্যে নক্সার মধ্যভাগস্থিত দেশ উপযুক্ত রূপে লেখা আছে

বটে, কিন্তু চক্ষুর্গ্রাহ্য বিষয় পর্য্যন্ত নক্সার সীমা যে দেশ তাহাতে অনুপযুক্ত রূপে ঘন২ দেখা যায়।

পৃথিবীস্থ জল স্থলের বিভাগের বিশেষ এই ভূগোলের দ্বিতীয় ভাগে লেখা গিয়াছে। নক্সাতে কি রূপে লেখা যায়, ২ ছবি দেখিলে তাহা জানা যায়।

প্রায় সকল নক্সার ধারা এই, যে নক্সার উপরি ভাগকে উত্তর দিক্ রূপে কল্পিত করা গিয়াছে; এই কারণ তাহার নীচ ভাগ দক্ষিণ, এবং ডাইন দিক্ পূর্ব্ব, ও বাম দিক্ পশ্চিম জানিবা। কিন্তু কোন প্রয়োজনে নক্সাকর্ত্তা যদি ধারা ত্যাগ করেন, তবে আপন ধারা জানাইতে কল্পিত উত্তর দক্ষিণে এক সোজা রেখা লিখিয়া উত্তর কোণে এক তীর কিম্বা ফুল লিখেন, ইহাতে দিকের নাম না লিখিলেও অনায়াসে সকল দিক্ জানা যায়; কিম্বা কোম্পাশ নামক এক নক্সা আছে, যাহা২ ছবিতে ১২ নম্বর অনুসন্ধান করিলে পাইবা। যে কোম্পাশের কাঁটা সর্ব্বদা উত্তর মুখ থাকিয়া জাহাজস্থ লোককে দিঙ্‌নির্ণয় করায়, তাহার দিক্ চিহ্নিত যে এক তক্তা আছে, সেই তক্তার সহিত নক্সার তক্তা সমান, এই কারণ তাহার নাম কোম্পাশ রাখা গিয়াছে।

৩ ছবি কোম্পাশের প্রধান দিক জ্ঞাপক; এ সকল অভ্যাস করা অতি উপযুক্ত, কারণ তাহার দ্বারা এক দেশ কিম্বা নগরাদি অন্য দেশ ও নগরাদির দিঙ্‌নির্ণয় করায়; যেমন বোম্বাই কলিকাতার পশ্চিম দিকে শাস্ত্রীয় প্রায় এগার শত পোনের ক্রোশ; এবং মান্দরাজ কলি-

কাতার দক্ষিণ পশ্চিমে শাস্ত্রীয় নয শত পঁচাশী ক্রোশ ও কলিকাতার পূর্ব্ব দিকে ঢাকা ১৫৪ ক্রোশ; ও লক্ষ্ণৌ কলিকাতাহইতে উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৬০০ ক্রোশ; ও মাল্‌দহ কলিকাতার উত্তরে ১৪৫ ক্রোশ, ইত্যাদি।

এই সংক্ষেপ সঙ্কেতদ্বারা লিখা যায়, ইহাও তোমরা মনে কর।

উত্তর	উ	দক্ষিণ	দ
পূর্ব্ব	পূ	পশ্চিম	প
উত্তর পূর্ব্ব, ঈশাণ কোণ ..	উপূ	দক্ষিণ পূর্ব্ব, অগ্নি কোণ	দপু
উত্তর পশ্চিম, বায়ু কোণ ..	উপ	দক্ষিণ পশ্চিম, নৈঋত কোণ	দপ

দক্ষিণ হাত হইতে বাম হাত পর্য্যন্ত যে রেখা সে পৃথিবীর প্রস্থ পরিমাণের রেখা, অর্থাৎ রেখাভূমিহইতে কোন স্থান উত্তর দক্ষিণে কত দূর তাহার জ্ঞাপক। তাহা ভূগোলের প্রথম ভাগের নবম পাঠে দেখিলে জ্ঞাত হইবা। ঐ রেখা সকল রেখাভূমির ন্যায় সোজা হইয়া সমান চৌড়া আছে।

যে রেখা উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত যায়, তাহারা পৃথিবীর দ্রাঘিমার রেখা; তাহাকেই ধ্রুবরেখা বলা যায়, কারণ কোন ধ্রুব-স্থান হইতে পশ্চিম কিম্বা পূর্ব্ব অন্য যে কোন স্থান তাহার জ্ঞাপক ঐ রেখা হয়। ইহার বিশেষাবগত ভূগোল বৃত্তান্তের প্রথম ভাগে ১০,১১ পাঠ দেখিলে জানিবা।

এক ২ স্থানের আপন ২ ধ্রুবরেখা হইতে পারে; কিন্তু কার্য্যোপযোগির নিমিত্ত এক প্রধান নগরকে ধ্রুবরূপে কল্পনা করিয়া সেই স্থানহইতে পূর্ব্ব পশ্চিম মাপ করা যায়। ঐই প্রকারে হিন্দু জ্যোতির্ব্বেত্তারা লঙ্কাকে কিম্বা উজ্জ্বনীকে ধ্রুব স্থান করিয়া পরিমাণ করিয়া থাকেন; আর ইংরাজী জ্যোতির্ব্বেত্তারা ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরকে ধ্রুবস্থান, কল্পনা করিয়াছেন।

প্রত্যেক ধ্রুবরেখা একটা বড় মণ্ডলাকার আছে, সেই ধ্রুবরেখা উত্তরদক্ষিণাভিমুখ হইয়া উত্তরদক্ষিণ কেন্দ্র নামক দুই কল্পিত বিন্দুদ্বারা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে দুই ভাগ করে। ঐ প্রত্যেক ধ্রুবরেখার দক্ষিণ হাতে পৃথিবীর যে অর্দ্ধভাগ হয়, সেই অর্দ্ধভাগ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা রূপে স্থাপিত হয়; এবং তাহার বাম ভাগে যে অর্দ্ধ তাহা পশ্চিম দ্রাঘিমা রূপে স্থাপিত হয়।

এমত কোন রেখা অর্থাৎ ১৮০ পর্য্যন্ত মণ্ডলার্দ্ধে যখন সূর্য্য নিশ্চয় মস্তকের উপর আইসেন, তখন পৃথিবীর উপরিস্থ সেই মণ্ডলার্দ্ধে স্থাপিত দিগন্ত পর্য্যন্ত যে কোন স্থান সেই স্থানে মধ্যাহ্ন কাল হয়; সমসূত্রপাতে সেই দিগন্তের শেষস্থিত, অর্থাৎ সেখানহইতে ১৮০ অংশ দূর, পৃথিবীর নীচার্দ্ধ ভাগে যে কোন স্থান আছে, সেখানে দুই প্রহর রাত্রি হয়।

ইহার দ্বারা দেখা যায়, যে দ্রাঘিমার অংশ সংখ্যাতে সমান বটে, কিন্তু রেখাভূমি হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত যত দূরে যায়, তত ক্রমে ২ তরমুজ ফলের প্রকার, অর্থাৎ

তাহার গায়ের রেখার সদৃশ ক্ষুদ্র হয়। কালের বিষয় কহিলে সকল স্থানে দ্রাঘিমার অংশ সমান হয়; অর্থাৎ ৩৬০ অংশে ৬০ দণ্ড দেশান্তর হইলে ৬ অংশে ১ দণ্ড দেশান্তর হয়।

রেখাভূমির উপরে দ্রাঘিমার ১ অংশ শাস্ত্রীয় পরিমাণে ৬০ ক্রোশ হয়, উত্তর দক্ষিণে ক্রমে২ অল্প হয়; এই কারণ রেখাভূমিহইতে কলিকাতা ২২ অংশ উত্তর হইলে শাস্ত্রীয় পরিমাণানুসারে কলিকাতায় দ্রাঘিমার ১ অংশের পরিমাণ ৪৭।। ক্রোশ হয়; এবং রেখাভূমি হইতে ৫১ অংশ উত্তরস্থ যে ইংরাজী রাজধানী লণ্ডন নগর, তাহার প্রস্থ রেখার উপরে দ্রাঘিমার অংশ শাস্ত্রীয় পরিমাণে প্রায় ৩২ ক্রোশমাত্র হয়; এবং কেন্দ্রে দ্রাঘিমার অংশ কিছুই নাই।

ইহার উপরে তরমুজ ফলের দৃষ্টান্ত লিখিয়াছি; এখন গাড়ির চক্রের দ্বারা আর এক দৃষ্টান্ত লিখিতেছি। যেমন এক গাড়ির চক্রের সকল পাকীর এক পুঁটিয়া হয়, যেখানে সকল পাকী মিলে, আর সেই পাকী যত চক্রের বেড় পর্য্যন্ত যায়, তত ক্রমে২ বিভিন্ন হইয়াও চাকার ঘূর্ণনে একত্রীকৃত পাকী ও বিভিন্নীকৃত পাকী সমান কালে ঘোরে, ইহাতে কালানুসারে পৃথিবীর দ্রাঘিমার বিষয় বিশেষ২ জানিবা।

নকসার কিনারে যে অঙ্ক আছে, তাহাতে পৃথিবীর প্রস্থ ও দ্রাঘিমার অংশ জানা যায়। দুই পার্শ্বে যে অঙ্ক আছে, তাহা যদি ক্রমে২ উপরে বৃদ্ধি হয়, তবে সে

দেশ রেখাভূমির উত্তর দিকের পরিমাণ জানিবা। এবং যদি ঐ অঙ্ক নীচে বৃদ্ধি হয়, তবে রেখাভূমির দক্ষিণের পরিমাণ জানিবা। আর নক্সার নীচে উপরে যে কিনারা আছে, তাহাতে যে অঙ্ক, তাহার ডাইন দিকে যদি বৃদ্ধি হয়, তবে পূর্ব্ব দ্রাঘিমার অংশ জানিবা। এবং যদি বামে দিকে বৃদ্ধি হয়, তবে পশ্চিম দ্রাঘিমার অংশ জানিবা।

নক্সাতে জল স্থলের সহিত এই রূপে বোধ হয়। স্থলের তীরে ছায়ার ন্যায় দেখা যায়, যাবৎ পর্য্যন্ত অধিক জল না হয়। এই নক্সার দ্বিতীয় ছবিতে অঙ্ক দেখিয়া সেই অঙ্কানুসারে ইহার জলেরও স্থলের বিবরণ জানিবা।

যেমন জলের মধ্যে	তেমন স্থলের মধ্যে
১ মহাসাগর,	২ মহাদ্বীপ।
৩ উপসাগর,	৪ প্রায়দ্বীপ।
৫ অখাত,	৬ অন্তরীপ।
৭ হ্রদ,	৮ দ্বীপ।
৯ মোহানা,	১০ ডমরুমধ্য।

১১ সংখ্যাতে দ্বীপসমূহ জানিবা।

১২ সংখ্যাতে নদী বুঝায়। সে নদী রেখা ক্রমে ২ বড় হইয়া শেষে সমুদ্রে কিম্বা অন্য কোন জলাশয়ে পড়ে।

১৩ সংখ্যাতে উপনদী বুঝিবা, আর ঐ সংখ্যাতে সমুদ্রের খাল বুঝা যায়।

১৪ সংখ্যাতে পাহাড় ও পর্ব্বত জানিবা। তাহারা রূপানুসারে চিত্রিত হইয়া প্রায় শৃঙ্খলের মত দেখা যায়। এই পর্ব্বতের মধ্যে কখন২ আগ্নেয় পর্ব্বতও পাওয়া যায়, তাহা ধূমাকার নকসার দ্বারা জানা যায়।

১৫ সংখ্যাতে সমুদ্র জলোত্থিত পাষাণ জানিবা। যদি সমুদ্র জলে অনুত্থিত হয়, তবে ঐ সংখ্যাতে ঢেরা-চিহ্নদ্বারা জানিবা।

১৬ সংখ্যাতে বালুকা স্থান জানিবা।

১৭ সংখ্যাতে জলে প্রায়সমান বালুকা স্থান জানিবা। সে স্থান জাহাজের অগম্য। যদি জলের এতাদৃক্ নীচ হয় যে জাহাজ যাইতে পারে, তবে তাহার সীমাতে এক রেখা মাত্র দেওয়া যায়।

১৮ সংখ্যাতে অনেক বৃক্ষরূপ দেখিয়া মহাবন জানিবা

১৯ সংখ্যাতে সজল স্তূপাকার দেখিয়া সে স্থান হাস্দোল জানিবা।

২০ সংখ্যাতে রেখাদ্বারা উভয় দেশাদির বিভাগ জানিবা।

২১ সংখ্যাতে জেলাদিহইতে অন্য জেলার ক্ষুদ্র২ ভাগ বুঝিবা; কখন২ এই দুই প্রকার রেখার দুই পার্শ্বে রঙ্গ দিয়া স্পষ্ট বিভাগ দেখা যায়।

২২ সংখ্যার উপর শূন্যদ্বারা নগর গ্রাম বুঝায়। ঐ ২২ দাগের নীচে যে চিহ্ন আছে, তাহাতে শহর বুঝায়।

২৩ সংখ্যার উপর যে চিহ্ন আছে, তাহাতে গড় বুঝায়।

২৪ সংখ্যাতে রাস্তা বুঝায়। কদাচিৎ এক রেখাতেও বুঝায়।

২৫ সংখ্যাতে সমুদ্রে যে অতি সূক্ষ্ম মালাকার রেখা আছে, তাহার দ্বারা জাহাজের পথ বুঝায়; এবং তীরের দ্বারা ঐ জাহাজের গতি কোন্ মুখে, ও নদীর স্রোত কোন্ দিকে, তাহা জানা যায়।

ভূগোল বৃত্তান্ত।

প্রথম ভাগ।

১ পাঠ।

পৃথিবীর গোলতার বিষয়।

পৃথিবী প্রায় গোল; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে গোল নহে, কারণ উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে কিছু চাপা আছে। বাতাবী লেবু পৃথিবীর নিশ্চয় দৃষ্টান্ত স্থল।

পৃথিবী দর্পণের ন্যায়, ইহা পুরাণাদিতে লিখিয়াছেন; ও কোন গ্রন্থকর্ত্তারা লিখেন সে চতুষ্কোণ, ও কেহ কহেন ত্রিকোণ। সে সকল কথার প্রামাণ্য হয় না, কারণ ইউরপীয় জ্যোতির্গ্রন্থ, ও ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি পৃথিবীর গোলতা কহিয়াছেন, এবং হিন্দুস্থানীয় ও ইউরপীয় পণ্ডিতলোকেরা ঐ ২ গ্রন্থ ঐক্যও করিয়াছেন, এবং সে সকল গ্রন্থের প্রত্যক্ষ ফল প্রযুক্ত সকল দেশীয়েরাই মান্য করেন, ও তদ্দ্বারা সকলে শিক্ষা পান, ও তদনুসারে ঐ ২ জ্যোতির্ব্বেত্তারা পঞ্জিকা ও গ্রহণ ও যুতি ইত্যাদি আকাশস্থ ভাবি ক্রিয়ার

নিশ্চয় করিয়া প্রত্যক্ষ দেখান। ইহাতেই পৃথিবীর গোলতা ব্যতিরিক্ত আর কিছু বুঝা যায় না।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর আকার কি রূপ?

উ। পৃথিবীর আকার গোল।

প্র। সে সর্ব্বতোভাবে গোল কি না?

উ। সর্ব্বতোভাবে গোল নহে, উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে কিঞ্চিৎ চাপা আছে।

প্র। তবে কোন্ দ্রব্যের ন্যায় পৃথিবী?

উ। সে নিশ্চয় বাতাবী লেবুর সদৃশ, কিম্বা কদম্ব কুসুমাকার।

প্র। পুরাণাদিতে পৃথিবীকে দর্পণের ন্যায়, ত্রিকোণ, ও চতুষ্কোণ কহেন, সে কি রূপ?

উ। তাহার নৈত্য কিছুই পাওয়া যায় না; কিন্তু ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি, ইউর-পীয় গ্রন্থের সহিত ঐক্য করিয়া পৃথিবীর গোলতা কহে, ও তদ্দ্বারা গ্রহণাদির প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহাতেই গোল-তার নিশ্চয় হয়।

কঠিন শব্দের অর্থ।

সর্ব্বতোভাবে, সকল রূপে।
দর্পণ, আরসী।
কুসুম, পুষ্প।
প্রত্যক্ষ, যাহা বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য।

জ্যোতির্ব্বেত্তারা, যাহারা জ্যোতিষ জানে।
নৈত্য, নিত্যতা।
যুতি, দুই তারার একত্র হওন।

২ পাঠ।

পৃথিবীর গোলতার বিষয়।

পৃথিবীর গোলাকৃতি নিশ্চয়ার্থ .কোন নাবিক ইউরপের এক দেশহইতে জাহাজে গমন করিয়া মুখ না ফিরাইয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া পুনর্ব্বার সেই দেশে আসিয়াছিল। যদি পৃথিবী গোল না হইত; তবে নাবিক লোক আপন মুখ না ফিরাইয়া স্বদেশে আসিতে পারিত না।

তিন শত বৎসর হইল ইউরপের মধ্যে স্পানিয়া দেশ-হইতে মাগেলেন সাহেব ৫ জাহাজ সহিত পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া প্রথম পৃথিবী ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ঐ সাহেব কোন লোককর্ত্তৃক পথে মৃত হইলেন, কিন্তু তাঁহার জাহাজ মুখ না ফিরাইয়া এক হাজার এক শত চব্বিশ দিনে পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়াছিল। তাহার পর ইংলণ্ডীয় ও ইউরপীয় অনেক লোক, কেহ বা পূর্ব্বাভিমুখ গিয়া কেহ বা পশ্চিমাভিমুখ গিয়া, মুখ না ফিরাইয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আসিযাছে। ৭০ বৎসর হইল মহাখ্যাত্যাপন্ন কাপ্তেন কুক্ সাহেব পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে গিয়াছিলেন; পরে দুই বার ভ্রমণ করিয়া তৃতীয় বারে তাঁহাকর্ত্তৃক জ্ঞাত পাসিফিক্ ওস্যানের মধ্যে ওয়িহী নামক

দ্বীপস্থ লোকেরা তাঁহাকে অকারণে বধ করিল। এখন পৃথিবীকে বেষ্টন করা এমত সুগম, যে বাণিজ্যের জাহাজ ৮ কিম্বা ৯ মাসের মধ্যে পৃথিবী বেষ্টন করিতেছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর গোলতার আর কি প্রমাণ?

উ। তাহার গোলতার প্রমাণার্থে ইউরপের কোন নাবিক স্বদেশহইতে জাহাজে গিযা মুখ না ফিরাইয়া পৃথিবী ঘুরিয়া পুনর্ব্বার নিজ দেশে আসিয়াছে। যদি পৃথিবী গোল না হইত, তবে এরূপ আসিতে পারিত না।

প্র। কোন্ সাহেব জাহাজদ্বারা প্রথম পৃথিবী বেষ্টন করিতে গিযাছিলেন?

উ। স্পানিয়া দেশের মাগেলেন সাহেব ৫ জাহাজ সহিত এই রূপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জাহাজ স্বদেশে আইল, তিনি পথে মরিলেন।

প্র। সে কত বৎসর হইল, ও কত দিনে বা জাহাজ স্বদেশে আইল?

উ। তিন শত বৎসর হইল, এবং তাঁহার জাহাজ ১১২৪ দিনে স্বদেশে আসিয়াছিল।

প্র। কাপ্তেন কুক্ পৃথিবীকে বেষ্টন কত বার করিয়াছেন, ও সে কত বৎসর হইল?

উ। ৭০ বৎসর হইল কাপ্তেন কুক্ দুই বার ভ্রমণ করিয়া, তৃতীয় বার ওয়েহীদ্বীপস্থ লোককর্ত্তৃক অকারণে হত হইলেন।

প্র। এখন কেহ পৃথিবী বেষ্টন করে কি না?

উ। এখন পৃথিবী বেষ্টন করা এমন সহজ, যে বাষ্প-জোর জাহাজ ৮ কিম্বা ৯ মাসে বেষ্টন করে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

নাবিক, মাঝি।	খ্যাত্যাপন্ন, কীর্ত্তিযুক্ত।
স্বদেশ, আপন দেশ।	অকারণ, কারণ বিনা।
প্রমাণার্থ, সাক্ষির নিমিত্ত।	সহজ, সুগম।
আকৃতি, আকার।	মৃত, যে মরিয়াছে।

---

৩ পাঠ।

পৃথিবীর গোলতার প্রমাণান্তর।

সমুদ্র হইতে যদি কোন জাহাজ তীরে আইসে, তবে তীরস্থ লোকেরা প্রথম তাহার মাস্তুলের অগ্রভাগ, পরে ক্রমে২ তলা পর্য্যন্ত দেখিতে পায়; সেই মত জাহাজস্থ লোকেরা প্রথমে তীরস্থ পর্ব্বত ও বৃক্ষ ও ঘর দেখে, এবং যত নিকট হয় তত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত দেখিতে পায়।

আর মনুষ্যের চক্ষুঃ এমত, যে সূক্ষ্ম বস্তুহইতে স্থূল বস্তু অধিক দূরে দেখে; অতএব পৃথিবী যদি সমান হইত, তবে জাহাজের অতিসূক্ষ্ম মাস্তুল দেখা না যাইয়া তাহার স্থূল ভাগ অবশ্য অগ্রে দেখা যাইত; এই দৃষ্টান্তদ্বারা পৃথিবীর গোলতা দৃঢ়তর হয়।

আমরা যাদৃশ সমুদ্রের গোলতা দেখি, তাদৃক্ পর্ব্বত ও বৃক্ষ ও গ্রামাদি ব্যবধান প্রযুক্ত পৃথিবীর গোলতা দেখিতে পাই না; কিন্তু উত্তরে তাতার নামে যে দেশ আছে, সে সমস্থল এবং বৃক্ষাদি রহিত, একারণ সেখানে যখন মনুষ্য অতি দূরে থাকে, তখন তাহার মস্তক অগ্রে দেখা যায়, পশ্চাৎ স্কন্ধ, ও বুক, ও মধ্য, ইত্যাদি যত নিকট হয়, তত ক্রমে২ পাপর্য্যন্ত দেখা যায়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর গোলতার আর প্রমাণ কিছু আছে কি না?

উ। যদি কোন জাহাজ সমুদ্রহইতে তীরে আইসে, তবে তাহার মাস্তুল আগে দেখা যায়, ক্রমে২ তলাপর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ জাহাজস্থ লোকেরা প্রথম পর্ব্বতাদি দেখে, পরে ক্রমে২ নিকট হইলে মৃত্তিকাপর্য্যন্ত দেখিতে পায়।

প্র। ইহাতে পৃথিবীর গোলতার প্রমাণ কি?

উ। ইহাতেই পৃথিবী গোল নিশ্চয় হইল; কারণ

বৃক্ষাদি গোল বস্তুর উপর পিপীলিকাদি জন্তু যত ঊর্দ্ধে উঠে, তত তাহার অবয়ব ক্রমেতে সমুদয় দর্শন হয়।

প্র। সমুদ্রের ন্যায় পৃথিবীর গোলতা দেখা যায় না কেন?

উ। পৃথিবীতে অনেক২ পর্ব্বতাদি ব্যবধান আছে, তজ্জন্যে গোলতা দেখা যায় না।

প্র। সমুদ্রের গোলতা দেখা যায়, ইহার কারণ কি?

উ। সমুদ্রে বৃক্ষাদি ব্যবধান নাই, এই প্রযুক্ত দেখা যায়।

প্র। ভূমির গোলতা দেখা যায়, এমত কোন স্থান আছে কি না?

উ। উত্তরে তাতার দেশ বৃক্ষাদি রহিত ও সমস্থল, একারণ সেখানকার দূরস্থ মনুষ্যদের মস্তক আগে দেখা যায়, পশ্চাৎ ক্রমে যত নিকট হয়, তত পাপর্য্যন্ত দেখা যায়।

কঠিন শব্দের অর্থ।

মৃত্তিকা, মাটি।	মস্তক, মাথা।
ব্যবধান, আড়াল।	স্কন্ধ, কাঁধ।

৪ পাঠ।

পৃথিবীর গোলতার প্রমাণান্তর।

পৃথিবীর গোলতার আরও দৃঢ় প্রমাণ এই, যখন চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপরে গোলাকারে লাগে। যদি পৃথিবী গোল না হইত, তবে এতাদৃশ দেখা যাইত না; কেননা গোলাকার বস্তু ব্যতিরেকে অন্য বস্তুর ছায়া সর্ব্বতোভাবে গোল হইতে পারে না।

সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবীর প্রবেশ হেতুক চন্দ্রগ্রহণ হয়, অতএব যাদৃশ পৃথিবীর আকার তাদৃশ ছায়া চন্দ্রের উপরে লাগে।

নানা দেশীয় নানা প্রকার লোকেরা অনেক২ বার চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়াছে, তাহাতে গোল বিনা কখনও অন্য রূপ কেহ দেখেন নাই; অতএব এই২ প্রত্যক্ষ ফলদ্বারা সকল দেশীয় লোকেরা পৃথিবীর গোলতা নিশ্চয় করিয়াছেন।

আর পর্ব্বতাদির উচ্চতা ও হ্রদাদির নীচতা প্রযুক্ত যদি কেহ পৃথিবীর গোলতার অন্যথা কহেন, তবে তাহার উত্তর এই; যাদৃশ বাতাবী লেবুর গাত্রে কিঞ্চিৎ উচ্চ-

নীচতা থাকিলেও তাহাকে গোল বলে, তাদৃশ দেখা যায়; ইহার প্রমাণ এই, যে হিমালয়হইতে উচ্চ পর্ব্বত পৃথিবীতে আর নাই, তাহার উচ্চতার সীমা ৫ ক্রোশ মাত্র, কিন্তু পৃথিবীর ব্যাস ৭০০০ ক্রোশ, তদপেক্ষা সে পর্ব্বত ১৪০০ গুণ ক্ষুদ্র।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর গোলতার আর প্রমাণ কি?

উ। তাহার অন্য প্রমাণ এই, চন্দ্রগ্রহণে যখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপরে লাগে, তখন সে ভূচ্ছায়াকে গোল ব্যতিরিক্ত কেহ দেখিতে পায় নাই। গোল বস্তু বিনা অন্য কোন বস্তুর ছায়া সর্ব্বতোভাবে গোল হয় না, ইহাতেই পৃথিবীর গোলতা নিশ্চয় হয়।

প্র। পর্ব্বতাদির উচ্চতা ও হ্রদাদির নীচতা প্রযুক্ত পৃথিবীর গোলতা কি রূপে সম্ভব হয়?

উ। যদ্যপি বাতাবী লেবুর গায়ে কিঞ্চিৎ২ উচ্চনীচতা আছে, তথাপি তাহাকে লোকে গোল বলে, তেমনি পৃথিবীস্থ পর্ব্বত ও হ্রদাদির উচ্চনীচতা অতিশয় বোধ হয় না, কেবল গোলতাই দেখা যায়।

প্র। এমত বৃহৎ পর্ব্বত ও হ্রদাদির উচ্চনীচতা বোধ হয় না, ইহার কারণ কি?

উ। পৃথিবীর সকল পর্ব্বতহইতে হিমালয় বড় হই-লেও তাহার উচ্চতা পাঁচ ক্রোশের অধিক নহে; কিন্তু

পৃথিবীর ব্যাস ৭০০০ ক্রোশ, তদপেক্ষা সে পর্ব্বত ১৪০০ গুণ ক্ষুদ্র।

কঠিন শব্দের অর্থ।

দৃঢ়, কঠিন।	তাদৃক, সেই প্রকার।
প্রমাণ, সাক্ষী।	গাত্র, গা।
ভূচ্ছায়া, পৃথিবীর ছায়া।	সম্ভব, উপযুক্ত।

---

৫ পাঠ।

পৃথিবীর পরিমাণের বিষয়।

পৃথিবীর পরিধি, অর্থাৎ তাহার বেষ্টন, একুশ হাজার আট শত পঁচাত্তর ক্রোশ; ও তাহার ব্যাস, অর্থাৎ তন্মধ্যগতসূত্র, প্রায় সাত হাজার ক্রোশ।

যেমন কোন গোলাকার বস্তুর ব্যাস যত সংখ্যক হয়, সেই ব্যাসের কিছু অধিক ত্রিগুণ তাহার পরিধি হয়, সেই প্রকারে ভূগোলের ব্যাস ৭০০০ ক্রোশ হইলে তাহার পরিধি কিঞ্চিৎ অধিক ত্রিগুণ ২১৮৭৫ ক্রোশ পরিমাণ করা গিয়াছে।

গোলাকার পৃথিবী উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে কিছু চাপা আছে, আমরা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, কেননা উত্তর

কেন্দ্রহইতে দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত যে ব্যাস, অর্থাৎ পৃথিবী মধ্যবর্ত্তি কাল্পনিক সূত্র, তাহাহইতে পূর্ব্ব অবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত যে ব্যাস সে ২৩ ক্রোশ অধিক। পূর্ব্ব পশ্চিমের ব্যাস ৬৮৯৮ ক্রোশ, এবং উত্তর দক্ষিণের ব্যাস ৬৮৭৫ ক্রোশ; অতএব উত্তর দক্ষিণের ব্যাস ২৩ ক্রোশ ন্যূন। ইংলণ্ডীয় ও অন্য ইউরপীয় লোকদের রাজা এ বিষয় পরিমাণ করিবার নিমিত্তে অনেক জ্ঞানি লোককে দূর দেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গণনার ফল এই।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর পরিধি কত ক্রোশ?

উ। তাহার পরিধি ২১৮৭৫ ক্রোশ।

প্র। ভূব্যাস কত ক্রোশ?

উ। তাহার ব্যাস প্রায় ৭০০০ ক্রোশ।

প্র। পৃথিবীর যত ব্যাস তাহার কত গুণ পরিধি হয়?

উ। গোল বস্তুর ব্যাস যত হয়, তাহার কিছু অধিক ত্রিগুণ পরিধি অবশ্য হয়।

প্র। পৃথিবী উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে কিছু চাপা আছে, তাহাতে কত ন্যূনাধিক হয়?

উ। তাহার ন্যূনাধিক এই নিশ্চয় আছে, উত্তর দক্ষিণ ব্যাস পূর্ব্ব পশ্চিম ব্যাসহইতে ২৩ ক্রোশ ন্যূন।

প্র। পূর্ব্বপশ্চিমের ও উত্তরদক্ষিণের ব্যাস কত ক্রোশ?

উ। পূর্ব্ব পশ্চিমের ব্যাস ৬৮৯৮ ক্রোশ; উত্তর দক্ষিণের ব্যাস ৬৮৭৫ ক্রোশ।

প্র। এই যে২ পৃথিবীর পরিমাণ কহিলা, এ সকল আনুমানিক কি নিশ্চিত?

উ। না, এ আনুমানিক নহে, কেননা ইংলণ্ডীয় ও অন্য ইউরপীয় লোকদের রাজা পৃথিবীর পরিমাণ করিবার নিমিত্তে অনেক জ্ঞানি লোককে দূর দেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতেই নিশ্চয় হইয়াছে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

পরিধি, বেড়।	সংখ্যা, গণনা।
ব্যাস, মধ্যের পরিমাণ।	ন্যূন, অল্প।

---

৬ পাঠ।

পৃথিবীর আহ্নিক চলন।

পৃথিবীর দুই প্রকার গতি, প্রথম আপন কীলকে পশ্চিমহইতে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া ৬০ দণ্ডের মধ্যে ঘোরে, তাহাতে ক্রমে২ সকল দেশ সূর্য্যদ্বারা প্রকাশিত ও পৃথিবীদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, ইহাতেই দিন রাত্রি হয়; এই গতির নাম আহ্নিক চলন।

পৃথিবী ও সকল গ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করে, তাহার অনেক২ প্রমাণ দেওয়া যায়; কিন্তু খগোলের বিষয় না জানিলে সে সকল প্রমাণ বোধগম্য হয় না। যদি কেহ বলে, যে পৃথিবীর গতি সম্ভব নহে, কেননা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, পৃথিবী নিশ্চল, এবং সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন; তাহার উত্তর এই, যদি কোন ব্যক্তি গাড়িতে কিম্বা নৌকাদি যানে অতি শীঘ্র চলে, তবে তাহাদিগের এই জ্ঞান হয়, ভূম্যাদি আমাদিগের নিকট আসিতেছে, এবং তাহারা আপনাদিগকে অচল জ্ঞান করে; তাদৃশ পৃথিবীর চলন পশ্চিমহইতে পূর্ব্বাভিমুখ অতি শীঘ্র প্রযুক্ত আমাদিগের দৃষ্টিতে পূর্ব্বহইতে পশ্চিমাভিমুখ সূর্য্যের গতি দেখা যায়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর গতি এক প্রকার কি ভিন্ন২ মত আছে?

উ। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার।

প্র। পৃথিবীর দুই প্রকার গতির ভেদ কি, ও সে গতির নাম কি?

উ। তাহার প্রথম গতি এই, আপন কীলকে পশ্চিমহইতে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া ৬০ দণ্ডের মধ্যে একবার ঘোরে, তাহাকে আহ্নিক গতি বলা যায়; দ্বিতীয় গতি বার্ষিক গতির স্থানে বিবরণ করা যাইবে।

প্র। পৃথিব্যাদি গ্রহ সকল সূর্য্যের বেষ্টনকারী, কি সূর্য্য পৃথিব্যাদির বেষ্টনকারী?

উ। পৃথিব্যাদি গ্রহ সকল সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে।

প্র। তবে সূর্য্যের চলন কি রূপে প্রত্যক্ষ দেখা যায়?

উ। যেমন কোন লোক গাড়িতে কিম্বা অন্য কোন যানে শীঘ্র গমন করিলে তাহার এই জ্ঞান হয়, ভূম্যাদি আমার নিকট আসিতেছে, আমি অচল আছি; তাদৃশ।

কঠিন শব্দের অর্থ।

গতি, গমন।	অচল, যে চলে না।
কীলক, আল; খিল।	খগোল, আকাশ বৃত্তান্ত।
আহ্নিক, দিন সম্বন্ধী।	যান, সওয়ারি।

---

৭ পাঠ।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির বিষয়।

পৃথিবী আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ ক্রোশ সূর্য্যহইতে দূরে থাকিয়া, এক পলের মধ্যে প্রায় তিন শত চল্লিশ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া, ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পলের মধ্যে সূর্য্যকে বেষ্টন করে, তাহাতেই এক বৎসর হয়। সেই গতির নাম বার্ষিক চলন।

অর্থাৎ পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ সময়ে আপন কীলকে তিন শত পঁয়ষট্টি বার এক পোয়ার কিঞ্চিৎ অধিক ঘোরে, তাহাতে তিন শত পঁয়ষট্টি রাত্রি ও তিন শত পঁয়ষট্টি দিন পোনের দণ্ড একত্রিশ পল হয়।

পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির উদাহরণ; গাড়ীতে চড়িয়া গোল এক বাটী বেষ্টন করিতে হইলে, সেই গাড়ী ঐ বাটীকে এক বার বেষ্টন করিতে২ তাহার চাকা আপন কীলকে অনেক বার ঘোরে; সেই প্রকার পৃথিবী আপন কীলকের উপরে ৩৬৫ বার ঘুরিয়া এক বৎসরের মধ্যে সূর্য্যকে এক বার বেষ্টন করে, তাহাতেই দিন বৎসর হয।

অপর উদাহরণ এই, যেমন একটা ভাঁটা অতি বেগে নিক্ষেপ করিলে, সে এক গতিদ্বারা দূরে যায়, আর এক গতিদ্বারা ঘুরিয়া২ যায়; তাদৃশ পৃথিবীর ভ্রমণ।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর বার্ষিক চলন কি রূপ?

উ। পৃথিবী আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ ক্রোশ সূর্য্য-হইতে দূরে থাকিয়া ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পলের মধ্যে সূর্য্যকে যে বেষ্টন করে, তাহার নাম বার্ষিক চলন।

প্র। তাহার শীঘ্র গতির পরিমাণ কি?

উ। সে এক পলের মধ্যে প্রায় ৩৪০ ক্রোশ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে।

প্র। পূর্ব্বাপরে পৃথিবীর যে দুই প্রকার গতি কহিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত কি?

উ। যেমন গাড়ীতে চড়িয়া এক বাটী ঘুরিতে হইলে সেই গাড়ী এক বার ঘুরিতে২ তাহার চাকা আপন কীলকে অনেক বার ঘোরে, তেমন পৃথিবীর গতি।

প্র। আর দৃষ্টান্ত কিছু আছে কি না?

উ। আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যাদৃশ ভাঁটা বেগে নিক্ষেপ করিলে তাহার নিক্ষেপশক্তিদ্বারা সে এক গতিতে দূরে যায়, অপর গতিদ্বারা ঘুরিয়া২ যায়, তাদৃশ পৃথিবীর গতি।

প্র। এই দুই গতিদ্বারা কি হয়?

উ। ইহার আহ্নিক গতিদ্বারা দিবা রাত্রি হয়; ও বার্ষিক গতিদ্বারা বৎসর হয়।

কঠিন শব্দের অর্থ।

বার্ষিক, বৎসরজাত।	কীলক, খিল।
আহ্নিক, দিন সম্বন্ধী।	নিক্ষেপ, দূরে ফেলন।
উদাহরণ, দৃষ্টান্ত।	তাদৃশ, সেই মত।

---

৮ পাঠ।

পৃথিবীর স্থিতির বিষয়।

পৃথিবী শূন্যে আছে, এবং সূর্য্য হইতে সে চৌদ্দ লক্ষ গুণ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রত্ব প্রযুক্ত সূর্য্যের

আকর্ষণীশক্তিতে ও পৃথিবীর নিক্ষেপশক্তিতে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে, যদি তাহাতে সূর্য্যের আকর্ষণ না থাকিত, তবে পৃথিবীর অধঃপাত অবশ্য হইত।

পৃথিবীহইতে চৌদ্দ লক্ষ গুণ বৃহৎ সূর্য্যকে যদি কেহ এখানহইতে অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া এ কথার অপ্রামাণ্য বোধ করেন, একারণ তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত লেখা যাইতেছে।

যেমন এক যুবা ব্যক্তি অতি উচ্চ অট্টালিকার উপরিস্থ হইলে নীচস্থ লোক সকল তাহাকে অতি বালকের ন্যায় দেখিতে পায়। আর কোন বালক যদি বড় ঘুড়ি উড়ায়, তবে তাহার নক ক্রমে২ ছাড়িতে২ সে ঘুড়ি অতি দূরস্থ হইলে ঐ বালক সেই বড় ঘুড়িকে অতিশয় ক্ষুদ্র দেখে, তাদৃশ পৃথিবীহইতে সূর্য্যের আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ ক্রোশ দূর স্থিতি প্রযুক্ত এতাদৃশ বৃহৎ সূর্য্যকেও একখান থালের ন্যায় দেখায়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবী কি রূপে আছে?

উ। সূর্য্যের আকর্ষণীশক্তিতে পৃথিবী শূন্যে আছে।

প্র। সূর্য্যহইতে পৃথিবী কত ছোট?

উ। সূর্য্যহইতে পৃথিবী চৌদ্দ লক্ষ গুণ ক্ষুদ্র, তৎপ্রযুক্ত সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে।

প্র। সূর্য্যের আকর্ষণ যদি পৃথিবীতে না থাকিত, তবে পৃথিবীর স্থিতি কি হইত না?

উ। তবে পৃথিবীর অধঃপতন হইত।

প্র। পৃথিবীহইতে সূর্য্যকে আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি, এই প্রত্যক্ষের অন্যথা কোন্ দৃষ্টান্তে হইতে পারে?

উ। তাহার দৃষ্টান্ত এই, অত্যুচ্চ অট্টালিকাদির উপরে এক প্রকাণ্ড পুরুষ থাকিলেও নীচস্থ লোকেরা তাহাকে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় দেখিতে পায়; অতএব পৃথিবীহইতে সূর্য্যের আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ ক্রোশ দূর স্থিতি প্রযুক্ত এতাদৃশ বৃহৎ সূর্য্যকেও একখান থালের ন্যায় ক্ষুদ্র দেখায়।

কঠিন শব্দের অর্থ।

শূন্য, আকাশ।	অধঃপতন, নীচে পড়ন।
আকর্ষণ, টানন।	দৃষ্টান্ত, উদাহরণ।
প্রামাণ্য, প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত।	প্রকাণ্ড, অতি বড়।

---

৯ পাঠ।

পৃথিবীর প্রস্থ পরিমাণের বিষয়।

উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রের মধ্যে রেখাভূমি নামক এক রেখা কল্পিত আছে; সেই রেখা-

ভূমিহইতে উত্তর কেন্দ্র পর্য্যন্ত ৯০ অংশের নাম উত্তর অক্ষাংশ, এবং দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত ৯০ অংশের নাম দক্ষিণ অক্ষাংশ; তাহার প্রত্যেক অংশে ৬০ ক্রোশ।

এই পরিমাণানুসারে পৃথিবীর প্রস্থ, অর্থাৎ এক স্থান-হইতে উত্তর দক্ষিণের দূর জানা যায়; কারণ যদি শুনা যায় কলিকাতা উত্তর অক্ষাংশের ২২॥ অংশে আছে, তবে জানা যায়, রেখাভূমিহইতে সোজা পথ দিয়া গণনা করিলে ১৩৫০ ক্রোশ উত্তরে দূরে কলিকাতা আছে; কেননা প্রত্যেক অংশে ৬০ ক্রোশ হয়, অতএব সুতরাং ২২॥ অংশে ১৩৫০ ক্রোশ অবশ্য হইতে পারে। তাদৃশ যদি শুনা যায়, মালদহ নগর উত্তর অক্ষাংশের ২৫ অংশে আছে, এবং সে কলিকাতার ঠিক উত্তর, তবে ঐ গণনাদ্বারা নিশ্চয় জানা যায়, সোজা পথদ্বারা কলি-কাতাহইতে সে ২॥ অংশ অধিক উত্তর, অতএব কলি-কাতাহইতে ১৫০ ক্রোশ উত্তরে গেলে মালদহ নগরে অবশ্য উপস্থিত হওয়া যায়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। অক্ষাংশ কাহার নাম, ও সে কয় প্রকার?

উ। উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রের মধ্যে রেখাভূমিহইতে উত্তর কাল্পনিক রেখা আছে, সেই রেখা ভূমিহইতে উত্তর

কেন্দ্র পর্য্যন্ত ৯০ অংশের নাম উত্তর অক্ষাংশ, ও দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত ৯০ অংশের নাম দক্ষিণ অক্ষাংশ।

প্র। তাহার প্রত্যেক অংশের মধ্যে কত ক্রোশ আছে?

উ। তাহার প্রত্যেক অংশে ৬০ ক্রোশ।

প্র। পৃথিবীর এই রূপ বিভাগের ফল কি?

উ। তাহার এই ফল, এক স্থানহইতে উত্তর দক্ষিণের দূর এই পরিমাণানুসারে জানা যায়।

প্র। উত্তর দক্ষিণে দেশান্তর কি রূপ জানা যায়?

উ। যদি শুনা° যায়, কলিকাতা উত্তর অক্ষাংশের ২২৷৷ অংশে আছে, তবে জানা যায়, রেখাভূমিহইতে সোজা পথে গণনা করিলে উত্তরে ১৩৫০ ক্রোশ দূরে কলিকাতা আছে; এবং মালদহ উত্তর অক্ষাংশের ২৫ অংশে আছে, ও কলিকাতার ঠিক উত্তরে, তবে ঐ রূপে জানা যায়, সে কলিকাতাহইতে ২৷৷ অংশ অধিক উত্তরে; অতএব কলিকাতাহইতে ১৫০ ক্রোশ উত্তরে মালদহ আছে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

প্রস্থ, চৌড়া।	গণনা, সংখ্যাকরণ।
সুতরাং, স্বভাব সিদ্ধ।	কাল্পনিক, আরোপিত।

১০ পাঠ।

পৃথিবীর দ্রাঘিমার বিষয়।

পৃথিবীর পূর্ব্বাবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত যে পরিমাণ তাহার নাম দ্রাঘিমা, তাহাও অংশদ্বারা পরিমিত হয়। আর কোন এক নিরূপিত স্থানহইতে পূর্ব্ব পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত ১৮০ অংশ করিয়া পৃথিবীর উভয় পার্শ্বে ৩৬০ অংশ সম্পূর্ণ হয়।

পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণে মাপিবার আরম্ভস্থান রেখাভূমি; সেই স্থানহইতে প্রায় সকল দেশীয়েরা গণনা করেন। কিন্তু পৃথিবীর দ্রাঘিমা মাপিবার আরম্ভস্থানের ঐক্য নাই; কারণ অনেক দেশের লোকেরা আপন ২ রাজধানীহইতে পরিমাণ আরম্ভ করেন। ইংরাজ লোক আপন রাজধানী লণ্ডন নগরহইতে পরিমাণ আরম্ভ করিয়া ৮৮।। অংশ পূর্ব্বে কলিকাতা নগরকে পান।

পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ মাপের নিমিত্তে সকল অংশ সমান, কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিম মাপিবার সকল অংশ সমান নহে; কারণ রেখাভূমির উপরে পৃথিবীর দ্রাঘিমা সকল স্থানহইতে অধিক হইয়া ৩৬০ অংশের দ্বারা বিভক্ত হয়, কিন্তু রেখাভূমিহইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর দ্রাঘিমা

ক্রমে২ অল্প হয়, তাহার মধ্যেও ৩৬০ অংশ হইয়া প্রত্যেক অংশের চৌড়া ক্রমে২ অল্প হয়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর দ্রাঘিমা কাহার নাম?

উ। কোন নিরূপিত স্থানহইতে পূর্ব্ব পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে মাপ, তাহার নাম দ্রাঘিমা।

প্র। সে দ্রাঘিমার পরিমাণ কাহার দ্বারা হয়?

উ। তাহার পরিমাণ অংশদ্বারা হয়।

প্র। তাহার সকল অংশ সমান কি না?

উ। তাহার সকল অংশের সাম্য নাই।

প্র। নিরূপিত স্থানহইতে পূর্ব্ব পশ্চিমের সীমা কত?

উ। নিরূপিত স্থানহইতে পূর্ব্ব পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত ১৮০ অংশ করিয়া পৃথিবীর উভয় পার্শ্বে ৩৬০ অংশ হয়।

প্র। ইংরাজেরা পরিমাণারম্ভ কোন্ স্থানহইতে করেন, এবং সে স্থানহইতে কলিকাতা কত অংশ দূরে?

উ। ইংরাজেরা লণ্ডন নগরহইতে মাপিয়া ৮৮॥ অংশ পূর্ব্ব কলিকাতা পান।

প্র। দ্রাঘিমার সকল অংশ সমান নহে, ইহার কারণ কি?

উ। তাহার কারণ এই, যেমন কমলা লেবুর ভিতরে ভাগ২ থাকে, সেই ভাগের মধ্যস্থান যাদৃশ চৌড়া তাহার বোঁটার নিকটে তাদৃশ চৌড়া নহে, সেই প্রকার রেখাভূমিহইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত ক্রমে২ অল্প হয়, কিন্তু সেখানেও ৩৬০ অংশ আছে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

দ্রাঘিমা, দীর্ঘতা। | উভয়পার্শ্বে, দুই পার্শ্বে।
নিরূপিত, নিয়মিত। | ঐক্য, একতা।

---

১১ পাঠ।

পৃথিবীর দেশান্তরের বিষয়।

পৃথিবী পশ্চিমহইতে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আপন কীলকে ঘুরিয়া২ এক দণ্ডের মধ্যে ৬ অংশ সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়, তৎপ্রযুক্ত পৃথিবীস্থ লোকদের স্ব২ স্থানানুসারে ৬ অংশে ১ দণ্ড দেশান্তর হয়।

লণ্ডন নগরহইতে কলিকাতা প্রায় ৯০ অংশ পূর্ব্ব প্রযুক্ত লণ্ডন নগরস্থ লোকেরা কলিকাতাস্থ লোকদের হইতে প্রায় ১৫ দণ্ড পরে সূর্য্যোদয় দেখিতে পায়; এই পরিমাণানুসারে বঙ্গ দেশে যখন দুই প্রহর বেলা তখন ইংলণ্ড দেশে প্রায় প্রাতঃকাল।

পৃথিবীর বক্রগতিদ্বারা ঋতুভেদ, ও ১১ চৈত্রে ১১ আশ্বিনে দিন রাত্রি সমান, ও ক্রমে২ দিন রাত্রি হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এ সকল বিষয় কিছু কঠিন, ও খগোলান্তঃপাতী প্রযুক্ত পশ্চাৎ খগোল বৃত্তান্তের মধ্যে বিস্তারিত লেখা যাইবে। এখন পৃথিবীর কটিবন্ধের বিষয় লিখিয়া, ও

তাহার জলস্থলের প্রধান ভাগ প্রকাশ করিয়া, পৃথিবীস্থ দেশ বিভাগ, ও নদী, ও পর্ব্বত, ও নগর, ও রাজধর্ম্ম, ও মনুষ্যসংখ্যা, ও বাণিজ্য, ও প্রাচীন ইতিহাস, ইত্যাদির বিবরণ বিশেষে লিখিতে আরম্ভ করিব।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবী কোন্ দিকহইতে ঘোরে?

উ। পশ্চিম দিকহইতে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আপন কীলকে ঘুরিয়া ১ দণ্ডের মধ্যে ৬ অংশ সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়।

প্র। দেশান্তরের কারণ কি?

উ। পৃথিবীর গতিদ্বারা পূর্ব্বদিকস্থ লোকদের স্ব২ স্থানানুসারে ৬ অংশে ১ দণ্ড দেশান্তর হয়।

প্র। লণ্ডন সহর কলিকাতার কত অংশ পশ্চিমে?

উ। লণ্ডন কলিকাতার প্রায় ৯০ অংশ পশ্চিমে, অতএব লণ্ডন নগরস্থ লোকেরা কলিকাতাস্থ লোকদের হইতে প্রায় ১৫ দণ্ড পরে সূর্য্যোদয় দেখিতে পায়।

প্র। বঙ্গ দেশের দুই প্রহর বেলার সময়ে ইংলণ্ডে কত বেলা?

উ। যখন বঙ্গ দেশে দুই প্রহর বেলা, তখন ইংলণ্ডে প্রাতঃকাল হয়।

প্র। ঋতুভেদ, ও ১১ চৈত্রে ১১ আশ্বিনে, দিন রাত্রি সমান, ও ক্রমে২ দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধির কারণ কি?

উ। পৃথিবীর বক্রগতিদ্বারা ঋতুভেদ ও দিন রাত্রি ছোট বড় হয়।

কঠিন শব্দের অর্থ।

সম্মুখবর্ত্তী, অগ্রেস্থিত।
দেশান্তর, এক দেশহইতে অন্য দেশে সুর্য্যোদয়ের ভিন্নতা।
কটিবন্ধ, কোঠ।
অন্তঃপাতী, মধ্যেস্থিত।
ঋতু, মাঘাদি দুই ২ মাস।

---

১২ পাঠ।

পৃথিবীর কটিবন্ধের বিষয়।

উষ্ণ কটিবন্ধ এক, সম কটিবন্ধ দুই, শীত কটিবন্ধ দুই, এই পাচ কটিবন্ধদ্বারা পৃথিবীকে ভাগ করা গিয়াছে; তাহার রূপ এই।
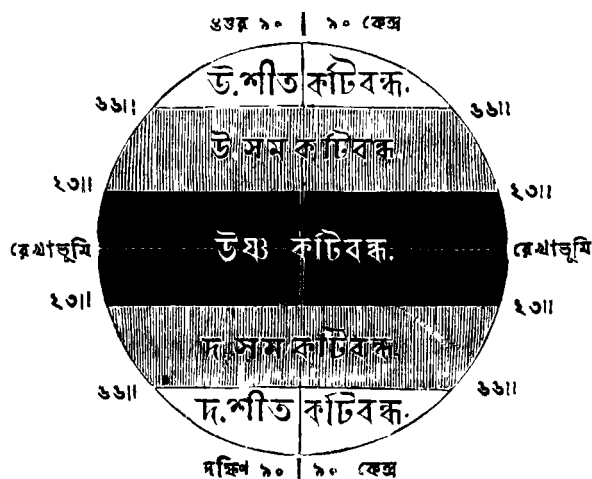
রেখাভূমির উত্তর দক্ষিণে ২৩॥ অংশ পর্য্যন্ত উষ্ণ কটিবন্ধের সীমা; এই উষ্ণ কটিবন্ধের মধ্যে বাঙ্গলা দেশ প্রায় অধিক। এই কটিবন্ধের সকল দেশ সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তি প্রযুক্ত অতি উষ্ণ।

উষ্ণ কটিবন্ধের উত্তর দক্ষিণে উভয় দিকে ৪৩ অংশ পর্য্যন্ত সম কটিবন্ধের সীমা; উত্তর সম কটিবন্ধের মধ্যে ইংলণ্ড দেশ, এবং প্রায় সকল ইউরপ দেশ; এই সম কটিবন্ধের মধ্যে উষ্ণতা এবং শীতলতা অধিক নাই।

সম কটিবন্ধহইতে পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত ২৩॥ অংশ করিয়া শীত কটিবন্ধের সীমা; সেই শীত কটিবন্ধ দেশের পার্শ্বে সূর্য্যের তেজ লাগে, এই প্রযুক্ত সেখানে এমত শীতল যে সমুদ্রের জল জমিয়া থাকে; ইহার নিমিত্তে প্রায় জাহাজ যাইতে পারে না।

রেখাভূমির উত্তর ২৩॥ অংশ পর্য্যন্ত উত্তর কটিবন্ধ. তাহার উত্তরে ৪৩ অংশ পর্য্যন্ত সম কটিবন্ধ। তাহার উত্তরে উত্তর কেন্দ্র পর্য্যন্ত ২৩॥ অংশ শীত কটিবন্ধ; এই রূপ রেখাভূমির উভয়দিকে দুই কেন্দ্র পর্য্যন্ত সমুদায়ে ৯০ অংশ হয়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তি কটিবন্ধের নাম কি, ও তাহার পরিমাণ কত?

উ। পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তি কটিবন্ধের নাম উষ্ণ কটিবন্ধ, ও তাহার পরিমাণ রেখাভূমিহইতে দুই পার্শ্বে ২৩॥ অংশ করিয়া ৪৭ অংশ হয়।

প্র। উষ্ণ কটিবন্ধের উভয় পার্শ্বে কোন্২ কটিবন্ধ, ও তাহাদিগের পরিমাণ কি?

উ। উষ্ণ কটিবন্ধের উত্তরে ৪৩ অংশ পর্য্যন্ত স্থানের নাম উত্তর সম কটিবন্ধ, দক্ষিণে ৪৩ অংশের নাম দক্ষিণ সম কটিবন্ধ।

প্র। তাহার পর কোন্ কটিবন্ধ, ও তাহার পরিমাণ কি?

উ। ঐ সম কটিবন্ধের উত্তরে কেন্দ্র পর্য্যন্ত ২৩।। অংশ উত্তর শীত কটিবন্ধ; এবং দক্ষিণে দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত ২৩।। অংশ দক্ষিণ শীত কটিবন্ধ।

প্র। এই গণনানুসারে রেখাভূমিহইতে দুই কেন্দ্র পর্য্যন্ত কত পরিমাণ?

উ। রেখাভূমির উত্তরে ২৩।। অংশ পর্য্যন্ত উষ্ণ কটিবন্ধ, তাহার উত্তরে ৪৩ অংশ পর্য্যন্ত সম কটিবন্ধ, তাহার উত্তরে কেন্দ্র পর্য্যন্ত ২৩।। অংশ শীত কটিবন্ধ; সকলের উত্তরদিকে ৯০ অংশ। এই রূপ দক্ষিণে ৯০ অংশ।

প্র। এই তিন কটিবন্ধের এতাদৃশ নাম কেন?

উ। তাহার কারণ এই, উষ্ণ কটিবন্ধ স্থান উষ্ণ, সম কটিবন্ধ স্থান সমান, শীত কটিবন্ধ স্থান শীতল।

প্র। এমত বিশেষের কারণ কি?

উ। উষ্ণ কটিবন্ধ সূর্য্যের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী, সম কটিবন্ধ কিঞ্চিৎ পার্শ্বে, শীত কটিবন্ধ অতিশয় পার্শ্বে।

ভূগোল বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় ভাগ।

১ পাঠ।

পৃথিবীর প্রত্যক্ষ বিষয়ের বিবরণ।

পৃথিবী গোল, এবং সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে, তাহার প্রমাণ প্রথম ভাগে লেখা গিয়াছে; এই পৃথিবী জল ও স্থলদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং সেই জল, স্থল, আপন২ আকার ও পরিমাণানুসারে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তাহার বিবরণ লিখিতেছি।

মহাদ্বীপ, দ্বীপ, প্রায়দ্বীপ, ডমরুমধ্য, আর অন্তরীপ, এই সকল দ্বারা ইউরপীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক পৃথিবীর স্থল বিভক্ত হইয়াছে। মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, খাল, হ্রদ, মোহানা, আর নদী, ইহার দ্বারা জল বিভক্ত হইয়াছে।

জলের মধ্যে যে রূপ মহাসাগর, স্থলের মধ্যে সেই রূপ মহাদ্বীপ। তদ্রূপ হ্রদ, ও দ্বীপ। এবং খাল, ও অন্তরীপ। এবং মোহানা, ও ডমরুমধ্য। এবং উপসাগর, ও প্রায়দ্বীপ।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর আকার কেমন?

উ। পৃথিবী গোলাকৃতি।

প্র। পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করে, কি সূর্য্য পৃথিবীর বেষ্টনকারী?

উ। পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করে।

প্র। পৃথিবী কোন্ বস্তুদ্বারা নির্ম্মিত?

উ। সে জল ও স্থলদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্র। পৃথিবীর স্থলের বিভাগ কিরূপে জানা যায়?

উ। মহাদ্বীপ, দ্বীপ, প্রায়দ্বীপ, ডমরুমধ্য, অন্তরীপ, ইত্যাদি দ্বারা তাহার স্থলকে পণ্ডিতেরা ভাগ করিয়াছেন।

প্র। জলকে কি প্রকারে বিভাগ করা গিয়াছে?

উ। পৃথিবীর জলকে মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, খাল, হ্রদ, মোহানা, ইত্যাদি দ্বারা বিভাগ করা গিয়াছে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়।
প্রমাণ, সাক্ষী।
অনুসার, তাহার মত।
প্রাপ্ত, যাহা পাওয়া গিযাছে।

হ্রদ, দহ।
খাল, যে সমুদ্রাদিহইতে নির্গত হইয়া কিছু দূরে যায়।

২ পাঠ।

মহাদ্বীপের বিষয়।

স্থলের যে প্রধান খণ্ডের মধ্যে অনেক দেশ আছে, ও যাহা সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত না হয়, তাঁহার নাম মহাদ্বীপ। পৃথিবীতে দুই মহাদ্বীপ আছে, তাহাদিগের নাম পুরাতন মহাদ্বীপ আর নূতন মহাদ্বীপ।

ইউরপ. ও আশিয়া. ও আফ্রিকা, পৃথিবীর এই তিন খণ্ড এক মহাদ্বীপের মধ্যে আছে; আমেরিকা আর এক ভিন্ন মহাদ্বীপ আছে। ইহার মধ্যে প্রথম মহাদ্বীপের নাম পুরাতন মহাদ্বীপ, কেননা সেই মহাদ্বীপস্থ লোকেরা প্রথমাবধি পরস্পর জানিয়া ব্যবসায়াদি করিত; কিন্তু ইংরাজী ১৪৯২ সনে কলম্বস নামে এক জন আমেরিকা দেশকে প্রথম জানিলেন, তাহার পূর্ব্বে অন্য মহাদ্বীপস্থ লোকেরা আমেরিকা দেশস্থদিগকে জানিত না, ও তাহাদিগের সহিত সুতরাং বাণিজ্যাদি করিত না; এই কারণ ঐ আমেরিকার মহাদ্বীপের নাম নূতন মহাদ্বীপ কহা যায়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। মহাদ্বীপ কাহার নাম?

উ। স্থলের যে খণ্ড বিস্তীর্ণ, ও যাহার মধ্যে অনেক

দেশ আছে, ও যে সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নহে, তাহার নাম মহাদ্বীপ।

প্র। যে মহাদ্বীপে ইউরপ, ও আশিয়া, ও আফ্রিকা, এই তিন ভাগ আছে, তাহার নাম কি?

উ। তাহার নাম পুরাতন মহাদ্বীপ।

প্র। কেন তাহার নাম পুরাতন হইল?

উ। তাহার পুরাতন মহাদ্বীপ নামের কারণ এই, যে এই তিন ভাগস্থ লোকেরা পরস্পর জানিয়া পুর্ব্বাবধি বাণিজ্যাদি করিত।

প্র। অন্য মহাদ্বীপের নাম কি? ও তাহার মধ্যে কি স্থাপিত আছে?

উ। তাহার নাম নূতন মহাদ্বীপ, ও তাহার মধ্যে আমেরিকা স্থাপিত আছে।

প্র। তাহার নাম নূতন মহাদ্বীপ কেন হইল?

উ। তাহার নাম এই কারণ নূতন মহাদ্বীপ হইয়াছে, যে অন্য মহাদ্বীপস্থ লোকেরা আমেরিকাকে পুর্ব্বে জানিত না।

কঠিন শব্দের অর্থ।

পুরাতন, পুরাণ।	পরস্পর, অন্যোন্য।
বিস্তীর্ণ, চৌড়া।	ব্যবসায়, বাণিজ্য।

৩ পাঠ।

দ্বীপের বিষয়।

পৃথিবীর যে ভাগ জলের দ্বারা বেষ্টিত আছে, তাহার নাম দ্বীপ, যেমন ইংলণ্ড ও লঙ্কা ইত্যাদি। যে দ্বীপ ক্ষুদ্র, তাহাকে উপদ্বীপ বলা যায়। প্রায় প্রত্যেক দ্বীপের প্রত্যেক রাজা; কিন্তু এক রাজার শাসনে অনেক২ উপদ্বীপ আছে।

পৃথিবীর সৃষ্টি সময়ে অনেক২ দ্বীপ ও উপদ্বীপ সৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু মহাসাগরের মধ্যে ভূমিকম্প দ্বারা অল্প উপদ্বীপ, এবং কীটদ্বারা অনেক উপদ্বীপ হইয়াছে। সেই কীটের নাম করালাইন। তাহারা ক্ষুদ্র, ও তাহাদের আকৃতি পুষ্পের ন্যায়। সমুদ্রের মধ্যে জলের অধোভাগে ঐ কীট পর্ব্বত রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া, যত দূর উপরে জল পায় তত দূর পর্ব্বতাকার করে; পরে জলের শেষ হইলে পুনর্ব্বার ঐ পর্ব্বতাকার বস্তুকে চৌড়া করে। সেই কীট যাহা২ করে তাহা ক্রমে২ প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় হইয়া থাকে। এই পর্ব্বত জলের সহিত সমান হইলে তাহার উপরে সমুদ্রীয় পক্ষিরা বিশ্রাম করিতে বৈসে; ঐ পক্ষিরা সেই স্থানে মল ত্যাগ করিলে, তাহার মধ্যে নানা বৃক্ষের বীজ পড়ে; তাহাতে ঐ কীটনির্ম্মিত স্থানে বৃক্ষের জন্ম হয়। যখন সেই কীটেরা দ্বীপকে

বিস্তার করে সেই২ বৃক্ষ বৃহৎ হইয়া তাহার অধিক বীজ পড়িয়া বৃক্ষাদি অধিক জন্মে; পরে বৃক্ষদ্বারা দ্বীপ পরিপূর্ণ হয়। পাসিফিক্ ওস্যনের মধ্যে যে২ উপদ্বীপ আছে, সে সকল প্রায় ঐ কীটদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর সৃষ্টিসময়ে কোন্ দ্বীপাদি ছিল কি না?

উ। তাহার সৃষ্টিকালে ঐশী শক্তিদ্বারা অনেক২ দ্বীপাদি উৎপন্ন হইয়াছিল।

প্র। এখন পৃথিবীর উপরে নূতন উপদ্বীপ হইতেছে কি না?

উ। কোন উপদ্বীপ ভূমিকম্পদ্বারা হয়, এবং অনেক উপদ্বীপ কীটদ্বারা হয়।

প্র। কীটদ্বারা দ্বীপের উৎপত্তি কি রূপে হয়?

উ। সমুদ্রের নীচে কীট সকল পর্ব্বতাকার করিতে আরম্ভ করে; যাবৎ জল পায় তাবৎ পর্ব্বতাকার করে; জল শেষ হইলে পুনর্ব্বার তাহাকে পরিসর করে; ইহাতে দ্বীপ হয়।

প্র। সে কীটের নাম কি?

উ। তাহার নাম করালাইন্।

প্র। তাহার আকার কি রূপ?

উ। তাহার আকৃতি পুষ্পের ন্যায়।

প্র। সমুদ্রের মধ্যগত দ্বীপের উপরে কি প্রকারে বৃক্ষাদি জন্মে?

উ। সেই দ্বীপের উপরে পক্ষিগণ আসিয়া বিশ্রাম করে; পশ্চাৎ তাহাতে তাহারা মল ত্যাগ করিলে, সেই মলের মধ্যে যে বীজ থাকে তাহাতেই বৃক্ষাদি জন্মে।

প্র। পাসিফিক্ ওস্যানের উপদ্বীপ সকল কি রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে?

উ। তাহার মধ্যে যত উপদ্বীপ আছে, সে সকল প্রায় এই কীটদ্বারা হইয়াছে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

সৃষ্টি, উৎপত্তি।	বিশ্রাম, জিরান।
কীট, পোকা।	আকৃতি, রূপ।
পুষ্প, ফুল।	বস্তু, দ্রব্য।
অধোভাগ, নীচ স্থান।	ঐশী, ঈশ্বরের।

---

৪ পাঠ।

প্রায়দ্বীপের বিষয়।

স্থলের যে ভাগ জলদ্বারা প্রায় বেষ্টিত, কিন্তু মহাদ্বীপ কিম্বা অন্য কোন দ্বীপের সহিত সূক্ষ্মাংশে সংযুক্ত থাকে, তাহার নাম প্রায়দ্বীপ।

হিন্দুস্থানের দক্ষিণ ভাগকে প্রায়দ্বীপ বলে, কিন্তু সে কথা অশুদ্ধ; কারণ সে ভাগ কোন সূক্ষ্মাংশদ্বারা মহা-

দ্বীপের সহিত সংযুক্ত হয় নাই, কিন্তু তাহার অংশ ক্রমে২ পর্য্যবসানকে পায়।

আশিয়ার মধ্যে কেবল এক বড় প্রায়দ্বীপ আছে, তাহার নাম মালাকা প্রায়দ্বীপ; তাহার মধ্যে মালাকা নামে প্রধান নগর আছে। সেই নগরে পূর্ব্বে ওলন্দাজ-দের অধিকার ছিল; পরে ইংলণ্ডীযেরা যুদ্ধদ্বারা তাহা আপনাদের বশীভূত করিল।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। প্রায়দ্বীপ কি?

উ। যে ভূমিখণ্ডের চতুর্দ্দিকে জল, কিন্তু আর কোন দ্বীপেতে সূক্ষ্ম স্থলদ্বারা যুক্ত হয, তাহার নাম প্রায়দ্বীপ।

প্র। হিন্দুস্থানের দক্ষিণ ভাগকে প্রায়দ্বীপ বলে, সে সত্য কি না?

উ। তাহা সত্য নয, কেননা সে ভাগ কোন সূক্ষ্ম স্থল দ্বারা অন্য কোন দ্বীপকে স্পর্শ করে নাই।

প্র। আশিযার মধ্যে প্রধান প্রায়দ্বীপের নাম কি?

উ। আশিয়ার মধ্যে প্রধান প্রায়দ্বীপের নাম মা-লাকা প্রাযদ্বীপ।

প্র। তাহার মধ্যে কোন প্রধান নগর আছে কি না?

উ। তাহার মধ্যে মালাকা নামে প্রধান নগর আছে।

প্র। সে নগর কাহাদের অধিকার?

উ। সে নগর পূর্ব্বে ওলন্দাজদের অধিকার ছিল; পরে ইংলণ্ডীয়েরা যুদ্ধদ্বারা তাহা আপনাদের বশীভূত করিল।

কঠিন শব্দের অর্থ।

সূক্ষ্ম, চিক্কণ।	খণ্ড, টুকরা।
কেবল, তন্মাত্র।	স্পর্শ, ছোঁয়ন।
পর্য্যবসান, শেষ।	সন্ধি, দুই দলের মিলন।

---

৫ পাঠ।

ডমরুমধ্য নামক স্থলের বিবরণ।

ভূমির যে সূক্ষ্ম ভাগদ্বারা মহাদ্বীপের দুই বড় ভাগ সংযুক্ত হয়, কিম্বা যদ্দ্বারা প্রায়দ্বীপ মহাদ্বীপের সহিত সংলগ্ন হয়, সেই সূক্ষ্ম ভূভাগের নাম ডমরুমধ্য।

যে মহাদ্বীপের মধ্যে ইউরপ ও আশিয়া আছে, তাহার সহিত সুএজ নামে ডমরুমধ্য দ্বারা আফ্রিকা সংযুক্ত হয়; এবং ইউরপ, ও আশিয়া, ও আফ্রিকা, এই তিন দেশ মিলিত হইয়া এক মহাদ্বীপ হয়। যদি ঐ ডমরুমধ্য না থাকিত, তবে আফ্রিকা এক ভিন্ন মহাদ্বীপ হইত; কারণ ঐ ডমরুমধ্য স্থান ব্যতিরিক্ত আফ্রিকার আর চতুর্দ্দিকে সমুদ্র বেষ্টন করিয়াছে।

এই ডমরুমধ্য কেবল পঞ্চাশ ক্রোশ চৌড়া; এবং ভূমধ্যস্থ সাগর অর্থাৎ ইউরপ ও আফ্রিকার মধ্যস্থিত

সাগরহইতে রেড্ সী, অর্থাৎ আরবের উপসাগরকে বিভক্ত করিয়াছে। এই দুই সাগরকে একত্র করিবার নিমিত্তে ঐ ডমরুমধ্যস্থানকে কাটিতে অনেকে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং মিসর দেশের এক রাজার এক লক্ষ লোক ঐ স্থান কাটিতে২ মরিয়াছে। যদি ডমরুমধ্যকে কাটা যাইত, তবে অনেকের অতি সুগম হইত; কিন্তু অনুমান হয় তাহা কাটা যায় না; কেননা সে দেশ বালুকাময়, বায়ুদ্বারা বালুকা উড়িয়া যে স্থান কাটা যায় তাহা তৎক্ষণেই পূর্ণ হয়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। আফ্রিকা কোন মহাদ্বীপের সহিত যুক্ত আছে কি না?

উ। যে মহাদ্বীপের মধ্যে ইউরপ ও আশিয়া আছে, তাহার সহিত সুএজ নামে ডমরুমধ্যদ্বারা যুক্ত আছে।

প্র। কোন্২ দেশের সহিত মিলিত হইয়া এই মহাদ্বীপ হইয়াছে?

উ। ইউরপ, ও আশিয়া, ও আফ্রিকা, এই তিন দেশ মিলিত হইয়া এই মহাদ্বীপ হইয়াছে।

প্র। এই ডমরুমধ্য না থাকিলে কিরূপ হইত?

উ। যদি এই ডমরুমধ্য না থাকিত, তবে আফ্রিকা এক ভিন্ন মহাদ্বীপ হইত।

প্র। এ ডমরুমধ্য কত চৌড়া?

উ। সে কেবল পঞ্চাশ ক্রোশ চৌড়া।

প্র। ঐ ডমরুমধ্যকে কাটিয়া দুই সাগর একত্র করিলে গতায়াতের ভাল হয়, তবে তাহা সকলে কেন কাটে না?

উ। মিসর দেশের এক রাজা তাহা কাটিবার কারণ অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ও তৎকর্ম্মে তাহার এক লক্ষ লোক মরিয়াছে; তথাপি তাহা হয় নাই।

প্র। কেন কাটা যায় না?

উ। এই কারণ তাহা কাটা যায় না, যে সে দেশ বালুকাময়, ও বায়ুদ্বারা বালুকা উড়িয়া তৎক্ষণে পূর্ণ হয়।

কঠিন শব্দের অর্থ।

যুক্ত, মিশ্রিত।	ভিন্ন, পৃথক্।
ডমরু, চর্ম্ম ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত মধ্যক্ষীণ বাদ্য যন্ত্র।	সুগম, সহজ।
	অনুমান, অভিপ্রায়।

---

৬ পাঠ।

অন্তরীপের বিষয়।

ভূমির যে ভাগ মহাদ্বীপাদিহইতে সমুদ্রাদির মধ্যে অনেক দূর যায়, এবং ক্রমে২ ছোট হয়, তাহার নাম অন্তরীপ; যেমন হিন্দুস্থানের দক্ষিণে কুমারিকা নামে অন্তরীপ।

ভূমণ্ডলে যত অন্তরীপ আছে, তাহার মধ্যে বঙ্গ দেশের পশ্চিমে. আফ্রিকার দক্ষিণে, উত্তমাশা অন্তরীপ অভিখ্যাত। সেই অন্তরীপকে বেষ্টন করিয়া সকল জাহাজ ইংলণ্ডহইতে কলিকাতায় আইসে; এই অন্তরীপকে না জানিয়া পূর্ব্বে ইউরপীয় লোক আশিয়া দেশস্থ লোকের সহিত পারস ও আরবের উপসাগর দিয়া আসিয়া বাণিজ্যাদি করিত। কিন্তু ৩৫০ বৎসর হইল এই অন্তরীপ পোর্ত্তুগীশ লোকদের দ্বারা প্রথম জানা গিয়াছিল; এবং তাহার পর, সকল ইউরপীয়েরা জানিলেন, এবং ঐ পথে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। অন্তরীপ কাহাকে বলে?

উ। যে ভূমিখণ্ড মহাদ্বীপাদিহইতে ক্রমে২ ছোট হইয়া অনেক দূর সমুদ্রমধ্যে যায়, তাহার নাম অন্তরীপ।

প্র। সকলহইতে বিখ্যাত কোন্ অন্তরীপ?

উ। সকলহইতে উত্তমাশা অন্তরীপ খ্যাত।

প্র। সে অন্তরীপ হিন্দুস্থানের কোন্ দিকে?

উ। সে হিন্দুস্থানের পশ্চিমে, আফ্রিকার দক্ষিণে।

প্র। তাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল কি না?

উ। সে অন্তরীপ পূর্ব্বে ইউরপীয় নাবিক কর্ত্তৃক অজ্ঞাত ছিল।

প্র। সে অন্তরীপ কত বৎসর ও কাহাদের দ্বারা জানা গেল।

উ। তাহা ৩৫০ বৎসর হইল পোর্ত্তুগীশ লোকদের দ্বারা জানা গিয়াছে।

প্র। এই অন্তরীপকে না জানিয়া আশিয়াস্থ লোকেরা ইউরপীয লোকের সহিত কিরূপে বাণিজ্যাদি করিত?

উ। পারস ও আরবের উপসাগর দিযা আসিযা ব্যবসায়াদি করিত।

প্র। এখন ইউরপীয় লোক কোন্ পথে গতায়াত করে?

উ। তাহারা এখন উত্তমাশা অন্তরীপকে বেষ্টন করিয়া গতাযাত করে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

ভূমণ্ডল, জগৎ।	বেষ্টন, বেড়ন।
খ্যাত, প্রকাশিত।	বাণিজ্য, ব্যবসায।

---

৭ পাঠ।

মহাসাগরের বিষয়।

যে লবণাম্বু পৃথিবীকে বেষ্টন করে, তাহার নাম সমুদ্র; আট্লাণ্টিক্, ও পাসিফিক্, ও ইণ্ডিয়ন্ ওস্যন্, এই তিন সমুদ্রের প্রধান ভাগ। ঐ২ ভাগ, তাহার অতিশয় বৃহত্ত্ব

প্যুক্ত ওস্যন্, অর্থাৎ মহাসাগর নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

আট্লাণ্টিক্ মহাসাগর হিন্দুস্থানের পশ্চিমদিকে; সে ইউরপ ও আফ্রিকাহইতে আমেরিকাকে বিভক্ত করে, এবং তাহার চৌড়া প্রায় তিন সহস্র ক্রোশ।

ইণ্ডিয়ন্ ওস্যন্, অর্থাৎ ভারত মহাসাগর, হিন্দুস্থানের দক্ষিণদিকে, সে তিন মহাসাগরের মধ্যে ক্ষুদ্র।

পাসিফিক্ মহাসাগর হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব দিকে, এবং অন্য দুই মহাসাগরহইতে সে বৃহৎ; সে প্রায় পৃথিবীর অর্দ্ধ ভাগ। আর যে দ্বীপ সমূহকে অস্ত্রালাশিয়া ও পলিনীশিয়া বলা যায়, তাহাও এই পাসিফিক্ মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। সমুদ্র কাহার নাম?

উ। যাহার জল সলবণ, ও যে পৃথিবীকে বেষ্টন করে, তাহাকে সমুদ্র বলা যায়।

প্র। সমুদ্রের কয় প্রধান ভাগ?

উ। তাহার তিন প্রধান ভাগ।

প্র। সে সকল ভাগের নাম কি?

উ। তাহাদিগের নাম আট্লাণ্টিক্, পাসিফিক, ও ইণ্ডিয়ন্ ওস্যন্।

প্র। এই তিন মহাসাগরের মধ্যে কে বৃহৎ, ও কে মধ্যম, ও কে ক্ষুদ্র?

উ। তাহাদিগের মধ্যে পাসিফিক্ বড়, আট্লাণ্টিক্ মধ্যম, ইণ্ডিয়ন্ ওস্যন্ ক্ষুদ্র।

প্র। এই সকল মহাসাগর হিন্দুস্থানের কোন্২ দিকে?

উ। আট্লাণ্টিক্ পশ্চিমে, ইণ্ডিয়ন্ দক্ষিণে, পাসিফিক্ পূর্ব্বে।

প্র। আট্লাণ্টিক্ কত চৌড়া?

উ। সে প্রায় তিন সহস্র ক্রোশ চৌড়া।

প্র। পাসিফিক্ ওস্যন্ কেমন বড়? ও তাহার মধ্যে কোন্ দ্বীপসমূহ আছে?

উ। পাসিফিক্ ওস্যন্ পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ; ও তাহার মধ্যে অস্ত্রালাশিয়া ও পলিনীশিয়া নামে দ্বীপসমূহ আছে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

লবণাম্বু, লোণা জল।	বৃহত্ত্ব, বড়ত্ব।
বিখ্যাত, প্রকাশিত।	সমূহ, অনেক।

---

৮ পাঠ।

সাগর ও উপসাগরের বিষয়।

মহাসাগরের যে প্রধান নেতা, এবং যাহার জল লবণাক্ত, ও যে স্থলের দ্বারা প্রায় বেষ্টিত আছে, তাহার নাম সাগর। সেই সাগর যদি

কিছু ক্ষুদ্র হয়, তবে তাহার নাম উপসাগর বলা যায়।

মহাসাগর সংযুক্ত যে সাগর ও উপসাগর, তদ্ব্যতিরিক্ত আর অতিবড় যে২ হ্রদ আছে, তাহাদিগের নাম দেশবর্ত্তি সাগর। আশিয়ার মধ্যে এতাদৃশ তিন সাগর আছে, তাহাদের নাম কাস্পিয়ন, আরাল, বাইকাল।

কাস্পিয়ন্ সাগর হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমে আছে; তাহার দৈর্ঘ্য ৩০০ ক্রোশ, এবং বিস্তার স্থান বিশেষে ৮০ ক্রোশের ন্যূন নাই, ১৬০ ক্রোশের অধিক নাই; তাহার মধ্যে অনেক নদীর মিলন আছে, এবং তাহার জল লবণাক্ত।

কাস্পিয়ন্ সাগরের ১০০ ক্রোশ পূর্ব্বে আরাল সাগর। তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ ক্রোশ, এবং সে ৬০ ক্রোশ চৌড়া, ও তাহার জল লবণাক্ত, এবং তন্মধ্যে অনেক নদী প্রবেশ করিয়াছে।

বাইকাল সাগর শিবির দেশস্থ। সে বড় আশ্চর্য্যকর, কারণ সে প্রায় ৩০০ ক্রোশ দীর্ঘ, কিন্তু ৩২ ক্রোশের অধিক চৌড়া নহে; তাহার জল নির্লবণ, ও নির্ম্মল, কিন্তু সমুদ্র জলের ন্যায় হরিদ্বর্ণ।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। সাগর কাহাকে বলে?

উ। মহাসাগরের প্রধান যে নেতা, ও যে লবণাম্বু, ও

যাহার মোহানা দিয়া মহাসাগরে যাওয়া যায়, তাহার নাম সাগর।

প্র। উপসাগর কি?

উ। ঐ সাগর যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে তাহাকে উপসাগর বলে।

প্র। মহাসাগরে যুক্ত যে সাগর ও উপসাগর, তদ্ভিন্ন অতি বড় হ্রদের নাম কি?

উ। এ প্রকার হ্রদের নাম দেশবর্ত্তি সাগর।

প্র। আশিয়াস্থ হ্রদ সকলের নাম কি২? ও সে সকল কোন্২ দিকে?

উ। তাহাদিগের নাম কাস্পিয়ন্, আরাল্, বাইকাল্। কাস্পিয়ন্ হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমে; ঐ কাস্পিয়নের ১০০ ক্রোশ পূর্ব্বে আরাল; বাইকাল সাগর হিন্দুস্থানের উত্তরে শিবির দেশস্থ।

প্র। কাস্পিয়ন্, আরাল্, ও বাইকাল্, এই তিন সাগরের জল লবণাক্ত কি না?

উ। কাস্পিয়ন্ ও আরালের জল লবণাক্ত, কিন্তু বাইকালের জল নির্লবণ।

কঠিন শব্দের অর্থ।

নেতা, যে লইয়া যায়।
তদ্ব্যতিরিক্ত, তাহা বিনা।
দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা।
নির্লবণ, যাহাতে লবণ নাই।
ভেদ, ভিন্নতা।
পরিমাণ, মাপ।
ন্যূন, কম, অল্প।
তদ্ভিন্ন, তাহা ছাড়া।
বিস্তার, চৌড়া; প্রস্থ।

৯ পাঠ।

অখাতের বিষয়।

মহাসাগরের যে ভাগকে অখাত বলা যায়, তাহা প্রায় উপসাগরের ন্যায়, কিন্তু তাহার মুখ অধিক চৌড়া প্রযুক্ত অধিক স্থানের দ্বারা বেষ্টিত নহে, যেমন বাঙ্গলার অখাত ইত্যাদি।

আশিয়ার মধ্যে বাঙ্গলার অখাত প্রধান; তাহার লম্বাই দক্ষিণহইতে উত্তর পর্য্যন্ত এক হাজার ক্রোশ; এবং তাহার প্রস্থ পূর্ব্বহইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত কোন স্থানে ২০ অংশ, অর্থাৎ বার শত ক্রোশ। ইণ্ডিয়ন ওস্যনের সহিত ইহার সংসুব আছে, এবং ঐ অখাত দিয়া কলিকাতা হইতে সকল জাহাজ গতায়াত করে। আর যে সকল জাহাজ চীন দেশে যায়, তাহারা ঐ অখাতকে ছাড়িয়া বামে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে যায়; এবং যাহারা বিলাতে যায়, তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া ডাইনে অর্থাৎ পশ্চিমে যায়। ও ঐ অখাত হিন্দুস্থানের দক্ষিণ পশ্চিম সীমা। তাহার উত্তরে বঙ্গদেশ, ও তাহার পশ্চিমে মান্দরাজ, ও তাহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, লঙ্কাদ্বীপ। আর গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কৃষ্ণা, ও অন্য ২ অনেক ক্ষুদ্র নদীর জল ঐ অখাতের মধ্যে পড়ে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। মহাসাগরের যে ভাগকে অখাত বলে, সে কাহার ন্যায়।

উ। সে প্রায় উপসাগরের তুল্য।

প্র। তাহার মুখ স্থলদ্বারা বেষ্টিত কি না।

উ। তাহার মুখ অধিক চৌড়া প্রযুক্ত অল্প স্থলের দ্বারা বেষ্টিত আছে।

প্র। আশিয়ার মধ্যে কোন্ অখাত প্রধান?

উ। আশিয়ার মধ্যে বাঙ্গলার অখাত প্রধান।

প্র। সে অখাতের দৈর্ঘ্য কত বড়?

উ। তাহার দৈর্ঘ্য দক্ষিণহইতে উত্তর পর্য্যন্ত ১০০০ ক্রোশ।

প্র। তাহার প্রস্থ কত?

উ। তাহার প্রস্থ পূর্ব্বহইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রায় ১২০০ ক্রোশ।

প্র। সে অখাত কোন্ স্থানে?

উ। সে হিন্দুস্থানের দক্ষিণ সীমা।

প্র। তাহার কোন্ ২ দিগে কোন্ ২ দেশ?

উ। তাহার উত্তরে বঙ্গদেশ, ও তাহার পশ্চিমে মান্দরাজ, ও তাহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে লঙ্কাদ্বীপ।

প্র। ঐ অখাতের মধ্যে কি ২ নদী পড়ে?

উ। ঐ অখাতের মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কৃষ্ণা, ইত্যাদি নদী পড়ে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

অখাত, কৃত্রিম খাত।	ন্যায়, তুল্য।
পর্য্যন্ত, অবধি।	সংলগ্ন, যুক্ত।

---

১০ পাঠ।

হ্রদের বিষয়।

যে জলের চতুর্দ্দিকে স্থল, এবং সমুদ্রের সহিত যাহার মিলন নাই, তাহার নাম হ্রদ॥ হ্রদ বড় পুষ্করিণীর ন্যায়, কিন্তু সে মানুষের কৃত নহে।

হ্রদ মনুষ্যদিগের বড় হিতকারী, কারণ শীতল দেশে তাহার উপরহইতে যে ধূমাকার নির্গত হয়, সে কিঞ্চিৎ উষ্ণ, সেই উষ্ণতা শীতকে অল্প করে, এবং উষ্ণদেশে হ্রদহইতে যে ধূমাকার নির্গত হয়, তাহার দ্বারা অনেক মেঘের উৎপত্তি হইয়া, সে দেশে বৃষ্টি হয়, এবং তদ্দ্বারা অনেক শস্যোৎপত্তি হয়॥

উত্তরামেরিকাতে অনেক২ বড়হ্রদ আছে, তাহার মধ্যে সুপীরিয়র অর্থাৎ প্রধান নামে এক হ্রদ, তাহার বেষ্টনকারি পথ ১৪০০ ক্রোশ, ও তাহার সহিত প্রায় সংলগ্ন আর দুই হ্রদ আছে, তাহাও প্রায় ঐ সুপীরিয়র হ্রদের সমান। এ তিন হ্রদ ব্যতিরিক্ত আর দুই হ্রদ আছে,

তাহাদের নাম অন্তেরিও ও ইরি হ্রদ; এই দুই হ্রদের উত্তরদেশ ইংরাজলোকদের ও দক্ষিণ দেশ আমেরিকার লোকদের অধিকার, এবং সমুদ্রতীরে জাহাজ বানাইয়া যাদৃশ লোকেরা যুদ্ধ করে, তাদৃক্ ঐ হ্রদের তীরে জাহাজ প্রস্তুত করিয়া ইংরাজ ও আমেরিকা দেশীয়েরা এই উভয়ের সন্ধি হওনের পূর্ব্বে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। হ্রদ কাহার নাম?

উ। যাহার চতুর্দ্দিকে স্থল, ও সমুদ্রের সহিত যাহার মিলন নাই।

প্র। হ্রদ মনুষ্যদিগের হিতকারী কেন হয়?

উ। তাহার দুই কারণ; প্রথম, শীতল দেশে হ্রদের উপরে যে ধূমাকার নির্গত হয়, তাহার উষ্ণতা প্রযুক্ত শীতের অল্পতা হয়; দ্বিতীয়, উষ্ণ দেশে হ্রদের ধূমাকার দ্বারা মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়, তাহাতে শস্যের উৎপত্তি হয়।

প্র। বড় হ্রদ কোন্ দেশে আছে?

উ। উত্তরামেরিকাতে অনেক২ বড় হ্রদ আছে।

প্র। সে সকল হ্রদের মধ্যে কোন্ হ্রদ অতি বড়?

উ। তাহার মধ্যে সুপীরিয়র নামে হ্রদ অতি বৃহৎ।

প্র। তাহার পরিমাণ কত?

উ। তাহার বেষ্টনকারি পথ চৌদ্দ শত ক্রোশ।

প্র। সে দেশে আর হ্রদ আছে কি না?

উ। সে দেশে সুপীরিয়র হ্রদের প্রায় সমান আর দুই বড় হ্রদ আছে।

প্র। এই তিন হ্রদ ব্যতিরিক্ত আর আছে কি না?

উ। এই তিন হ্রদ ছাড়া আরও দুই বৃহৎ হ্রদ আছে।

প্র। সেই দুই হ্রদের নাম কি?

উ। তাহাদিগের নাম অন্টেরিও ও ইরি হ্রদ।

প্র। এই হ্রদের বেষ্টনকারি স্থান কাহাদের অধিকার?

উ। তাহার উত্তরে ইংরাজদিগের, ও দক্ষিণে আমেরিকীয়দের অধিকার।

কঠিন শব্দের অর্থ।

হিতকারী, উপকারক।	বেষ্টনকারী, যে বেষ্টন করে।
হ্রদ, দহ, বিল।	ধূম, ধূঁয়া।

---

১১ পাঠ।

মোহানার বিষয়।

জলের যে সূক্ষ্ম ধারা, যাহার দ্বারা সাগরাদির মিলন হয়, তাহার নাম মোহানা; যেমন বেবেল্মণ্ডেলের মোহানা, যাহাদ্বারা ইণ্ডিয়ন্ মহাসাগর ও আরবের উপসাগর সংযুক্ত হইয়াছে; অথবা মালাকা মোহানা ইত্যাদি।

যে মোহানা দ্বারা আশিয়া ও আমেরিকা বিভক্ত হইয়াছে, সে বড় আশ্চর্য্য, কেননা আশিয়া ও আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ ১৭ সহস্র ক্রোশ ভিন্ন, কিন্তু ঐ মোহানার কোন স্থানে কেবল ৩৪ ক্রোশ অন্তর; কেননা আমেরিকার স্থল পূর্ব্বহইতে ক্রমে২ উত্তরে গিয়াছে, ও আশিয়ার স্থল পশ্চিম হইতে ক্রমে২ উত্তরে গিয়াছে। আর ঐ মোহানা দেন্মার্কীয়, অর্থাৎ দিনামার, বেরিং সাহেব দ্বারা ইংরাজীয় ১৭২৮ অব্দে প্রথম জানা গিয়াছে। কিন্তু যাবৎ কাপ্তেন কুক্ সেখানে না গিয়াছিলেন, তাবৎ সে স্থানের বিষয় কিছুই স্থির হইযাছিল না; কিন্তু ৭০ বৎসর হইল, ঐ কাপ্তেন অনেক অনুসন্ধান করিয়া ঐ মোহানার নিশ্চয় জানিয়া তাহার নাম বেরিং মোহানা রাখিয়াছেন।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। মোহানা কি?

উ। জলের যে সূক্ষ্ম ধারাদ্বারা সাগরাদির মিলন হয়, তাহার নাম মোহানা।

প্র। যে মোহানাদ্বারা আমেরিকা ও আশিয়া বিভক্ত হইয়াছে, সে কি রূপ?

উ। সে বড় আশ্চর্য্য, কারণ আশিয়া ও আমেরিকার দক্ষিণে মহাসাগর অতিশয় বিস্তীর্ণ প্রযুক্ত ঐ দুই দেশ ১৭ সহস্র ক্রোশ অন্তর হইয়াছে, কিন্তু এই মোহানার কোন স্থানে চৌত্রিশ ক্রোশ মাত্র অন্তর।

প্র। ঐ মোহানা কি রূপে জানা গেল?

উ। তাহা দিনামারের বেরিং সাহেব ১৭২৮ অব্দে প্রথম জানিয়াছিলেন।

প্র। ঐ সাহেব নিশ্চয় করিয়া জানিয়াছিলেন কি না?

উ। না, তাঁহার দ্বারা কেবল জানা গিয়াছিল, পরে কাপ্তেন কুক্ নিশ্চয় জানিলেন।

প্র। কাপ্তেন কুক তাহার নাম কি রাখিয়াছেন?

উ। তিনি তাহার নাম বেরিং মোহানা রাখিয়াছেন, কেননা বেরিং সাহেব তাহা প্রথম জানিয়াছিলেন।

কঠিন শব্দের অর্থ।

দেশীয়, দেশের। | ভিন্ন, অন্তর, দূর।
আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। | অব্দ, বৎসর, সন।
অনুসন্ধান, অন্বেষণ। | সহস্র, হাজার।

১২ পাঠ।

নদী উপনদীর বিষয়।

যে স্রোতোজল কোন দেশহইতে আইসে, এবং শেষে কোন নদী, কিম্বা হ্রদ, কিম্বা সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার নাম নদী। সে যদি অতি ক্ষুদ্র হয়, তবে তাহাকে উপনদী বলা যায়।

আশিয়ার মধ্যে প্রধান নদী এই ২, চীন দেশে কিয়াঙ্গু ও হোয়ানহো; তাতার দেশে লীনা, যেনিসী, ও অব; এই সকল নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রহইতে বড়। আমেরিকাতেও আর চারি প্রধান নদী আছে, তাহাদের উৎপত্তি প্রায় এক স্থানহইতেই হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে ১৮০০ ক্রোশ না চলে, এমত কোন নদী নাই। সকলহইতে আমাজনংনামক যে নদী সে প্রধান, কেননা তাহার আরম্ভাবধি মহাসাগর পর্য্যন্ত দুই সহস্র এক শত ক্রোশ দৈর্ঘ্য।

সকল দীর্ঘ নদীর উৎপত্তি উচ্চ স্থানহইতে হয়, সেই ২ উচ্চতানুসারে নদীর দীর্ঘতা, অর্থাৎ যে নদীর উৎপত্তি স্থান বড় উচ্চ, সে নদীর গতি অধিক দীর্ঘ হয়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। নদী কাহার নাম?

উ। যে জল কোন দেশহইতে আইসে, এবং শেষে কোন নদী কিম্বা হ্রদ কিম্বা সমুদ্রের মধ্যে মিলিত হয়, তাহার নাম নদী।

প্র। ঐ নদী যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে তাহার কি নাম?

উ। সে যদি ক্ষুদ্র হয, তবে তাহাকে উপনদী কহা যায়।

প্র। আশিয়ার মধ্যে প্রধান নদী কি ২?

উ। আশিয়ার চীন দেশে কিয়াঙ্গু ও হোয়ানহো; তাতার দেশে লীনা ও যেনিসী ও অব; এই সকল নদী প্রধান।

প্র। এ সকল নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রহইতে বড়, কি ছোট?

উ। এই সকল নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রহইতে বড়।

প্র। আমেরিকাতে কোন প্রধান নদী আছে কি না?

উ। আমেরিকাতে চারি প্রধান নদী আছে, তাহাদের মধ্যে ১৮০০ ক্রোশ না চলে এতাদৃশ নদী নাই।

প্র। আমেরিকার চারি নদীর উৎপত্তিস্থান কত দূর অন্তর?

উ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান যাদৃশ অন্তর, তাদৃশ অন্তর তাহাদিগের উৎপত্তিস্থান।

প্র। নদীর উৎপত্তিস্থান কোথায়?

উ। নদীর উৎপত্তিস্থান উচ্চ, ও সেই উচ্চতানুসারে তাহার দীর্ঘতা।

কঠিন শব্দের অর্থ।

কিম্বা, অথবা, বিকল্পবাচী।	তাদৃশ, তেমন।
এতাদৃশ, এই রূপ।	হ্রদ, দহ, ঝিল, বিল।

ভূগোল বৃত্তান্ত।

সেতিহাস গোলাধ্যায়।

তৃতীয় ভাগ।

১ পাঠ।

পৃথিবীস্থ লোক সংখ্যা।

এই পৃথিবীতে এক শত কোটি লোক আছে। এই সকল লোক বিভাগ করিলে আশিয়াতে ষাইট কোটি, আফ্রিকাতে দশ কোটি, আমেরিকাতে ছয় কোটি, ইউরপে চব্বিশ কোটি লোক পাওয়া যায়। এই গণনাতে সমুদয়ে এক শত কোটি লোক পৃথিবীতে আছে।

পরমেশ্বরেচ্ছাতে এই পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগের জন্ম ও মৃত্যু প্রায় সমানসংখ্য হয়; তাহার প্রমাণ এই, যদি বার জন লোকের জন্ম হয়, তবে তাহার মধ্যে রোগেতে প্রায় এগার জন মরে; অপর এক জন যুদ্ধ ও অপঘাতাদিদ্বারা মরে।

মনুষ্যদিগের যুদ্ধে কিছু আবশ্যক নাই, কেননা এই পৃথিবীর মধ্যে এখন যত লোক আছে, তদপেক্ষা আর তিনগুণ অধিক হইলেও তাহাদের খাদ্যোৎপত্তির নির্ব্বাহ এই ভূমিতেই হইতে পারে।

স্ত্রীহইতে পুরুষের জন্ম কিছু অধিক, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সাধারণ ২৫ জনের মধ্যে এক পুরুষ অধিক; তথাপি এই জগতে স্ত্রী পুরুষ সমান, কারণ পুরুষদিগের যুদ্ধাদিতে মৃত্যু আছে, স্ত্রীদিগের তাহা নাই।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীতে কত মনুষ্য আছে?

উ। পৃথিবীতে এক শত কোটি লোক আছে।

প্র। পৃথিবীর কয় ভাগ? ও সে সকল ভাগের মধ্যে কোন্ ভাগ বড়?

উ। পৃথিবীর চারি ভাগ, ও তাহার মধ্যে আশিয়া বড়।

প্র। আশিয়াতে কত লোক?

উ। আশিয়াতে বাইট কোটি লোক।

প্র। আর তিন ভাগে কত মনুষ্য?

উ। আফ্রিকাতে দশ কোটি, আমেরিকাতে ছয় কোটি, ইউরপে চব্বিশ কোটি; সকলে দশ অর্ব্বুদ।

প্র। পৃথিবীস্থ লোকের জন্ম মৃত্যু, ও স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা সমান কি না?

উ। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে প্রায় সমান।

কঠিন শব্দের অর্থ।

সেতিহাস, ইতিহাসের সহিত।
গোলাধ্যায়, যে গ্রন্থে পৃথিবীর বিবরণ আছে।
কোটি, একশত লক্ষ।
অর্ব্বুদ, দশ কোটি।
জন্ম, উৎপত্তি।
অপঘাত, অপহনন।
নির্ব্বাহ, জীবিকা, উপায়।
বিভাগ, অংশ।
সমুদয়, সকল।
যুদ্ধ, লড়াই।
প্রমাণ, সাক্ষী।

---

২ পাঠ।

পৃথিবীর জল ও স্থলের বিবরণ।

পৃথিবী চতুর্দ্দিগে জল ও স্থলদ্বারা নির্ম্মিতা; এই পৃথিবীকে ত্রিধা বিভক্তা করিলে দুই ভাগ জল এক ভাগ স্থল পাওয়া যায়। তাহার মহাসাগরস্থ সকল জল লবণ মিশ্রিত।

সৃষ্টিকর্ত্তার বুদ্ধি প্রভাবে স্থলহইতে জলের আধিক্য। মহাসাগর ও উপসাগর ইত্যাদির মধ্যে যে জল আছে, তাহা সূর্য্যের উষ্ণরশ্মিদ্বারা শুষ্ক হইয়া মেঘ জন্মে; সেই মেঘ বায়ুদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া, সকল দেশে বৃষ্টি করে; আর পর্ব্বতের উচ্চতাদ্বারা মেঘ বদ্ধ হইয়া, সেখানে অধিক বৃষ্টি ও শিশির হয়। সেই বৃষ্টির দ্বারা পর্ব্বত-হইতে নদ্যাদির উৎপত্তি হয়; ক্রমে২ নদ্যাদি বৃদ্ধি হইয়া,

তদ্দ্বারা অনেকের নানা কর্ম্ম চলে, এবং নদী সকল মহাসাগরে পড়িয়া মহাসাগরকে পুষ্ট করে।

আরও মহাসাগরের দ্বারা গতায়াত বড় সহজ হইলে, মহাসাগরের তীরস্থ দেশের বৃত্তান্ত জানা যায়; তাহার প্রমাণ এই, পৃথিবীর যে সকল দেশ মহাসাগরের তীরস্থ আছে, তাহা ইউরপীয় নাবিক লোকদের দ্বারা জানা যায়; কিন্তু আফ্রিকার মধ্যস্থ দেশ ইউরপের অতি নিকট হইলেও, মহাসাগরের দূর এবং প্রায় তাহাতে তদ্দেশীয় নদীর মিলন নাই, এই প্রযুক্ত ইউর-পীয় লোকেরা জানে না।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীতে কত জল ও কত স্থল?

উ। পৃথিবীকে তিন ভাগ করিলে, দুই ভাগ জল এক ভাগ স্থল জানা যায়।

প্র। স্থলহইতে জলাধিক্যের ফল কি?

উ। কার্য্যের উপকার, আর বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবী পালন।

প্র। মেঘ কোথাহইতে উৎপন্ন হয়?

উ। মহাসাগরাদির জলকে সূর্য্যরশ্মি আকর্ষণ করিলে মেঘ জন্মে; সেই মেঘ বায়ুদ্বারা সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া বৃষ্টি করে।

প্র। তবে মহাসাগরের জল কেন ন্যূন হয় না?

উ। বৃষ্টির জল নদ্যাদি দিয়া পুনর্ব্বার মহাসাগরে আইলে তাহাতে মহাসাগরের জল সমান থাকে।

প্র। সৃষ্টিকর্ত্তা সাগরাদির জল কেন এমত লবণাক্ত করিলেন?

উ। তাহার কারণ এই, যে সলবণ জল হইলে সে পচে না।

কঠিন শব্দের অর্থ।

স্থল, স্থান।	নির্ম্মিত, রচিত।
ত্রিধা, তিনভাগে।	বিভক্ত, ভাগ করা।
মিশ্রিত, মিশান।	ন্যূন, অল্প।
রশ্মি, তেজঃ।	প্রভাব, দীপ্তি।
উষ্ণ, তপ্ত।	আধিক্য, অধিকতা।

---

৩ পাঠ।

পৃথিবীস্থ জলের বিবরণ।

ঐ সকল জল প্রায় এই তিন মহাসাগরে মিশ্রিত আছে; প্রথম পাসিফিক্ মহাসাগরে, যাহার দ্বারা পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ আচ্ছাদিত হইয়াছে; দ্বিতীয় আট্লাণ্টিক্ মহাসাগরে, সে সাগর দুই মহাদ্বীপের মধ্যে আছে; তৃতীয় ইণ্ডিয়ন্ মহাসাগরে, যাহার নিকট হিন্দুস্থান আছে। এই তিন মহাসাগর ব্যতিরিক্ত

আরও অনেক২ সাগরাদি আছে, তাহার বৃত্তান্ত প্রকৃত স্থানে লেখা যাইবে; কিন্তু সকল মহাসাগরাদি লবণাম্বু।

মহাসাগরাদির জল এতাদৃশ লবণাক্ত, যে এক সের জলের মধ্যে আধ পোয়া লবণ পাওয়া যায়। যদি জল এরূপ সলবণ না হইত, তবে সকল জল অন্ধ পুষ্করিণীর জলের ন্যায় পচিয়া যাইত, এবং তন্মধ্যস্থ মৎস্যাদির অতি শীঘ্র মৃত্যু হইত। সলবণ জলের অধিক ভার বাহকতা শক্তি আছে, তাহার নিদর্শন; কোন দ্রব্যে পূর্ণ নৌকার ডালি সলবণ জলের সহিত সমান হইয়া, নির্ব্বাত সময়ে চলিতে পারে; কিন্তু নির্লবণ জলে এতাদৃশ হইলে নৌকা ডুবিয়া যায়, কেননা সে জল এমত নৌকার ভার বহিতে পারে না। তাহার প্রমাণ এই, যে নির্লবণ জলের মধ্যে ডিম্ব ফেলিলে সে ডুবিবে; কিন্তু কোন জলে লবণ মিশাইয়া জ্বাল দিয়া তাহাতে একটা ডিম্ব ফেলিলে সে ডিম্ব ডুবিবে না, কিন্তু ভাসিবে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। কোন্ মহাসাগরে এই সকল জল মিশ্রিত হইয়াছে?

উ। পাসিফিক্, আট্লাণ্টিক্, ইণ্ডিয়ন্, এই মহাসাগরে পৃথিবীর প্রায় সকল জল মিশ্রিত আছে।

প্র। পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ কোন্ মহাসাগরের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে?

উ। পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ পাসিফিক্ মহাসাগর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে।

প্র। মহাসাগরাদির জলে কত ভাগ লবণ?

উ। মহাসাগরের জলে তাহার অষ্টমাংশ লবণ।

প্র। সাগরাদি জলের লবণতার কি গুণ?

উ। ইহার গুণ এই, যে সলবণ হেতুক না পচিয়া মনুষ্যের হিতকারী হয়।

প্র। সলবণ ও নির্লবণ জলের মধ্যে কোন্ জল অধিক ভার বহিতে পারে?

উ। এই দুই জলের মধ্যে সলবণ জল অধিক ভার বহিতে পারে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

মিশ্রিত, মিশান।
সলবণ, যাহাতে লবণ আছে।
লবণাক্ত, লবণ মিশ্রিত।
মহাসাগর, প্রধান সমুদ্র।
অদ্ধ, আধা।
মহাদ্বীপ, বড় দ্বীপ।
নির্লবণ, যাহাতে লবণ নাই।
অম্বু, জল।
ব্যাপ্ত, আচ্ছন্ন।

---

৪ পাঠ।

পৃথিবীর স্থল বিভাগ।

ইউরূপ, ও আশিয়া, ও আফ্রিকা, ও আমেরিকা, এই চারি ভাগে পৃথিবী বিভক্তা

হইয়াছে। তাহার মধ্যে আর সকল ভাগ হইতে আশিয়াতে অধিক লোক আছে, এবং মনুষ্যের প্রথম স্থিতি আশিয়াতে হইয়াছিল।

পৃথিবীর স্থলকে ষোল ভাগ কল্পনা করিয়া তাহার মধ্যে ইউরপে দুই আনা, আশিয়াতে পাঁচ আনা, আফ্রিকাতে সাড়ে তিন আনা, আমেরিকাতে সাড়ে পাঁচ আনা পাওয়া যায়। ইউরপ ও আশিয়াহইতে আফ্রিকা ও আমেরিকা স্থানে বড়; কিন্তু আফ্রিকা ও আমেরিকা ইউরপ ও আশিয়াহইতে লোকে পাঁচগুণ ন্যূন; কারণ দশ অর্ব্বুদ লোকের মধ্যে ইউরপ ও আশিয়াতে আট অর্ব্বুদ চারি কোটি লোক আছে; কিন্তু আফ্রিকা ও আমেরিকাতে কেবল ষোল কোটি লোক। ইহার আনুমানিক কারণ এই, যে আফ্রিকা প্রায় সকল বালুকাময়, আর তাহাতে জীবের খাদ্যোৎপত্তি অত্যল্প হয়; এবং যে মহাদ্বীপের উপরে আশিয়া স্থাপিত আছে, অর্থাৎ যেখানে মনুষ্যের প্রথম স্থিতি হইয়াছিল, তাহাহইতে আমেরিকা অনেক দূরে, এবং মহাসাগরদ্বারা অতিশয় উত্তর ব্যতিরিক্ত বিভক্ত হইয়াছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীর চারি ভাগের মধ্যে কোন্ ভাগ স্থানে বড়?

উ। আশিয়া সকল ভাগহইতে বড়।

প্র। কোন্ ভাগের মধ্যে অধিক লোক আছে?

উ। আশিয়াতে সকল ভাগহইতে লোক অধিক আছে।

প্র। প্রথম লোকালয় কোন্ ভাগে হইয়াছিল?

উ। লোকালয় প্রথম আশিয়াতে হইয়াছিল।

প্র। পৃথিবীকে কুড়ি ভাগ কল্পনা করিলে, এক২ ভাগে কত খণ্ড হইবে?

উ। ইউরপে আড়াই ভাগ, আশিয়াতে ছয় ভাগ, আফ্রিকাতে সাড়ে চারি ভাগ, আমেরিকাতে সাত ভাগ।

প্র। স্থানানুসারে লোকসংখ্যা কি না?

উ। স্থানানুসারে লোকসংখ্যা নহে; কেননা আফ্রিকা ও আমেরিকাহইতে ইউরপ ও আশিয়া স্থানানুসারে ছোট, কিন্তু তাহাতে পাঁচগুণ লোক অধিক।

প্র। ইহার কারণ তুমি কি জান?

উ। ইহার কারণ এই, যে আফ্রিকা বড় মরুভূমি, আর আমেরিকা আশিয়াহইতে অনেক দূর।

কঠিন শব্দের অর্থ।

স্থল, জায়গা, ডাঙ্গা।
সকল, সমুদয়।
মরুভূমি, যে দেশে জল নাই।
বিভক্ত, ভাগ করা।
অধিক, অনেক।
খাদ্যোৎপত্তি, ভোজনীয় দ্রব্যের জন্ম।

৫ পাঠ।

মহাদ্বীপাদির বিবরণ।

এই পৃথিবীর মধ্যে দুই মহাদ্বীপ আছে; তাহার একের মধ্যে ইউরপ ও আশিয়া ও আফ্রিকা, এই তিন ভাগ আছে; আর এক মহাদ্বীপে কেবল আমেরিকা আছে। এই দুই মহাদ্বীপ পাসিফিক্ ও আট্লাণ্টিক্ মহাসাগর দ্বারা দুই পার্শ্বে বিভক্ত হইয়াছে।

যে মহাদ্বীপে ইউরপ ও আশিয়া ও আফ্রিকা স্থাপিত আছে, তাহাহইতে আমেরিকা মহাদ্বীপ অতি দূর প্রযুক্ত পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল না; কেননা লোক সকল সমুদ্র তীরহইতে অধিক দূর যাইতে ভয় করিত। কিন্তু প্রায় ছয় শত বৎসর হইল, চুম্বক পাতরের গুণ জানা গেলে পরে, সকল লোক নির্ভয় হইয়া, স্বেচ্ছানুসারে অতি দূর দেশে যাইতে লাগিল। তাহার পরে কলম্বস নামে এক জন মহাসাহসী জিনুয়া দেশে জন্মিয়াছিলেন; এবং তাঁহার দ্বারা ১৪৯২ ইংরাজী সনে আমেরিকা প্রথম জানা গেল। যদ্যপি ইউরপহইতে আমেরিকা অতি দূরে ছিল, তথাপি জাহাজদ্বারা অনেক লক্ষ ইউরপীয় লোক সেখানে গিয়া বাস করিয়াছেন।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পৃথিবীতে কতটা মহাদ্বীপ আছে?

উ। তাহার মধ্যে দুই মহাদ্বীপ আছে।

প্র। এক ২ মহাদ্বীপে কি২ আছে?

উ। এক মহাদ্বীপের মধ্যে ইউরপ ও আশিয়া ও আফ্রিকা; দ্বিতীয়ের মধ্যে আমেরিকা স্থাপিত আছে।

প্র। এই দুই মহাদ্বীপের বিভাগ কিরূপে হইয়াছে?

উ। পাসিফিক্ ও আট্লাণ্টিক্ মহাসাগরের দ্বারা তাহা বিভক্ত হইয়াছে।

প্র। এই তিন ভাগস্থ লোকেরা আমেরিকা দেশ পুর্ব্বে কেন জানিয়াছিল না?

উ। ইহার কারণ এই, যে তাহার মধ্যে সমুদ্র ছিল, চুম্বক পাতরের গুণ তাহারা না জানিয়া সমুদ্রে যাইতে পারিত না।

প্র। কত বৎসর চুম্বক পাতরের গুণ জানা গিয়াছে?

উ। ছয় শত বৎসর তাহা জানা গিয়াছে।

প্র। কোন্ ব্যক্তি আমেরিকা প্রথম দেখিয়াছিলেন?

উ। ১৪৯২ সালে কলম্বস নামে এক জন আমেরিকা প্রথম দেখিয়াছিলেন।

কঠিন শব্দের অর্থ।

মহাদ্বীপ, বড় দ্বীপ।
কেবল, খালি।
পার্শ্ব, পাশ।
বিভক্ত, ভাগ করা।
চুম্বক পাতর, যে পাতর লৌহ দ্রব্য আকর্ষণ করে।

পাঠ।

আশিয়ার পরিমাণ।

উত্তরহইতে দক্ষিণপর্য্যন্ত আশিয়ার প্রস্থের সীমা চারি সহস্র ছয় শত বিশ ক্রোশ; পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাবধি তাহার দৈর্ঘ্যের সীমা ছয়সহস্র ছয় শত তেহাত্তর ক্রোশ, কিম্বা ভূগোলানুসারে লিখিলে, তাহার প্রস্থ উত্তরহইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত পঁচাত্তর অংশ, তাহার দৈর্ঘ্য পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাবধি এক শত চৌষট্টী অংশ।

রুসিয়ন্ অর্থাৎ রুসিয়া দেশস্থ, ও ইংরাজ, ও চীন্, এই তিন প্রধান লোকদের অধীন প্রায় আশিয়াস্থ ভূখণ্ড হইয়াছে। রুসিয়নদের অধিকার উত্তরে, ইংরাজদের অধিকার দক্ষিণে, চীন লোকদের অধিকার পূর্ব্বদিকে আছে। রুসিয়ন্ ও ইংরাজ লোকদের রাজধানী ইউরপে, কিন্তু চীন লোকদের রাজধানী আশিয়াতে।

এ তিন প্রধান অধিকার ছাড়া আর সকল অধিকারিদিগের মধ্যে তুরকী, পারসী, ও ব্রহ্মদিগের অধিকার বড়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। লৌঞ্জিকে আশিয়ার সীমা কত?

উ। উত্তরহইতে দক্ষিণপর্য্যন্ত আশিয়ার প্রস্থের সীমা ৪৬২০ ক্রোশ; পশ্চিমহইতে পুর্ব্বাবধি তাহার দৈর্ঘ্যের সীমা ৬৬৭৩ ক্রোশ।

প্র। ভূগোলানুসারে তাহার পরিমাণ কত?

উ। ভূগোলানুসারে তাহার প্রস্থ উত্তরহইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত পঁচাত্তর অংশ; তাহার দৈর্ঘ্য পশ্চিমহইতে পুর্ব্বাবধি এক শত চৌষট্টী অংশ।

প্র। আশিয়া কোন২ দেশীয়দের অধিকার?

উ। আশিয়া প্রায় রুসিযন ও ইংরাজ ও চীন, এই তিন দেশীযদের অধিকার।

প্র। রুসিয়নদের অধিকার কোন্ দিকে? এবং তাহাদের রাজধানী কোথা?

উ। রুসিয়নদের অধিকার আশিয়ার উত্তরে, ও তাহাদের রাজধানী ইউরপে।

প্র। ইংলণ্ডীয়দের রাজধানী কোথা? ও তাহাদের অধিকার বা কোন্ দিকে?

উ। ইংলণ্ডীয়দের রাজধানী ইউরপে, ও তাহাদের অধিকার আশিয়ার দক্ষিণে।

প্র। চীন লোকদের রাজধানী কোন্ স্থানে? ও তাহাদের অধিকার কোথা?

উ। চীন লোকদের অধিকার আশিয়ার পুর্ব্বদিগে, ও তাহাদের রাজধানী আশিয়াতে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

প্রস্থ, ওসার, চৌড়া।
সহস্র, হাজার।
দৈর্ঘ্য, লম্বা।
ভূখণ্ড, ভূমির ভাগ।
অধীন, বশ।
রাজধানী, প্রধান বিচার-স্থান।

---

৭ পাঠ।

আশিয়ার সীমা।

আশিয়ার উত্তর সীমা হিম সাগর, দক্ষিণ সীমা ইণ্ডিয়ন্ ওস্যন, উত্তরপশ্চিম সীমা ইউরপ, এবং দক্ষিণপশ্চিম সীমা রেড্ সী, অর্থাৎ আরবের উপসাগর, যাহার দ্বারা আফ্রিকাহইতে আশিয়া বিভক্ত আছে; পূর্ব্ব সীমা পাসিফিক্ ওস্যন্।

রেখাভূমির উভয় পার্শ্বে সাড়ে তেইস অংশ করিয়া সাতচল্লিশ অংশ পর্য্যন্ত উষ্ণকটিবন্ধের সীমা; সেই রেখাভূমিহইতে উত্তর ভাগের নাম কর্কট ত্রোপিক, দক্ষিণ ভাগের নাম মকর ত্রোপিক। ইহার মধ্যে যে সকল দেশ সে সূর্য্যের সম্মুখ প্রযুক্ত উষ্ণ, কিন্তু তাহাহইতে যত উত্তরে কিম্বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, তত শীতাধিক্য।

বঙ্গ দেশ, আর হিন্দুস্থানের দক্ষিণ ভাগ কর্কট ট্রোপিকের মধ্যস্থ প্রযুক্ত অতিশয় তপ্ত; কিন্তু তাহাহইতে যত উত্তরে যাওয়া যায়, রেখাভূমির উত্তর প্রযুক্ত তত ক্রমে শীতাধিক্য বোধ হয়; আর হিম সাগরে এতাদৃশ পর্ব্বতাকার বরফ্ জমিয়া থাকে, যে তাহার মধ্যে প্রায় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না; কারণ বায়ুদ্বারা যদি বরফের দুই পর্ব্বতে 'আঘাত লাগে, তাহার মধ্যে জাহাজ পড়িলে তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া যায়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। আশিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোথায়?

উ। আশিয়ার উত্তর সীমা হিম সাগর, ও তাহার দক্ষিণ সীমা ইণ্ডিয়ন্ ওস্যন্, অর্থাৎ ভারত মহাসাগর।

প্র। তাহার পশ্চিম সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তরপশ্চিম সীমা ইউরপ, ও তাহার দক্ষিণপশ্চিম সীমা রেড্ সী, অর্থাৎ আরবের মহাখাল।

প্র। তাহার পূর্ব্ব সীমা কত দূর?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা পাসিফিক্ মহাসাগর পর্য্যন্ত।

প্র। বঙ্গ দেশ ও হিন্দুস্থানের দক্ষিণ ভাগ এমত তপ্ত কেন?

উ। বঙ্গ দেশ ও হিন্দুস্থানের দক্ষিণ ভাগ, এই দুই দেশ উষ্ণকটিবন্ধের সীমার মধ্য প্রযুক্ত সূর্য্য তাহার ঠিক উপরবর্ত্তী, এ কারণ তপ্ত হয়।

প্র। উত্তর দেশে শীতাধিক্যের কারণ কি?

উ। উত্তরে শীতাধিক্যের কারণ এই, সে স্থান ট্রোপিক-হইতে অতি দূরে, আর সে দেশের পার্শ্বে সূর্য্যরশ্মি লাগে।

প্র। ট্রোপিক কাহার ২ নাম?

উ। রেখাভূমির দুই পার্শ্বে সাড়ে তেইশ অংশ করিয়া সমুদয় সাতচল্লিশ অংশ পর্য্যন্ত উষ্ণকটিবন্ধ; এই উষ্ণকটি-বন্ধের মধ্যভাগে রেখাভূমি; ইহাতে দুই ভাগ হইয়াছে, তাহার উত্তর ভাগের নাম কর্কট ট্রোপিক, দক্ষিণ ভাগের নাম মকর ট্রোপিক।

কঠিন শব্দের অর্থ।

সীমা, শেষ।	ট্রোপিক, ক্রান্তিমণ্ডল।
মধ্যবর্ত্তী, যে মধ্যে থাকে।	উষ্ণ, তপ্ত।
পার্শ্ব, পাশ।	চূর্ণ, গুঁড়া।

---

৮ পাঠ।

আশিয়ার প্রধান দেশ।

আশিয়ার মধ্যে অনেক২ প্রধান দেশ আছে, তাহার বিবরণ এই; উত্তরে পূর্ব্বহইতে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত শিবির ও তাতার দেশ; তাহার পশ্চিম ভাগে তুরুষ্ক ও আরব্ ও পারস দেশ; তাহার পূর্ব্ব ভাগে চীন; তাহার

দক্ষিণ ভাগে হিন্দুস্থান ও আসাম ও বর্ম্মা ও শ্যাম ইত্যাদি প্রধান দেশ।

আশিয়ার মধ্যে আরও অনেক২ দ্বীপ আছে, তাহার বিবরণ এই; হিন্দুস্থানের দক্ষিণ ভাগে সিংহল দ্বীপ অর্থাৎ লঙ্কা; সে ইংরাজদের অধিকার। হিন্দুস্থানের দক্ষিণপূর্ব্বে সুমাত্র অর্থাৎ ইণ্ডলস্ দ্বীপ, যাহার মধ্যে বঙ্কৌলু; সে ওলন্দাজদের অধীন। সুমাত্র দ্বীপের নিকটে যাবা নামে দ্বীপ, যাহার মধ্যে বাটাবিয়া নামে প্রধান নগর আছে; তাহাও হলাণ্ডীয়দের অর্থাৎ ওলন্দাজদের অধীন। যাবার উত্তরে বুর্ণী নামে দ্বীপ, যে ন্যুহলাণ্ড দ্বীপ ব্যতিরেক আর সকল দ্বীপহইতে বড়। বুর্ণীর পূর্ব্বে সেলবেস্ অর্থাৎ ভানামক্কাসর নামে এক দ্বীপ আছে। তাহার উত্তরে ফিলিপিন্স অর্থাৎ বিসাইয়স্ বহুদ্বীপ; তাহার মধ্যে লুজন নামে এক দ্বীপ আছে, যাহার মধ্যে মানীলা নামে নগর বাণিজ্যের প্রধান স্থান; সে এস্পানিয়াদের অধীন। ফিলিপিন্স উপদ্বীপের উত্তরে জাপান নামে উপদ্বীপ সকল আছে; তাহার তিন ভাগ, কিন্তু সেই তিন ভাগের রাজা এক।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। আশিয়ার কোন্ দিগে কোন্২ দেশ আছে?

উ। তাহার উত্তরে পূর্ব্বহইতে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত শিবির ও তাতার দেশ; তাহার পশ্চিম ভাগে তুরুষ্ক

ও আরব্ ও পারস দেশ; তাহার পূর্ব্বে চীন; তাহার দক্ষিণে হিন্দুস্থান ও আসাম ও বর্ম্মা ও শ্যাম ইত্যাদি নানা দেশ আছে।

প্র। সিংহলদ্বীপ হিন্দুস্থানের কোন্ দিকে? এবং সে দ্বীপ কাহাদের অধীন?

উ। হিন্দুস্থানের দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ; সে ইংলণ্ডীয়দের অধিকার।

প্র। সুমাত্র দ্বীপ হিন্দুস্থানের কোন্ দিকে? ও তাহার মধ্যে কোন্ নগর পূর্ব্বে ইংরাজদিগের অধিকার ছিল?

উ। সুমাত্র দ্বীপ হিন্দুস্থানের দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগে, এবং বঙ্কৌলু সেই দ্বীপের মধ্যে আছে; তাহা পূর্ব্বে ইংরাজদের অধিকার ছিল, কিন্তু এখন ওলন্দাজদের অধীন আছে।

প্র। সুমাত্র দ্বীপের কোন্ দিকে কোন্ দ্বীপ আছে?

উ। সুমাত্র দ্বীপের পূর্ব্বদক্ষিণে যাবা নামে এক দ্বীপ আছে; সে হলাণ্ডীয়দের অধিকার; তাহার প্রধান নগরের নাম বাটাবিয়া।

প্র। যাবার উত্তরে কোন্ দ্বীপ, ও সে দ্বীপ কত বড়?

উ। যাবার উত্তরে বুর্ণী দ্বীপ; আর সে দ্বীপ ন্যূহলাণ্ড বিনা আর সকল দ্বীপহইতে বড়।

কঠিন শব্দের অর্থ।

প্রধান, বড়; শ্রেষ্ঠ।	ব্যতিরেক, বিনা।
বিবরণ, বিস্তারিত।	নগর, সহর।
সীমা, অবধি।	বাণিজ্য, বণিকের ব্যবসায় কর্ম্ম।
অধীন; আয়ত্ত; অধিকৃত।	

৯ পাঠ।

আশিয়ার দ্বীপের বিষয়।

এই সকল দ্বীপ ব্যতিরিক্ত পাসিফিক্ ওস্যনের মধ্যে দুই স্থানে অনেক দ্বীপ পরস্পর নিকট আছে; তাহার এক দ্বীপসমূহের নাম অস্ত্রালাশিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ আশিয়া; অন্য দ্বীপসমূহের নাম পলিনীসিয়া অর্থাৎ বহু-দ্বীপ। এই দুই সমূহদ্বীপ আশিয়ার মধ্যে গণা যায়। অস্ত্রালাশিয়ার মধ্যে প্রধান দ্বীপ ন্যূহলাণ্ড, অর্থাৎ নব হলাণ্ড। এই দ্বীপ স্থানেতে ইউরপের সহিত প্রায় সমান।

ন্যূহলাণ্ড এমত বৃহৎ তথাচ ইংরাজী ১৬১৬ সন পর্য্যন্ত অন্য দেশীয় লোককর্ত্তৃক জানা গিয়াছিল না। পূর্ব্বে পোর্ত্তুগীশ লোক ইউরপীয়দের মধ্যে প্রধান নাবিক ছিল; এবং তাহাদের দ্বারা সে দেশ প্রথম জানা গেল। কিন্তু ১৭৭০ সন পর্য্যন্ত কাপ্তেন কুক্ সাহেব্ ইং-রাজের রাজাকর্ত্তৃক পাসিফিক্ ওস্যনের মধ্যে অদৃশ্য দেশ জানিবার নিমিত্তে যাবৎ প্রেরিত না হইয়াছিলেন, তাবৎ তাহার নিশ্চয় কিছুই জানা গিয়াছিল না; পরে

কাপ্তেন কুক্ সাহেব ন্যূহলাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া প্রায় তাহার চতুর্দ্দিগের নক্সা করিলেন, এবং তিনি অনেক ২ উপদ্বীপও জানাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক উপদ্বীপের নাম ওয়েহী; সেই ওয়েহী দ্বীপস্থ লোকেরা ঐ কাপ্তেন সাহেবকে অকারণে বধ করিয়াছিল।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। আশিয়ার মধ্যে আর দ্বীপ আছে কি না?

উ। আশিয়ার মধ্যে দুই স্থানে অনেক দ্বীপ প্রায় একত্র আছে; তাহার এক সমূহদ্বীপের নাম অস্ত্রালাশিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ আশিয়া; অন্য সমূহদ্বীপের নাম পলিনীসিয়া অর্থাৎ বহু দ্বীপ।

প্র। অস্ত্রালাশিয়ার মধ্যে প্রধান কোন্ দ্বীপ?

উ। এই সমূহদ্বীপের মধ্যে ন্যূহলাণ্ড প্রধান, তাহা স্থানেতে ইউরপের সহিত প্রায় সমান।

প্র। ন্যূহলাণ্ড কাহারা জানাইয়াছিল?

উ। পূর্ব্বে ইউরপীয়দের মধ্যে প্রধান নাবিক পোর্ত্তুগীশেরা ছিল; এবং তাহারাই সে দেশ প্রথম জ্ঞাত করাইয়াছিল।

প্র। ইউরপীয়দের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কি রূপে তাহা জানিয়াছিলেন?

উ। ইংরাজদের রাজা পাসিফিক্ ওশ্যনের মধ্যে অদৃশ্য দেশ জানিবার জন্যে কাপ্তেন কুক্ সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন; তাহাতে সেই কাপ্তেন ন্যূহলাণ্ডের

চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিগের নক্সা প্রায় করিয়াছিলেন।

প্র। কাপ্তেন কুক্ সাহেব কেবল ঐ দ্বীপ জানিয়াছিলেন, কি অন্য কোন দ্বীপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন?

উ। তিনি নূ্যহলাণ্ড ও আর২ অনেক দ্বীপ জানিয়াছিলেন।

কঠিন শব্দের অর্থ।

দ্বীপ, সমুদ্রের চড়া।
বহু, অনেক।
উপদ্বীপ, ছোট দ্বীপ।
বৃহৎ, বড়।
ওস্যান্, মহাসাগর।
অদৃশ্য, যাহা দেখা যায় না।
প্রেরিত, যাহাকে পাঠান গিয়াছে।
বেষ্টন, বেড়ন।
বধ, মারণ।

---

১০ পাঠ।

গঙ্গার বিবরণ।

হিন্দুস্থানে অনেক মহানদী আছে, তাহার মধ্যে প্রধান গঙ্গা; এই নদী হিন্দুস্থানের উত্তর হিমালয় পর্ব্বতহইতে নির্গত হইয়া তের শত ক্রোশ গমন করিয়া কলিকাতার দক্ষিণে ইণ্ডিয়ন্ ওস্যনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আর যমুনা, গোগরা, শোণ, গণ্ডক, কুসী, ইত্যাদি নদী স্থানে২ ঐ গঙ্গাতে প্রবেশ করিয়াছে।

গঙ্গা অতিশয় লম্বা বটে, কিন্তু তাহাহইতে লম্বা নদীও অন্য ২ দেশে আছে। আশিয়ার চীন দেশে হোয়ানহো নামে এক নদী আছে; তাহার দৈর্ঘ্য সত্তর শত পঞ্চাশ ক্রোশ। ঐ দেশে আর এক নদী আছে; সে উনিশ শত ক্রোশ দীর্ঘ, এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে আমাজন নামে এক নদী আছে; সে পৃথিবীর সকল নদীহইতে বড়; তাহার আরম্ভাবধি মহাসাগর পর্য্যন্ত দুই সহস্র এক শত ক্রোশ দৈর্ঘ্য।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। হিন্দুস্থানের মধ্যে কোন্ নদী প্রধান?

উ। সেখানে সকল নদীহইতে গঙ্গা অতি দীর্ঘ।

প্র। গঙ্গা প্রথম কোন্ স্থানহইতে নির্গত হইয়াছে?

উ। হিন্দুস্থানের উত্তরে হিমালয় নামে পর্ব্বত আছে, তাহাহইতে সে নিঃসৃত হইয়াছে।

প্র। গঙ্গা হিমালয়হইতে নির্গত হইয়া কোন্ স্থানে গিয়াছে?

উ। ভাগীরথী হিমালয়হইতে প্রকাশিত হইয়া, ১৩০০ ক্রোশ গমন করিয়া, কলিকাতার দক্ষিণে ইণ্ডিয়ন্ ওস্যানে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

প্র। গঙ্গার মধ্যে আর কোন নদী আছে কি না?

উ। তাহার মধ্যে যমুনা, গোগরা, শোণ, গণ্ডক, কুশী, ইত্যাদি অনেক নদী প্রবিষ্ট হইয়াছে।

প্র। গঙ্গাহইতে দীর্ঘ আর কোন নদী আছে কি না?

উ। অন্য ২ দেশে গঙ্গাহইতেও দীর্ঘ নদী আছে।

প্র। কোন্ ২ দেশে গঙ্গাহইতে প্রধান নদী আছে?

উ। আশিয়ার চীন দেশে হোয়ানহো নামে এক নদী আছে; তাহার দৈর্ঘ্য ১৭৫০ ক্রোশ। এবং ঐ দেশে ১৯০০ ক্রোশ দীর্ঘ কিয়াঙ্গ নামে এক নদী আছে। আর দক্ষিণ আমেরিকাতে আমাজন নামে এক নদী আছে, সে পৃথিবীর সকল নদীহইতে বড়; তাহার দৈর্ঘ্য ২১০০ ক্রোশ।

কঠিন শব্দের অর্থ।

প্রধান, বড. শ্রেষ্ঠ।	দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা, লম্বাই।
নির্গত, বহির্ভূত।	নিঃসৃত, নির্গত।
প্রবিষ্ট, যে ভিতরে গিয়াছে।	ভাগীরথী, গঙ্গা।
ক্রোশ, ৪০০০ হাত।	সহস্র, হাজার।

---

১১ পাঠ।

ব্রহ্মপুত্রের বিবরণ।

হিন্দুস্থানের প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র; এই নদের উৎপত্তিস্থান প্রায় গঙ্গার উৎপত্তিস্থানের নিকট। তাহার দৈর্ঘ্য গঙ্গার দৈর্ঘ্যের সমান, আর গঙ্গার এক ধারা, যাহার নাম পদ্মা; সমুদ্রের সহিত তাহার মিলনের পূর্ব্বে ঐ ব্রহ্মপুত্র

মিলিয়া ত্রিপুরার নিকট বাঙ্গালার মহাখালে প্রবেশ করিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান গঙ্গার উৎপত্তিস্থানের এতাদৃশ নিকট, এবং দীর্ঘতাও সমান, তথাপি কোন স্থানে ঐ দুই নদীর মধ্যে এক সহস্র পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর আছে। তাহার কারণ এই, যে গঙ্গা দক্ষিণ দিকে চলে, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব দিকে অনেক দূরে গমন করিয়া সমুদ্রের দিকে ফিরে।

ব্রহ্মপুত্র তিব্বৎ দেশ দিয়া পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া চীন দেশের সীমাহইতে দুই শত ক্রোশ অন্তর চলে; সেই স্থানহইতে অকস্মাৎ পশ্চিমে ফিরিয়া, আসাম দেশ দিয়া বঙ্গ দেশের রাঙ্গামাটীর নিকট প্রবেশ করিয়াছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। হিন্দুস্থানের মধ্যে কোন্ নদ বড়?

উ। তাহার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রধান

প্র। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান কোথায়?

উ। তাহার উৎপত্তিস্থান গঙ্গার উৎপত্তিস্থানের নিকট।

প্র। তাহার দৈর্ঘ্য কত বড়?

উ। তাহার দৈর্ঘ্য গঙ্গার দীর্ঘতার সমান, অর্থাৎ ১৩০০ ক্রোশ।

প্র। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কত দূর অন্তর?

উ। তাহার মধ্যে কোন স্থানে এক হাজার পঞ্চাশ ক্রোশও অন্তর আছে।

প্র। এত অন্তরের কারণ কি?

উ। তাহার কারণ এই, যে গঙ্গা দক্ষিণে চলে, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র তাহার ফিরণের অগ্রে পূর্ব্ব দিকে অধিক দূর গমন করে; অর্থাৎ ঐ নদ তিব্বৎ দেশ দিয়া পূর্ব্বে গিয়া চীন দেশের সীমাহইতে ২০০ ক্রোশ অন্তর চলে; সেই স্থানহইতে পশ্চিমে ফিরিয়া আসাম দেশ দিয়া রাঙ্গা- মাটীর নিকট বাঙ্গালার মহাখালে প্রবিষ্ট হয়।

কঠিন শব্দের অর্থ।

উৎপত্তি,	জন্ম।	অন্তর,	তফাৎ।
এতাদৃশ,	এমন।	অকস্মাৎ,	হঠাৎ।

---

১২ পাঠ।

সিন্ধু ইত্যাদি নদীর বিষয়।

হিন্দুস্থানের তৃতীয় নদী সিন্ধু, সে দেশের উত্তরপশ্চিম সীমা সেই নদী আছে। ঐ নদী হিমালয় পর্ব্বতে আরম্ভ হইয়া এক সহস্র ক্রোশ গমন করিয়া ইণ্ডিয়ন্ ওস্যনের মধ্যে পবেশ করিয়াছে; তাহার পথক্রমে শতদ্রু, বিপাশা, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, এই পাঁচ নদী

মিলিত আছে। এই পঞ্চ নদীর মধ্যস্থ প্রযুক্ত সে দেশের নাম পঞ্জাব্ রাখা গিয়াছে।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু, এই তিন প্রধান নদী ব্যতিরিক্ত আরও দুই তিন বড় নদী আছে; প্রথম নর্ম্মদা, সে রাজমহল পর্ব্বতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বহইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ছয় শত পঞ্চাশ ক্রোশ গমন করিয়া সৌরাষ্ট্র দেশের উত্তরে ইণ্ডিয়ন্ ওস্যনে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় গোদাবরী, সে বোম্বাইর নিকটে আরম্ভ হইয়া পশ্চিমহইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাত শত পঞ্চাশ ক্রোশ গমন করিয়া কর্ণাট দেশের উত্তর ইণ্ডিয়ন্ ওস্যনে প্রবেশ করে।

তৃতীয় কৃষ্ণা; ঐ কর্ণাট দেশের ঘাট নামক পর্ব্বতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিমহইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় ছয় শত ক্রোশ গমন করিয়া ইণ্ডিয়ন্ ওস্যনে প্রবিষ্ট হইযাছে। এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণা এই দুই নদীর মধ্যে যে দেশ, তাহাকে দক্ষিণ কহা যায়। এই সকল নদী ভিন্ন হিন্দুস্থানের আরও দেশে২ ক্ষুদ্র নদী অনেক আছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। হিন্দুস্থানের উত্তরপশ্চিম সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। হিন্দুস্থানের উত্তরপশ্চিম সীমা সিন্ধু নদী।

প্র। সে নদীর উৎপত্তি কোন্ স্থানহইতে হইয়াছে?

উ। তাহার উৎপত্তি হিমালয় পর্ব্বতহইতে হয়।

প্র। তাহার দৈর্ঘ্য কত? এবং সে কোন্ মহাসাগরে মিশ্রিত হয়?

উ। তাহার দৈর্ঘ্য এক সহস্র ক্রোশ, এবং সে ইণ্ডিয়ন্ ওস্যনে প্রবিষ্ট।

প্র। সে নদীতে আর কোন নদীর মিলন আছে কিনা?

উ। তাহার পথক্রমে শতদ্রু, ও বিপাশা, ও ঐরাবতী, ও চন্দ্রভাগা, ও বিতস্তা, এই পাঁচ নদী মিলিত আছে।

প্র। সে দেশের নাম পঞ্জাব্ কি কারণ হইল?

উ। শতদ্রু, বিপাশা, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, এই পাঁচ নদীর মধ্যস্থ প্রযুক্ত তাহার নাম পঞ্চাপ অর্থাৎ পঞ্জাব্ হইয়াছে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

সীমা, অবধি।	ক্ষুদ্র, ছোট।
মিলিত, মিশ্রিত।	ব্যতিরিক্ত, বিনা।
পথ, রাস্তা।	সহস্র, হাজার।

ভূগোল বৃত্তান্ত।

চতুর্থ ভাগ।

১ পাঠ।

হিন্দুস্থানের পর্ব্বতের বিষয়।

হিন্দুস্থানের প্রধান পর্ব্বত হিমালয়; এই পর্ব্বতশ্রেণী হিন্দুস্থানের উত্তর সীমা হইয়া প্রায় চারি শত ক্রোশ পর্য্যন্ত আছে; এবং ঐ পর্ব্বতহইতে সিন্ধু, গঙ্গা, গোগরা, বৃহ্মপুত্র, এই সকল প্রধান নদীর উৎপত্তি হয়।

হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতা পৃথিবীস্থ সকল পর্ব্বতহইতে অধিক। পূর্ব্বকালে ভূগোলবেত্তারা দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ্ নামে পর্ব্বতশ্রেণীকে দেখিয়া, ও তাহার উচ্চতা মাপ করিয়া, তাহার শৃঙ্গ অন্য সকল পর্ব্বতশৃঙ্গহইতে উচ্চ জ্ঞান করিতেন; কারণ তাহার উচ্চতা চৌদ্দ সহস্র হাত পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে লর্ড হেষ্টিংস সাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত সাহেব লোকদের পরি-

মাপানুসারে জানা গিয়াছে, যে হিমালয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ আঠার হাজার হাত উচ্চ; অতএব তাহার উচ্চতা আন্দিজ্ পর্ব্বতহইতে প্রায় ৪০০০ হাত অধিক। এখন সকলেই হিমালয় পর্ব্বতকে উচ্চতম করিয়া মানেন।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। হিন্দুস্থানের মধ্যে কোন্ পর্ব্বত প্রধান?

উ। তাহার মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত প্রধান।

প্র। হিমালয় কোন্ দিকে, ও সে কত দূর পর্য্যন্ত আছে?

উ। হিমালয় হিন্দুস্থানের উত্তর সীমা, ও সে প্রায় ৪০০ ক্রোশ বিস্তীর্ণ।

প্র। তাহাতে কোন্২ নদীর উৎপত্তি?

উ। তাহাতে সিন্ধু, গঙ্গা, গোগরা, ব্রহ্মপুত্র, এই ২ প্রধান নদীর উৎপত্তি।

প্র। তবে কি পৃথিবীস্থ সকল পর্ব্বতহইতে হিমালয় বড় উচ্চ?

উ। হাঁ, অন্য উচ্চ পর্ব্বতহইতে সে ৪০০০ হাত অধিক উচ্চ।

প্র। কোন পর্ব্বত তাহার তুল্য আছে কি না?

উ। দক্ষিণ আমেরিকাতে আন্দিজ্ নামে যে পর্ব্বত সে হিমালয়ের প্রায় তুল্য, কিন্তু হিমালয়ের উচ্চভাগ-হইতে তাহার উচ্চতা ৪০০০ হাত ন্যূন।

প্র। হিমালয় ও আন্দিজ্ এই দুই পর্ব্বতের পরিমাণ কত?

উ। হিমালয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ আঠার সহস্র হাত উচ্চ, ও আন্দিজ পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ চৌদ্দ সহস্র হাত উচ্চ।

কঠিন শব্দের অর্থ।

হিন্দুস্থান, হিন্দুর দেশ।
শ্রেণী, সারি।
বিস্তীর্ণ, দীর্ঘ।
শৃঙ্গ, উচ্চ ভাগ, শিঙ্গ।
প্রেরিত, যাহাকে পাঠান গিয়াছে।

---

২ পাঠ।

হিন্দুস্থানের পর্ব্বতের বিষয়।

হিন্দুস্থানের অন্য প্রধান পর্ব্বত রাজমহলের শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বত, তাহাহইতে শোণ নদ ও নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি। আর দক্ষিণ দেশে হিন্দুস্থানের পূর্ব্বপশ্চিম পার্শ্বে ঘাট নামে পর্ব্বতশ্রেণী। আরও দেশে২ অনেক ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে।

পশ্চিম ঘাট নামক যে পর্ব্বতশ্রেণী, সে সমুদ্রহইতে ৫০ ক্রোশ দূরে স্থিতি করিয়া, হিন্দুস্থানের দক্ষিণ সীমা অবধি সৌরাষ্ট্র দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে; তাহার দৈর্ঘ্য দক্ষিণহইতে উত্তর পর্য্যন্ত ১৩ অংশ, অর্থাৎ ৭৮০ ক্রোশ। এই পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা দুই সহস্র হাত; তাহার এই উচ্চতাদ্বারা মেঘের গতি রুদ্ধা হয়। এই নিমিত্তে পূর্ব্বহইতে যখন বায়ু আইসে. সেই বায়ুতে চালিত যে মেঘ তাহার দ্বারা পর্ব্বতের পশ্চিম দেশে বৃষ্টি হয় না;

ও যখন পশ্চিমহইতে বায়ু আইসে, তখন সেই বায়ু চালিত মেঘদ্বারা পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থ দেশে বৃষ্টি হইতে পারে না।

প্র। হিন্দুস্থানে আর কোন পর্ব্বত আছে কি না?

উ। হিন্দুস্থানের রাজমহলে শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বত আছে।

প্র। তাহাহইতে কোন্২ নদী নির্গতা হইয়াছে?

উ। তাহাহইতে শোণ নদ ও নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি।

প্র। আর কি পর্ব্বত হিন্দুস্থানে আছে?

উ। দক্ষিণ দেশে হিন্দুস্থানের পূর্ব্বপশ্চিম পার্শ্বে ঘাট নামে এক পর্ব্বত আছে, এবং আরও দেশে২ অনেক ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে।

প্র। ঘাট নামক পর্ব্বত সমুদ্রহইতে কত দূর, ও সে কোন্ দেশ পর্য্যন্ত আছে, ও তাহার দৈর্ঘ্য কত ক্রোশ?

উ। ঘাট নামক পর্ব্বত সমুদ্রহইতে ৫০ ক্রোশ দূর, এবং সে হিন্দুস্থানের দক্ষিণ সীমাহইতে সৌরাষ্ট্র দেশ পর্য্যন্ত আছে; ও তাহার দৈর্ঘ্য দক্ষিণাবধি উত্তর পর্য্যন্ত ৭৮০ ক্রোশ।

প্র। ঘাট পর্ব্বতের উচ্চতা কত?

উ। তাহার উচ্চতা ২০০০ হাত।

প্র। এক মেঘে সকল দেশে বৃষ্টি হয় না, ইহার কারণ কি?

উ। পর্ব্বতের উচ্চতা দ্বারা মেঘের গতি রোধ হয়, এই কারণ পর্ব্বতের এক দিকে মেঘ হইলে তাহার অন্য

দিকে সে মেঘ যাইতে পারে না, অতএব এক মেঘে সর্ব্বত্র বৃষ্টি হয় না, এই রূপ ঘাট পর্ব্বতে হয়।

কঠিন শব্দের অর্থ।

শ্রেণীবদ্ধ, সারিবান্ধা।	বোধ, বদ্ধ।
বায়ু, বাতাস।	সর্ব্বত্র, সকল স্থানে।

---

৩ পাঠ।

হিন্দুস্থানের জাতিবিভাগ ও লোকসংখ্যা।

হিন্দুস্থানে অনুমান দশ কোটি লোক আছে; তাহাতে জৈন ও শিখ এই দুই জাতিকে যদি হিন্দুর অন্তঃপাতী করা যায়, তবে হিন্দু বার আনা, মোছলমান তিন আনা, পারসী ও পাহাড়িয়া এক আনা হয়।

এই সকল দেশের মধ্যে সুবে বাঙ্গালা স্থানানুসারে লোকে সম্পূর্ণ; কারণ হিন্দুস্থানের এক লোকের প্রতি অনুমান পোনের বিঘা ভূমি হয়; কিন্তু সুবে বাঙ্গালাতে এগার কোটি বিঘার অধিক ভূমি আছে, এবং তাহাতে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ লোক আছে, অর্থাৎ ভাগহারে এক লোকের প্রতি প্রায় নয় বিঘা ভূমি হইল।

বঙ্গ দেশের মধ্যে বর্দ্ধমান জেলা লোকে পরিপূর্ণ; কেননা তাহাতে কুড়ি লক্ষ লোক আছে, এবং ষাটি লক্ষ বিঘা ভূমি; অর্থাৎ ভাগহারে এক লোকের প্রতি তিন বিঘা ভূমি হয়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। হিন্দুস্থানে কত লোক আছে?

উ। হিন্দুস্থানে অনুমান দশ কোটি লোক আছে।

প্র। তাহার মধ্যে কোন্ জাতি কত?

উ। যদি জৈন ও শিখ এই দুই জাতিকে হিন্দুর মধ্যে গণা যায়, তবে বার আনা হিন্দু, তিন আনা মোছলমান, এক আনা পারসী ও পাহাড়িয়া হয়।

প্র। হিন্দুস্থানের কোন্ দেশে অধিক লোক আছে?

উ। তাহার মধ্যে সুবে বাঙ্গালাতে অধিক লোক।

প্র। বাঙ্গালাতে অধিক লোকের প্রমাণ কি?

উ। হিন্দুস্থানের এক লোকের প্রতি পোনের বিঘা ভূমি; কিন্তু সুবে বাঙ্গালায় এগার কোটি বিঘার অধিক ভূমি আছে, ও তাহাতে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ লোক, অর্থাৎ ভাগহারে এক লোকের প্রতি নয় বিঘা ভূমি হয়।

প্র। বঙ্গ দেশের মধ্যে কোন্ স্থানে লোকাধিক্য?

উ। তাহার মধ্যে বর্দ্ধমানে অধিক লোক, কারণ সেখানে কুড়ি লক্ষ লোক ও ষাটি লক্ষ বিঘা ভূমি; ইহার ভাগহারে এক লোকের প্রতি তিন বিঘা ভূমি হয়।

কঠিন শব্দের অর্থ।

অনুমান, আন্দাজ।	ভাগহার, ভাগানুসারে।
জৈন, বৌদ্ধ।	শিখ, নানকের শিষ্য।

---

৪ পাঠ।

হিন্দুস্থানের প্রাচীন বৃত্তান্ত।

২৩৫০ বৎসর হইল দারা নামে পারসী দেশের রাজা, ও ২১৭০ বৎসর হইল সিকন্দর শাহ নামে যূনানীয় দেশের রাজা, হিন্দুস্থানের উত্তরপশ্চিম দেশ জয় করিয়াছিল।

দারা রাজার সময় পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের প্রাচীনেতিহাস নিশ্চয় ছিল না; কারণ সংস্কৃত ও পারসী ও যূনানীয় ও অন্য২ ভাষাতে দেশের পূর্ব্ব২ বৃত্তান্ত শ্লোকরচনার বাহুল্য প্রযুক্ত নিশ্চয় রূপে গ্রথিত হইত না। কিন্তু দারা রাজার সময়েতে যূনানীয় ভাষা হইলে তাহাহইতে সাহেব লোক তর্জমা করিয়া পাইয়াছেন, যে দারা রাজা হিন্দুস্থানের উত্তরপশ্চিম ভাগ জয় করিয়া, সেখানকার রাজাদিগহইতে কর লইত. আর সিকন্দর শাহ পারসী দেশ জয় করিয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া পঞ্জাব দেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল; ও তাহার ইচ্ছা ছিল, যে বঙ্গ দেশ পর্য্যন্ত আইসে; তাহাতে বর্ষার

নিয়ম না জানিয়া ৭০ দিন পর্য্যন্ত বর্ষাদ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া, সৈন্য সকল যাইতে স্বীকার করিল না।

সিকন্দর শাহের পর রাজার বিক্রম হ্রাস হইলে, হিন্দু রাজারা উদ্ধার পাইয়া বাণিজ্য বিনা ইউরপীয়-দের সহিত আর কোন ব্যবহার রাখিল না; একারণ তের শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের প্রাচীনেতিহাস প্রায় অজ্ঞাত ছিল।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। কত বৎসর সিকন্দর শাহ হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম দেশ জয় করে?

উ। ২১৭০ বৎসর হইল হিন্দুস্থানের উত্তরপশ্চিম জয় করে।

প্র। দারা রাজার কালে হিন্দুস্থানের বৃত্তান্তের অনিশ্চয়ের কারণ কি?

উ। সংস্কৃত ও পারসী ও যূনানীয় ও অন্য২ ভাষাতে দেশের বৃত্তান্ত শ্লোক বাহুল্য প্রযুক্ত নিশ্চয় গ্রথিত ছিল না।

প্র। কোথাহইতে পশ্চাৎ জানা গেল?

উ। যূনানীয় ভাষা হইতে ইংরাজেরা তর্জমা করিয়া জানিয়াছেন

প্র। দারা রাজা হিন্দুস্থানের উত্তরপশ্চিম জয় করিয়া রাজাদিগকে কি রূপে রাখিয়াছিল?

উ। সে রাজাদেরহইতে কেবল কর লইত।

প্র। সিকন্দর শাহের পঞ্জাব দেশ জয় সময়ে আর কোন দেশে গেল না কেন ?

উ। তাহার বঙ্গ দেশ পর্য্যন্ত আগমনেচ্ছা ছিল, কিন্তু বর্ষাতে তাহার সকল সেনা ৭০ দিন পর্য্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া আর যাইতে স্বীকৃত হইল না।

প্র। হিন্দুস্থানের বৃত্তান্ত কেন অজ্ঞাত ছিল ?

উ। সিকন্দর শাহের পর রাজার বিক্রম অল্প হইলে হিন্দু রাজারা উদ্ধত হইয়া ইউরপীয়দের সহিত বাণিজ্য বিনা অন্য ব্যবহার করিত না।

কঠিন শব্দের অর্থ।

বাহুল্য, অনেকত্ব।	বিক্রম, বল।
ক্লিষ্ট, ক্লেশ প্রাপ্ত।	শ্লোক, কবিতা।

---

৫ পাঠ।

মহম্মদ সুলতানের হিন্দুস্থানের আক্রমণ বিষয়।

৮৪৩ বৎসর হইল, অর্থাৎ ইংরাজী ১০০০ শকে, কাবোল দেশের নিকট গজনির প্রসিদ্ধ এক জন রাজা মহম্মদ সুলতান নামে সিন্ধু নদ পার হইয়া, ১২ বার হিন্দুস্থানে আসিয়া, তাহার উত্তরপশ্চিম ভাগ জয় করিয়াছিল।

তাহার প্রথমাগমনের পর আট বৎসরে কেবল মুলতান দেশ জয় করে; কিন্তু অল্প কালে লাহোর, দিল্লী, মথুরা, কনৌজ আক্রম করিয়াছিল। সে দুরাত্মা গুজরাট দেশে সোমনাথ ও পঞ্জাব দেশে নাগরকোট ইত্যাদি স্থানের প্রধান২ দেবমন্দির ও আর অনেক২ মন্দিরকে সমূলে উঠাইয়া, ও অনেক প্রতিমা নষ্ট করিয়া, হিন্দুস্থানের প্রায় অর্দ্ধেক দেশ উতপ্লুত করিয়াছিল; কিন্তু আজমীর দেশে রাজপুতের উপর দেশের দুর্গমতা প্রযুক্ত আক্রম করিতে পারিয়াছিল না। সে ঐ সকল জয়লব্ধ দেশের রাজাদের স্থানে প্রতিবৎসর কর লইয়া তাহাদিগকে স্ব২ পদে রাখিয়াছিল।

সোমনাথ মন্দির সকলহইতে প্রধান; তাহার পাণ্ডা দুই সহস্র, ও গায়ক গায়িকা দুই সহস্র; তাহার রক্ষার্থে হিন্দুরা যুদ্ধ করিয়া পঞ্চাশ সহস্র লোক মারিয়াছিল; শেষ পরাস্ত হইয়া প্রতিমা রক্ষার্থে ব্রাহ্মণেরা আট কোটি টাকা দিতে স্বীকার করিল। মহম্মদ তাহা না মানিয়া করাতদ্বারা প্রতিমাকে খণ্ড২ করিয়া তাহার উদরে আট কোটির অধিক মূল্যের রত্ন পাইল।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। মহম্মদ সুলতান কোন্ শকে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিল?

উ। সে ৮৪৩ বৎসর অর্থাৎ ইংরাজী ১০০০ শকে আসিয়া, হিন্দুস্থানের উত্তরপশ্চিম ভাগ জয় করিয়াছিল।

প্র। সে কি হঠাৎ সকল জয় করিল ?

উ। তাহা নয়; সে আট বৎসরে কেবল মুলতান দেশ জয় করিয়াছিল; পরে লাহোর, দিল্লী, মথুরা, কনৌজ, এই সকল দেশ জয় করিয়াছিল।

প্র। সে এই সকল দেশ জয় করিয়া কি২ কর্ম্ম করিয়াছিল ?

উ। সে দুরাত্মা গুজরাট দেশের সোমনাথ মন্দির ও পঞ্জাব দেশের নাগরকোট ইত্যাদি বড়২ দেবমন্দির ও আর২ অনেক মন্দির উৎখাত করিয়া অনেক প্রতিমা নষ্ট করিয়াছিল।

প্র। হিন্দুস্থানের কোন্ পর্য্যন্ত তাহার রাজ্য হইয়াছিল ?

উ। আজ্মীর দেশে রাজপুত লোক বিনা প্রায় অর্দ্ধেক আক্রমণ করিয়াছিল।

প্র। মহম্মদ সুলতান রাজাদিগের রাজ্য লইয়া তাহাদিগকে স্বপদে রাখিয়াছিল কি না ?

উ। সে তাহাদিগকে পদচ্যুত করে নাই, কিন্তু বৎসর২ কর লইত।

কঠিন শব্দের অর্থ।

পরাস্ত,	পরাজয়।	প্রতিবন্ধী,	বিরোধী।
উৎখাত,	উঠাইয়া ফেলন।	উত্পলুত,	উলটাপালটা।

৬ পাঠ।

আফগান বংশের রাজ্য বিষয়।

৬৩৫ বৎসর হইল, ইংরাজী ১২০৮ শকে, আফগান বংশীয় কুটবদ্দীন নামে রাজা দিল্লীর হিন্দু রাজাদিগকে দূর করিয়া দিল্লীতে আপনি রাজধানী করিয়াছিল।

তৎকালে লক্ষ্মণ নামে এক জন বঙ্গ দেশের রাজা, তাহার রাজধানী নবদ্বীপ ছিল; পরে কুটবদ্দীন আপন এক জন সেনাপতিকে তথা পাঠাইল; সে হঠাৎ আসিয়া ঐ লক্ষ্মণ রাজাকে দূর করিয়া বঙ্গ দেশ অধিকার করিয়া গৌড় নগরে আপন রাজধানী করিল। লক্ষ্মণ রাজা বঙ্গ দেশের শেষ সম্রাট্ ছিল, পরে সে জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

কুটবদ্দীন রাজার সময়ে মোগল লোক হিন্দুস্থানে আসিতে আরম্ভ করিল, শেষে ক্রমে ২ যুদ্ধ এতাদৃশ শক্তিমান্ হইল, যে ১০০ বৎসরে হিন্দুস্থানে বাস্ করিতে তাহাদের প্রতি রাজার অনুমতি হইল।

সেই কালাবধি ইংরাজ লোকদের প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের প্রাচীনেতিহাস যুদ্ধ, হত্যা, লুট, ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ আছে।

প্র। কুটবদ্দীন রাজা কোন্ বংশোদ্ভব?

উ। সে আফগান বংশোদ্ভব।

প্র। সে কত দিন হইল দিল্লীর আধিপত্য করিয়াছিল?

উ। ছয়শত পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল দিল্লীর হিন্দু রাজাদিগকে দূর করিয়া আপনি তথায় রাজধানী করিয়াছিল।

প্র। আর কোন্ রাজ্য সে অধিকার করিয়াছিল?

উ। নবদ্বীপাধিপতি লক্ষ্মণ নামক রাজাকে আপন সেনাপতিদ্বারা দূর করিয়া বঙ্গ দেশের রাজধানী গৌড় নগরে করাইল।

প্র। লক্ষ্মণ রাজা তাহার পর কি করিল?

উ। সে জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল।

প্র। মোগল লোক কত দিন হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিল?

উ। মোগলেরা কুটবদ্দীন রাজার সময়েতে হিন্দুস্থানে প্রথমে আসিয়াছিল।

প্র। সেই কালাবধি হিন্দুস্থানের প্রাচীন ইতিহাস কি প্রকার?

উ। সেই কালাবধি ইংরাজ লোকদের রাজ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের প্রাচীন ইতিহাস যুদ্ধ, হত্যা, লুট, ইত্যাদিতে পরিপুর্ণ আছে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

রাজধানী, রাজার বাসস্থান।	অধিকার, বশীভূত।
	উদ্ভব, জন্ম।

৭ পাঠ।

তৈমুর বেগের হিন্দুস্থানে আগমনের বিষয়।

ইংরাজী ১৩৯৭ শকে তৈমুর বেগ, তাতার দেশীয় সৈন্য সঙ্গে করিয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার উপাধি, নাশক রাজচক্রবর্ত্তী।

দ্বিতীয় বৎসর ঐ রাজা দিল্লী সহর জয় করিয়া সেখানকার কতক লোককে নগর হইতে নিঃসারিত করিয়া কতক লোককে বধ করিল; এবং ঐ তৈমুর বেগের আজ্ঞানুসারে তাহার সৈন্যেরা দিল্লীর নিকটস্থ দুই লক্ষ লোকের মস্তক কাটিয়া রাশীকৃত করিল, এবং সৈন্যদ্বারা এক লক্ষ বন্দি লোককে দুই দণ্ডে বধ করিল। এই২ রূপ দৌরাত্ম্যপূর্ব্বক হিন্দুস্থানে ভ্রমণ করিয়া সকল শত্রুদিগকে জয় করিয়া, দেশ সকল উপদ্রবে ব্যাপ্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিল।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। তৈমুর বেগ কোন্ শকে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়াছিল?

উ। ইংরাজী ১৩৯৭ শকে তাতার দেশীয় সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়াছিল।

প্র। হিন্দুস্থানে প্রবেশের পর কত বৎসর বাদে দিল্লী জয় করিয়াছিল? এবং তথা কিং কর্ম্ম করিয়াছিল?

উ। তাহার দুই বৎসর পরে দিল্লী জয় করিয়া সেখানকার কতক লোককে দূর করিয়া কতককে বধ করিয়াছিল।

প্র। দিল্লীর নিকটস্থ লোকের উৎপাত করিয়াছিল কি না?

উ। দিল্লীর নিকটস্থ দুই লক্ষ লোকের মস্তক ছেদন করিয়া একত্র স্তুভ করিয়াছিল।

প্র। সে কেবল দিল্লী জয় করিয়াই কি স্বদেশে গেল?

উ। না; হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া সকল শত্রু জয় করিয়া স্বদেশে গিয়াছিল।

প্র। তৈমুর বেগের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত উপাধি কি হইয়াছিল?

উ। তাহার দুরাত্মতা হেতুক নাশক রাজ চক্রবর্ত্তী উপাধি হইয়াছিল।

কঠিন শব্দের অর্থ।

উপাধি, উপনাম, খেতাব।	দৌরাত্ম্য, দুরাত্মতা।
স্তুভ, রাশি।	নিঃসারিত, বাহির করণ।

৮ পাঠ।

বাবর ও আকবর বাদসাহের বিষয়।

তৃতীয় মহম্মদ আফ্গান বংশের শেষ রাজার মৃত্যু হইলে তৈমুর বেগের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র সুলতান বাবর ইংরাজী ১৫২৫ শকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া মোগল লোকদের প্রথমত রাজ্যারম্ভ করিল।

সুলতান বাবরের পৌত্র আকবর নামে এক জন ৫০ বৎসর পরে দিল্লীর রাজা হইয়া যথান্যায়ে রাজ্য করিয়া রাজ্যস্থ লোককে অতিশয় বশীভূত করিয়াছিল। এ ব্যক্তি বড় জ্ঞানী ও ন্যায়বান, ও সকল লোকদিগকে স্ব২ জ্ঞানানুসারে আরাধনা করিতে দিত। সেই কালে আবল ফাজেল নামে এক জন অতি জ্ঞানী, সে আইন আকবর নামে এক পুস্তকে হিন্দুস্থানের সকল বৃত্তান্ত সত্য লিখিয়াছিল।

পরে ১৫৭৬ শকে আকবরের সৈন্য বঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিল, তাহার চারি বৎসর পরে মোগল লোকদিগকে বঙ্গ দেশের সুবা করা গেল। অনন্তর আকবরের মৃত্যুর পূর্ব্বে কান্ধার, কাশ্মীর, গুজরাট, সিন্ধু, বঙ্গ, উড়িষ্যা, ইত্যাদি অনেক২ দেশ এক রাজ্যান্তঃপাতী হইয়াছিল।

প্র। সুলতান বাবর কোন্ শকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিল?

উ। সে ইংরাজী ১৫২৫ শকে, অর্থাৎ বাঙ্গলা ৯৩২ শকে, দিল্লীর বাদসাহ হইয়াছিল।

প্র। তাহার বংশ আর কেহ দিল্লীর রাজা হইয়াছিল কি না?

উ। বাবরের পৌত্র আকবর নামে এক জন ৫০ বৎসর পরে দিল্লীর রাজা হইয়াছিল।

প্র। সে কি রূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিল?

উ। সে যথার্থ বিচারে আপন রাজ্য আরও অধিক বশীভূত করিয়াছিল।

প্র। সে বঙ্গ দেশ অধিকার করিয়াছিল কি না?

উ। হাঁ, ১৫৭৬ শকে সৈন্যদ্বারা বঙ্গ দেশ অধিকার করিয়াছিল, তাহার চারি বৎসর পরে বঙ্গ দেশের সুবা মোগল লোকদিগকে করা গেল।

প্র। আকবরের মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন্২ দেশ জয় হইয়াছিল?

উ। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কান্ধার, কাশ্মীর, গুজরাট, সিন্ধু, বঙ্গ, উড়িষ্যা, ইত্যাদি দেশ জয় হইয়াছিল।

কঠিন শব্দের অর্থ।

যথান্যায়, যথার্থ ন্যায়।	আরাধনা, উপাসনা।
স্ব, আপন।	অন্তঃপাতী, মধ্যবর্ত্তী।

৯ পাঠ।

অওরংজেব বাদসাহের বিষয়।

ইংরাজী ১৬৫৮ শকে, অওরংজেব বাদসাহ হইয়া, সকল হিন্দুস্থান এক রাজ্যান্তঃপাতী করিয়া, সকলহইতে আপন মোগল জাতির রাজ্য অধিক করিল।

শাহজাহনের তৃতীয় পুত্র অওরংজেব বাদসাহ, সে অতি জ্ঞানবান্, কিন্তু বড় নির্দ্দয় ও অন্যায়ী। তাহার পিতা শাহ জাহন না মরিতে, তাহাকে সিংহাসনহইতে চ্যুত করিয়া ও আপন ভ্রাতাদিগকে কতক নষ্ট করিয়া ও কতক দেশহইতে দূর করিয়া, আপনি রাজ্যাভিষিক্ত হইল। পরে সে প্রায় ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১০০ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইংরাজী ১৭০৭ শকে মরিল। তাহার মরণ কালাবধি মোগল লোকের রাজ্য ক্রমে২ অদ্য পর্য্যন্ত হ্রাস পাইতেছে।

মোগল লোকদিগের রাজ্য সম্পূর্ণ ছিল না, কারণ রাজ্যের বিচারাদি না করিয়া ক্ষুদ্র২ রাজাদের স্থানে রাজ্যানুসারে কেবল কর লইত।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। মোগল লোকদের রাজ্যবৃদ্ধি কত দিন, ও কত কাল হিন্দুস্থান এক রাজ্যান্তঃপাতী হইয়াছিল?

উ। ইংরাজী ১৬৫৮ শকে অওরংজেব বাদসাহ সকল হিন্দুস্থান একত্র করিয়া, আপন মোগল জাতির রাজ্য বৃদ্ধি করিল।

প্র। অওরংজেব বাদসাহের শীল কি রূপ?

উ। সে বড় জ্ঞানী, কিন্তু নির্দয়; কেননা তাহার পিতাকে পদচ্যুত করিয়া ও কতক ভ্রাতাদিগকে নষ্ট করিয়া ও কতক দূর করিয়া, আপনি বাদসাহ হইল।

প্র। সে কত কাল রাজ্যশাসন করিল? ও কত বয়সে বা মরিল?

উ। সে ৫০ বৎসর রাজ্য করিয়া ১০০ বৎসর বয়সে মরিয়াছিল।

প্র। অওরংজেব মরিলে মোগল লোকদের রাজ্য কি রূপ হইল?

উ। ইনি মরিলে মোগলদিগের রাজ্য ক্রমে ২ হ্রাস পাইল।

প্র। তাহার রাজ্যশাসন কি রূপ ছিল?

উ। জয়লব্ধ দেশে তাহার রাজ্যশাসন সম্পূর্ণ ছিল না; কারণ আপনি বিচারাদি না করিয়া কেবল রাজাদিগের স্থানে কর লইত।

কঠিন শব্দের অর্থ।

অন্তঃপাতী, মধ্যবর্ত্তী।	অভিষিক্ত, অভিষেক প্রাপ্ত।
নির্দ্দয়, দয়া রহিত।	কর, খাজানা।

---

১০ পাঠ।

কুলীখান বিখ্যাত নাদর সাহ তাহার হিন্দুস্থানে আগমন বিষয়।

ইংরাজী ১৭৩৯ শকে পারস দেশের রাজা কুলীখান হিন্দুস্থানে আসিয়া দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ শাহকে জয় করিয়া মোগল লোকের রাজ্য প্রায় শেষ করিল।

নৈজম অল মল্লীক দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ শাহকে দূর করিয়া আপনি বাদসাহ হইতে বাঞ্ছা করিয়া, ঐ কুলীখানকে হিন্দুস্থানে আনিল। কুলীখান আসিয়া দুই লক্ষ হিন্দু মোছলমানকে বধ করিয়া এক শত পঁচাশী কোটি টাকা লইয়া, ও সিন্ধু নদীর পশ্চিমস্থ দেশ স্ববশীভূত করিয়া, মহম্মদ শাহকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, ইংরাজী ১৭৪১ শকে স্বদেশে গেল।

কোন সময়ে কুলীখান দিল্লীস্থ লোকের মেলা থামাইতে যত্ন করিতেছিল, তাহাতে এক ব্যক্তি তাহার উপরে পিস্তলের গোলী নিক্ষেপ করিয়া প্রায় মারিয়াছিল; ইহাতে কুলীখান অতি ক্রোধী হইয়া দিল্লীর সকল লোককে মারিতে আজ্ঞা দিল। তাহার সৈন্যেরা ঐ আজ্ঞানুসারে এক লক্ষের অধিক লোক বধ করিল, ও তাহাদিগের ধনাদি সকল লুট করিল।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। পারস দেশের বাদশাহ্ কুলীখান কত বৎসর হইল হিন্দুস্থানে আসিয়াছিল?

উ। সে ইংরাজী ১৭৩৯ শকে দিল্লী গিয়া তথাকার বাদশাহকে [illegible] করিয়াছিল।

প্র। কুলীখান আপনি আসিয়াছিল, কি কেহ তাহাকে আনিয়াছিল?

উ। নৈজম অল মল্লীক আপন প্রভু মহম্মদ শাহকে দূর করিয়া রাজ্যাভিলাষী হইয়া তাহাকে আনিয়াছিল।

প্র। সে আসিয়া কি করিল?

উ। কুলীখান হিন্দুস্থানে আসিয়া দুই লক্ষ লোক মারিয়া ১৮৫ কোটি টাকা লইয়া, ও সিন্ধু নদীর পশ্চিম দেশ লইয়া, ঐ পূর্ব্ব বাদসাহকে স্বপদে রাখিল।

প্র। কুলীখান দিল্লীতে রহিল, কি স্বদেশে গেল

উ। সে ইংরাজী ১৭৪১ শকে স্বদেশে গেল।

প্র। কুলীখান আর কি ২ কর্ম্ম করিয়াছিল?

উ। সে দিল্লীর মেলা বারণ করিবার কারণ আজ্ঞা দিলে এক জন পিস্তল দিয়া তাহাকে প্রায় বধ করিয়াছিল।

প্র। তাহাতে সে কি ব্যবহার করিল?

উ। তাহাতে কুলীখান অতি ক্রোধী হইয়া এক লক্ষের অধিক লোক মারিল, ও তাহাদিগের ধন লুট করিল।

কঠিন শব্দের অর্থ।

অভিলাষ, ইচ্ছা।	মেলা, লোক যাত্রা।
ক্রোধী, ক্রোধযুক্ত।	[illegible], বৎসর।

১১ পাঠ।

ইংরাজের এ দেশে আগমন বিষয়।

নাদির শাহের কালাবধি মোগলের রাজ্য হ্রাস হইলে, অনেক২ অন্তঃপাতি মোগলের নিয়োজিত রাজারা আপনাকে স্বাধীন জ্ঞান করিলেন; তাহাতেই বহুপ্রধানক রাজ্য হইলে ইংরাজেরা ক্রমে২ মোগল লোকদের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

প্রায় ৩৫০ বৎসর হইল অনেক ইউরপীয় লোক বানিজ্যার্থে হিন্দুস্থানে আসিতে আরম্ভ করিলেন; পোর্ত্তুগীরা প্রথম এ দেশে বাস করিলেন, পশ্চাৎ ওলন্দাজেরা আসিয়া পোর্ত্তুগীদের রাজ্য যুদ্ধদ্বারা প্রায় সকল আক্রমণ করিল। তদনন্তর ইংরাজ, ও ফরাসীস, ও দিনামার বাস করিয়া নানা প্রকার বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের বসতি হুগলীতে ছিল।

ইংরাজী ১৬১২ শকে সৌরাষ্ট্র দেশে, এবং ১৬২০ শকে মান্দরাজে, এবং ১৬৪০ শকে হুগলীতে, ইংরাজ লোকেরা প্রথম বাস করিলেন; কিন্তু ১৭৫৬ শক পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব হয় নাই।

প্র। ইংরাজেরা মোগল লোকের পদ কি রূপে পাইয়াছিলেন?

উ। নাদির শাহের কালাবধি মোগলের রাজ্য হ্রাস হইলে, অন্তঃপাতি রাজারা আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করিলে, রাজ্য বহুনায়ক হইয়াছিল; তাহাতে সাহেব লোকেরা ক্রমে ২ রাজ্য আক্রমণ করিলেন।

প্র। পোর্ত্তুগীরা কতদিন হইল প্রথম এ দেশে আইলেন?

উ। ৩৪৫ বৎসর হইল তাহারা প্রথম এ দেশে বাস করে।

প্র। ওলন্দাজেরা কতক দিন পরে এখানে আসিয়া কি ২ কর্ম্ম করিলেন?

উ। তাহারা এখানে আসিয়া পোর্ত্তুগীদের রাজ্য যুদ্ধ-দ্বারা প্রায় আক্রমণ করিয়াছিল।

প্র। তাহার পর কি হইয়াছিল?

উ। তাহার পর ইংরাজ ও দিনামার ও ফরাসীসেরা বাস করিয়া নানা প্রকার বাণিজ্য করিতে লাগিল।

প্র। তাহাদিগের বসতি কোন্ স্থানে ছিল?

উ। তাহাদিগের বসতি হুগলীতে ছিল।

প্র। ইংরাজেরা কোন্ বৎসর কোন্ স্থানে বাস করেন?

উ। ইংরাজী ১৬১২ শকে সৌরাষ্ট্র দেশে, ইং ১৬২০ শকে মান্দরাজে, ১৬৪০ শকে হুগলীতে প্রথম বসতি করেন; কিন্তু ইং ১৭৫৬ শক পর্য্যন্ত ইংরাজের রাজ্য ছিল না।

কঠিন শব্দের অর্থ।

নিযোজিত, যাহাকে নিযোগ করা গিয়াছে।
বাণিজ্যার্থ, বাণিজ্যেরকারণ।
বসতি, বাস।
বহুপ্রধানক, যাহাতে অনেক কর্ত্তা।

---

১২ পাঠ।

ইংরাজের রাজ্যের বিষয়।

বঙ্গ দেশ, উড়িষ্যার এক ভাগ, বেহার, কাশী, ও এলাহাবাদ হইতে রাজপুথানা পর্য্যন্ত অনেক২ সুবা কলিকাতা রাজধানীর অধীন। পশ্চিমে গুজ্জরাট দেশের কোন২ ভাগ, ও পুনা ও কঙ্ক দেশ, বোম্বাইয়ের রাজধানীর অন্তর্গত, ও দক্ষিণে কর্ণাট, তৈলঙ্গ, মালেয়ালমা, ইত্যাদি মান্দরাজের রাজধানীর অধীন হয়।

ইংরাজদের অধিকার জয় ও সন্ধিদ্বারা ক্রমে২ হয়। তাহার বিবরণ এই; ১৭৫৬ শকে মুরশিদাবাদের নবাব সিরাজুদ্দৌলার দ্বারা হিন্দু রাজারা দুর্দশাপন্ন হইয়া ইংরাজদিগকে তাহার অধিকার লইতে কহি-

লেন। তদনুসারে সৈন্যদ্বারা নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে জয় করিয়া বঙ্গ দেশ, ও উড়িষ্যার এক ভাগ, বেহার, এই তিন দেশের দেওয়ানী শাহা আলম বাদশাহহইতে ইংরাজেরা পাইলেন।

১৭৫৫ শকে অযোধ্যার নবাব আসফদ্দৌলার সহিত সন্ধি করিয়া কাশী জেলা পাইয়াছিলেন।

১৭৯২ ও ১৭৯৯ শকে টিপুশাহকে দুই বার জয় করিয়া কর্ণাটের অনেক রাজ্য পাইলেন।

১৮০১—১৮০৪ শকে অযোধ্যার নবাবের সহিত ও মারহাট্টার সহিত সন্ধিদ্বারা এলাহাবাদ, আগরা, রোহেলখণ্ড, এই তিন সুবা পাইয়াছিলেন।

১৮০২—১৮০৫ শকে সৌরাষ্ট্র বারুচ ইত্যাদি দেশ গৈকাউর রাজা আনন্দ রায়ের সহিত সন্ধিদ্বারা পাইয়াছিলেন।

সেই কালাবধি তাঁহারা নিষ্প্রয়োজনে যুদ্ধ না করিয়া কেবল আপন অধিকার নির্ব্বিরোধে স্থির রাখিবার কারণ, ১৮২৪ শকে ব্রহ্মা দেশের কএক ভাগ, এবং ১৮৪৩ শকে সিন্ধু দেশ আপনাদের হস্তগত করিয়াছেন; এবং অন্য অনেক২ রাজার সহিত সন্ধিদ্বারা তাহাদিগের দেশ পালন করিতেছেন।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। কলিকাতা রাজধানীর অধীন কোন্২ সুবা?

উ। বঙ্গ দেশ, উড়িষ্যার এক ভাগ, বেহার, কাশী,

ও এলাহাবাদ হইতে রাজপুথানা পর্য্যন্ত অনেক সুবা কলিকাতা রাজধানীর অধীন।

পু। বোম্বাই রাজধানীর কোন্২ স্থান?

উ। পশ্চিমে গুজ্জরাট দেশের কোন২ ভাগ, ও পুনা, ও কঙ্ক দেশ বোম্বাই রাজধানীর অন্তর্গত।

প্র। মান্দরাজের অন্তর্গত কোন্২ সুবা?

উ। দক্ষিণে কর্ণাট, তৈলঙ্গ, মালেয়ালমা, ইত্যাদি দেশ মান্দরাজ রাজধানীর অন্তর্গত।

প্র। ইংরাজের রাজত্ব হওনের বৃত্তান্ত কি?

উ। ১৭৫৬ শকে মুরসিদাবাদের নবাব সিরাজুদ্দৌলার দ্বারা হিন্দু রাজারা দুর্দশাপন্ন হইয়া নবাবের রাজ্য লইতে ইংরাজদিগকে কহিলেন; ইংরাজেরা তদনুসারে বঙ্গ দেশ, উড়িষ্যার এক ভাগ, বেহার, এই তিন রাজ্য সিরাজুদ্দৌলাকে যুদ্ধে জয় করিয়া লইলেন।

প্র। কাশী জেলা কত দিন লইয়াছিলেন?

উ। ১৭৫৫ শকে অযোধ্যার নবাব আসফদ্দৌলার সহিত সন্ধি করিয়া কাশী জেলা পাইলেন।

প্র। টিপু শাহকে কোন্২ শকে জয় করিয়াছিলেন?

উ। ১৭৯২ ও ১৭৯৯ শকে টিপু শাহকে দুই বার জয় করিয়া কর্ণাটের অনেক রাজ্য পাইলেন।

প্র। এলাহাবাদ, আগরা, রোহেলখণ্ড, কি রূপে কোন শকে পাইলেন?

উ। ১৮০১—১৮০৪ শকে অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি করিয়া পাইলেন।

প্র। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও বারুচ ইত্যাদি দেশ কি রূপে পাইলেন?

উ। গৈকাউর রাজা আনন্দ রায়ের সহিত সন্ধিদ্বারা এ সকল দেশ ১৮০২—১৮০৫ শকে অধিকার করিয়াছিলেন।

প্র। তদবধি ইংরাজেরা কি আর কোন রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন?

উ। হাঁ; তাঁহারা আপন রাজ্য রক্ষার্থে ১৮২৩ ও ১৮২৪ শকে ব্রহ্মা দেশ আক্রমণ করিয়া সেই রাজ্যের সমুদ্রের নিকটবর্ত্তি কএক ভাগ অধিকার করিয়াছেন; এবং ১৮৪৩ শকে সিন্ধু নদীর তীরস্থ সিন্ধু দেশ আপনাদের হস্তগত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল আপন রাজ্য সুন্দররূপে শাসন করিতে সচেষ্ট হইয়া নিষ্প্রয়োজনে অন্য রাজ্য আক্রমণ করেন না।

কঠিন শব্দের অর্থ।

অধীন, বশ।
অন্তর্গত, মধ্যবর্ত্তী।
দুর্দশাপন্ন, দুঃখপ্রাপ্ত।
জয়, জেতা।

ভূগোল বৃত্তান্ত।

পঞ্চম ভাগ।

১ পাঠ।

মোগলের নির্দ্দিষ্ট করা বঙ্গ দেশের সীমার বিষয়।

বঙ্গ দেশের উত্তর সীমা নেপাল ও ভোট, ও দক্ষিণ সীমা বাঙ্গালার অখাত; পূর্ব্ব সীমা আসাম ও ব্রহ্মা দেশের রাজার অধিকার পর্য্যন্ত; ও পশ্চিম সীমা বেহার ও উড়িষ্যা।

মেদিনীপুর ও কটক এই দুই জেলা যদি বঙ্গ দেশের মধ্যে ধরা যায়, তবে মধ্য গণনাতে তাহার দৈর্ঘ্য উত্তর-হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত ৩০০ ক্রোশ হয়; পূর্ব্বহইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত মধ্য গণনায় তাহার প্রস্থ ২৬০ ক্রোশ। তাহার দূর কোণা ধরিয়া পরিমাণ করিলে, রেখা-ভূমিহইতে উত্তরে ২০ অংশাবধি ২৭ অংশ পর্য্যন্ত তাহার দৈর্ঘ্য হয়, ও লণ্ডন নগরহইতে ৮০ অংশাবধি ৯২ অংশ পর্য্যন্ত তাহার প্রস্থ; অর্থাৎ বঙ্গ দেশ ৭ অংশ প্রস্থ, ৭ অংশ দীর্ঘ।

বঙ্গ দেশের প্রধান দ্রব্য চালু, চিনি, তামাকু, রেসম, তুলা, নীল, আফিম, সোরা, ও নানা প্রকার কাপড়, এই সকল অন্য২ দেশে পাঠান যায়।

বঙ্গ দেশের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, গঙ্গা, কুশী, দামোদর, ইহা ভিন্ন আর অনেক২ কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র নদী আছে।

বঙ্গ দেশের মধ্যে তিন কোটি লোক গণিত আছে; তাহার মধ্যে হিন্দু ৸৵ আনা, মোছলমান ৶ আনা; ইহার মধ্যে পূর্ব্ব দেশে মোছলমান কিছু অধিক।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। বঙ্গ দেশের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তর সীমা নেপাল ও ভোট, ও দক্ষিণ সীমা বাঙ্গালার অখাত।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কি পর্য্যন্ত?

উ। আসাম ও ব্রহ্মার রাজ্য তাহার পূর্ব্ব সীমা, এবং বেহার ও উড়িষ্যা তাহার পশ্চিম সীমা।

প্র। বঙ্গ দেশের দৈর্ঘ্য কত বড়?

উ। মেদিনীপুর ও কটক, এই দুই জেলা যদি বঙ্গের মধ্যে গণা যায়, তবে মধ্য গণনায় উত্তরহইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত ৩০০ ক্রোশ তাহার দৈর্ঘ্য।

প্র। বঙ্গ দেশের প্রস্থ কত?

উ। পূর্ব্বহইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত তাহার প্রস্থ ২৬০ ক্রোশ হয়।

প্র। বঙ্গ দেশের কোণাকুণি মাপিলে কত দৈর্ঘ্য হয়?

উ। তাহা কোণাকুণি মাপিলে রেখা ভূমিহইতে উত্তরে ২০ অংশাবধি ২৭ অংশ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য হয়।

প্র। সমুদয় বঙ্গ দেশের দৈর্ঘ্য প্রস্থের কি পরিমাণ?

উ। বঙ্গ দেশ ৭ অংশ দীর্ঘ, ৭ অংশ প্রস্থ।

প্র। সেখানকার প্রধান দ্রব্য কি?

উ। সেখানে চালু, চিনি, রেসম, তুলা, আফিম, সোরা, নীল, ও উত্তম বস্ত্র জন্মে।

প্র। বঙ্গ দেশের প্রধান নদী কি?

উ। তাহাতে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, গঙ্গা, কুশী, দামোদর, ইত্যাদি প্রধান নদী আছে।

প্র। বঙ্গ দেশে কত মনুষ্য? ও তাহার কত হিন্দু কত মোছলমান?

উ। সেখানে তিন কোটি লোক আছে; তাহার ৸৶ আনা হিন্দু, ৶ আনা যবন।

---

২ পাঠ।

বঙ্গ দেশের বিভাগ বিষয়।

বাঙ্গালাতে সূক্ষ্ম বিচার নিমিত্ত কলিকাতা, ঢাকা, মুরসিদাবাদ, এই তিন স্থানে তিন কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে কলিকাতা কোর্টের অন্তর্গত ৯ জেলা, ঢাকার অন্তঃপাতী ৬ জেলা, মুরসিদাবাদের অন্তর্গত ৬ জেলা।

কলিকাতা কোর্টের মধ্যে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বের ৫৫ গ্রাম অর্থাৎ হওয়ালী সহর এক জেলা, দ্বিতীয় চব্বিশ পরগণা, তৃতীয় যশোহর, চতুর্থ হুগলী, পঞ্চম নদিয়া, ষষ্ঠ বর্দ্ধমান, সপ্তম জঙ্গল মহল, অষ্টম মেদিনীপুর, নবম কটক, এই নয় জেলা হয়; কিন্তু মেদিনীপুর ও কটক পূর্ব্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল।

এই নয় জেলা বিনা অন্য ইউরপীয় লোকদিগের দুই বাণিজ্য স্থান আছে, অর্থাৎ দিনামারদিগের শ্রীরামপুর, ও ফরাসীসদের চন্দননগর।

এই সকল জেলার ও বাণিজ্য স্থানের বিবরণ, অর্থাৎ তাহার সীমা, ও পরিমাণ, ও লোকসংখ্যা, ও প্রধানোৎপত্তি, ও নদী, ও নগর, এ সকল পরে লিখিব।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। বাঙ্গালার সূক্ষ্ম বিচারের নিমিত্তে কত কোর্ট আছে? ও সে সকলের নাম কি?

উ। সেখানে তিন কোর্ট আছে, এবং তাহাদিগের নাম কলিকাতা, ঢাকা, মুরসিদাবাদ।

প্র। এই প্রত্যেক কোর্টের অন্তর্গত কত জেলা?

উ। কলিকাতায় ৯ জেলা, ঢাকায় ৬ জেলা, মুরসিদাবাদে ৬ জেলা।

প্র। কলিকাতার মধ্যবর্ত্তি জেলার কি২ নাম?

উ। কলিকাতার মধ্যে ১ হওয়ালী, ২ চব্বিশ পরগণা, ৩ যশোহর, ৪ হুগলী, ৫ নবদ্বীপ, ৬ বর্দ্ধমান, ৭ জঙ্গল মহল, ৮ মেদিনীপুর, ৯ কটক, এই নয় জেলা।

প্র। এই ৯ জেলা বিনা অন্য ইউরপীয়দিগের আর কোন স্থান আছে কি না?

উ। ইহা ব্যতিরিক্ত দিনামারদিগের শ্রীরামপুর ও ফরাসীসদিগের চন্দননগর; ইউরপীয় লোকদিগের এই দুই বাণিজ্য স্থান আছে।

কঠিন্ শব্দের অর্থ।

প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা।	প্রত্যেক, এক এক।
বাণিজ্য, ব্যবসায়।	অন্তর্গত, মধ্যে।

---

৩ পাঠ।

পঞ্চান্ন গ্রাম জেলার বিষয়।

এই জেলায় চিতপুর, মাণিকতলা, তাজহাট, নওয়াজারি, শালিকা, এই ৫ থানা আছে; তাহার নাম হাওয়ালী সহর, অর্থাৎ কলিকাতার চারিদিক বেষ্টিয়া এই জেলার সীমা।

১০০ বৎসরের পূর্ব্বে কলিকাতা অতি ক্ষুদ্র নগর ছিল; এখন প্রধান রাজধানী ও বাণিজ্যস্থান প্রযুক্ত অতি বৃহৎ হইয়াছে। তাহার পার্শ্ববর্ত্তি হাওয়ালী সহরে ৫৭২২৫ ঘর, এবং ২৮৬১২৫ লোক, ইংরাজি ১৮০২ শকে গণা গিয়াছে; আর কলিকাতা সহরে ৬ লক্ষ মনুষ্য; সকলে প্রায় ৯ লক্ষ লোক গণিত হইয়াছিল।

এই সহরে স্কুলবুক এবং স্কুল সোসাইটি দুই সমাজ আছে; তাহার অধ্যক্ষ অর্দ্ধেক ইংরাজ ও অর্দ্ধেক এতদ্দেশীয়। স্কুলবুক সোসাইটির সম্পাদকেরা পুস্তকের দ্বারা, ও স্কুল সোসাইটির অধ্যক্ষেরা পাঠশালার দ্বারা, সকল জাতির জ্ঞানোদয় করাইতেছেন।

কলিকাতার বাণিজ্য ইংলণ্ড, ও উত্তর আমেরিকা, বোম্বাই, চীন, ইত্যাদি দেশহইতে হয়। এক বৎসর হইল গণা গিয়াছে, যে এক বর্ষের মধ্যে জাহাজী আমদানী ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা; সেই বৎসর জাহাজ রপ্তানী ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা; তদ্ভিন্ন পশ্চিম আমদানী রপ্তানী ১ কোটি ৪ লক্ষ; সকল শুদ্ধা আমদানী রপ্তানী উভয়েতে ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা হয়।

রাজ্যের প্রধান বিচারস্থান সুপ্রীম কোর্ট; তাহাতে চিফ্ যস্তিস্, অর্থাৎ এক জন প্রধান, এবং অন্য দুই জন বিচারকর্ত্তা বিলাতের শ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞাতে পদপ্রাপ্ত হয়েন; আর ২ বিচারকেরা কোম্পানিহইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। এই পঞ্চান্ন গ্রাম জেলায় কত থানা, ও জেলার নাম কি?

উ। ইহাতে চারি থানা, ও জেলার নাম হাওয়ালী সহর।

প্র। কলিকাতা কত বৎসর বড় সহর হইয়াছে, ও তাহাতে কত লোক?

উ। ১০০ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বৃহৎ হইয়াছে; ও তাহাতে ৯ লক্ষ লোক গণা গিয়াছে।

প্র। বালক শিক্ষার্থে সেখানে কি উপায় আছে?

উ। সেখানে স্কুলবুক এবং স্কুল সোসাইটি নামে যে দুই সমাজ আছে, তদ্দ্বারা এবং অন্য২ সোসাইটিদ্বারা সকল জাতির বালকেরই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে।

প্র। কলিকাতার বাণিজ্যস্থান কোন্২ দেশ?

উ। তাহার বাণিজ্য চীন, ইংলণ্ড, উত্তর আমেরিকা, বোম্বাই, ইত্যাদি দেশে হয়।

প্র। কলিকাতার জাহাজ আমদানী রপ্তানীতে কত টাকা গতায়াত করে?

উ। কলিকাতার জাহাজ আমদানী রপ্তানীতে ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা গতায়াত করে।

প্র। রাজ্যের প্রধান বিচারস্থান কোথা, ও তাহার বিচারকর্ত্তা বা কে২?

উ। রাজ্যের প্রধান বিচারস্থান সুপ্রীম কোর্ট, ও তাহার প্রধান বিচারক চিফ্ যস্তিস্।

প্র। চিফ্ যস্তিস্ কি শ্রীযুত কোম্পানিহইতে পদপ্রাপ্ত, কি বিলাতের শ্রীমতী মহারাণীহইতে?

উ। চিফ্ যস্তিস্ কোম্পানিহইতে পদ প্রাপ্ত নহেন, কিন্তু বিলাতের শ্রীমতী মহারাণীহইতে এ পদ পাইয়া থাকেন।

কঠিন শব্দের অর্থ।

পার্শ্ববর্ত্তী, যে পার্শ্বে থাকে। | সম্পাদক, সমাপনকর্ত্তা।
বর্ষ, বৎসর। | গতায়াত, গমনাগমন।

৪ পাঠ।

চব্বিশ পরগণার বিষয়।

এই জেলার উত্তর সীমা যমুনার খাল, ও দক্ষিণ সীমা সুন্দরবন দিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত; তাহার পশ্চিম সীমা ভাগীরথী নদী, ও তাহার পূর্ব্ব সীমা সুন্দরবন।

এই জেলার দৈর্ঘ্য উত্তরহইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত ১০০ ক্রোশ, এবং তাহার প্রস্থ পূর্ব্বহইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ৬০ ক্রোশ।

অনুমান হয় যে এই জেলাতে বার লক্ষ লোক আছে; তাহাদের মধ্যে ৸০ আনা হিন্দু লোক,।০ আনা মোছলমান; এবং অনেক সাহেব লোকের বসতিও ইহাতে আছে।

এই জেলার জজ্ ও কালেক্‌টরের কাছারী আলীপুরে হয়, সে হাওয়ালী সহরের মধ্যে।

ইহাতে প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য শস্য, ও তরকারী, ও নীল; ও এই জেলা সমুদ্রের সন্নিহিত প্রযুক্ত তাহাতে অধিক লবণোৎপন্ন হয়।

ভাগীরথী ও রায়মঙ্গল নদী বিনা জেলার দক্ষিণে অনেক খাল আছে; সে সকল খাল সুন্দরবন দিয়া সমুদ্রে যায়। তাহা ব্যতিরিক্ত কলিকাতা সহরের নিকট কাটিগঙ্গা নামে আর এক খাল আছে, যাহার দ্বারা

ঢাকা জেলা ও কলিকাতা এই উভয়ের মিলন হয়; এই খাল দিয়া জালানি কাষ্ঠ, ও চূণ, ও ঢাকাই বস্ত্র এখানে আসিয়া অনেক বাণিজ্য হয়।

এই জেলার প্রধান নগরের মধ্যে দমদমা ও চানক সৈন্যস্থান; আর বরাহনগর, ও নবাবগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, কলাগাছী, এ সকল প্রধান বাণিজ্য স্থান।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। চব্বিশ পরগণার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তর সীমা যমুনার খাল, ও দক্ষিণ সীমা সমুদ্র।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কত দূর?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা সুন্দরবন, ও পশ্চিম সীমা গঙ্গা।

প্র। এই জেলায় কত লোক অনুমান হয়? ও তাহার মধ্যে হিন্দু ও মোছলমান কত?

উ। সেখানে অনুমান ১২ লক্ষ লোক; ও তাহার ৸০ আনা হিন্দু, ।০ আনা যবন; এবং তাহাতে অনেক সাহেব লোকের বাস।

প্র। এই জেলার কাছারী কোন্ স্থানে?

উ। তাহার কাছারী আলীপুর।

প্র। এই জেলায় কি২ দ্রব্য অধিক জন্মে।

উ। শস্য, তরকারী, নীল, ও সমুদ্র সন্নিধান প্রযুক্ত লবণও অধিক জন্মে।

প্র। সেখানকার নদী ও খাল কি২ আছে?

উ। যেখানে গঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদী বিনা জেলার দক্ষিণে অনেক খাল আছে; সে সকল খাল সুন্দরবন দিয়া সমুদ্রে যায়। এবং কলিকাতার নিকট কাটিগঙ্গা নামে এক খাল আছে, তদ্দ্বারা ঢাকা ও কলিকাতা এই দুই সহরের মিলন, ও তাহা দিয়া জালানি কাষ্ঠ ও চূণ ইত্যাদি আইসে।

প্র। চব্বিশ পরগণার প্রধান বাণিজ্য স্থান কি২।

উ। বরাহনগর, নবাবগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, কলাগাছী, ইত্যাদি।

কঠিন শব্দের অর্থ।

উভয়, দুই।	সৈন্য, ফৌজ।
সন্নিহিত, নিকটবর্ত্তী।	সন্নিধান, নিকট।

---

৫ পাঠ।

যশোহর দেশের বিবরণ।

যশোহর জেলার উত্তর সীমা পদ্মাবতী নদী, সাহেবেরা যাহাকে গঙ্গা বলেন; দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, পশ্চিম সীমা কৃষ্ণনগর ও হুগলী জেলা, পূর্ব্ব সীমা ঢাকা জালালপুর ও বাকরগঞ্জ।

ঐ জেলার মধ্যে ভূষণা, মহম্মদপুর, নলডাঙ্গা, মুড়লী, মৃজানগর, গোপালগঞ্জ, খুলনিয়া, এই২ প্রধান নগর আছে, তাহা প্রায় সকল যশোহরের উত্তর ভাগে;

কারণ তাহার দক্ষিণ ভাগে সুন্দরবন, তাহা সমুদ্রের খালের দ্বারা প্রায় আর্দ্র দ্বীপের ন্যায়, ও বন্যেতে পরিপূর্ণ। সেখানে কেবল মলঙ্গীলোক থাকে। যদি সেখানে লোক বসতি করিয়া কৃষি কর্ম্ম করিত, তবে নানাবিধ শস্যোৎপত্তি হইত; কেননা সে ভূমি বড় উর্ব্বরা। সে জেলাতে ধান্য, নারিকেল, পাটী, কাপড়, গব্য, ইহা সুন্দর রূপে জন্মে।

আর ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার, মধুমতী, এই ২ নদী সেখানে প্রধান।

চল্লিশ বৎসর হইল বড় সাহেবের আজ্ঞানুসারে এই জেলাতে বার লক্ষ লোক গণিত হইয়াছিল; তাহাতে এই নিশ্চয় হইয়াছিল, যে তাহার ষোল আনা লোকের মধ্যে নয় আনা যবন, সাত আনা হিন্দু।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। যশোহর জেলার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোথায়?

উ। তাহার উত্তর সীমা পদ্মাবতী নদী, ও দক্ষিণ সীমা সমুদ্র।

প্র। যশোহরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কত দূর?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা ঢাকা জালালপুর ও বাকরগঞ্জ, ও পশ্চিম সীমা কৃষ্ণনগর ও হুগলী।

প্র। যশোহরের মধ্যে প্রধান স্থান কি২?

উ। তাহার মধ্যে ভূষণা, মহম্মদপুর, নলডাঙ্গা, যশোহর, অর্থাৎ মুড়লী, গোপালগঞ্জ, খুলনিয়া, এই ২ প্রধান স্থান আছে।

প্র। এসকল স্থান যশোহর জেলার কোন্ দিকে?

উ। এই সকল স্থান প্রায় তাহার উত্তর।

প্র। ইহার দক্ষিণে কোন প্রসিদ্ধ স্থান নাই কেন?

উ। ইহার দক্ষিণ সমুদ্রের খালের দ্বারা আর্দ্র দ্বীপের ন্যায়, ও অরণ্যেতে পরিপূর্ণ; এই কারণ মলঙ্গীলোক বিনা ভদ্র লোকের বসতি নাই।

প্র। যশোহরে হিন্দু ও মোছলমান কত?

উ। সেখানে নয় আনা যবন, সাত আনা হিন্দু।

প্র। এই জেলায় উত্তম দ্রব্য কি২ উৎপন্ন হয়? ও ইহাতে কি২ প্রধান নদী আছে?

উ। এখানে ধান্য, নারিকেল, পাটী, কাপড়, গব্য, এই২ দ্রব্য উত্তম হয়; ও ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা, মধুমতী, কুমার, এই২ নদী প্রধান।

কঠিন শব্দের অর্থ।

আর্দ্র, ভিজা।
উর্ব্বরা, যাহাতে সকল শস্য জন্মায়।
মলঙ্গী, যাহারা লবণ করে।
গব্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ইত্যাদি।

---

৬ পাঠ।

হুগলী জেলার বিষয়।

হুগলী জেলা গঙ্গার দুই দিকে; তাহার উত্তর সীমা বৰ্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগর জেলা, দক্ষিণ

সীমা সমুদ্র, পূর্ব্ব সীমা যশোহর জেলা, পশ্চিম সীমা মেদিনীপুর।

এই জেলাতে প্রায় এক লক্ষ লোক আছে, তাহার তিন ভাগ হিন্দু, এক ভাগ যবন; এবং তথা বৎসর ২ বন্যা আইসে, এ কারণ ধান্য অধিক জন্মে; আর হিজলী ও তমোলোকেই লবণোৎপন্ন হয়।

হুগলী সহর গঙ্গার পশ্চিম তীরে, ও সেই তীরে শ্রীরামপুর, ও চন্দননগর, এই দুই স্থানে ইংরাজ ব্যতিরিক্ত অন্য দুই প্রকার ইউরপীয় লোকের বাস স্থান; তাহার বৃত্তান্ত পশ্চাৎ লিখিব। ঐ তিন সহর বিনা চুঁচুড়া, কুলপী, খিজরী, তমোলোক, চন্দ্রকোণা, ইত্যাদি হুগলীর প্রধান নগর।

যখন বঙ্গদেশ যবনদের অধিকার ছিল, তখন পোর্ত্তুগী, ইংরাজ, ফরাসীস, দেন্মার্ক, হলাণ্ডীয়, ইত্যাদি অনেক জাতি বাণিজ্যার্থে ঐ হুগলী সহর পাইয়াছিলেন। প্রায় ২০০ বৎসর হইল পোর্ত্তুগী ও নবাবি লোক উভয়ের বিরোধ হইয়া, নবাবী সৈন্যদ্বারা পোর্ত্তুগীরা পরাজিত হইয়া আপনাদিগের অনেক জাহাজ ত্যাগ করিয়া কেবল তিন জাহাজ লইয়া কতক লোক পলাইল। যাহারা পলায়নে অসমর্থ, তাহারা শত্রুহস্তে পতন ভয়ে ২০০০ লোক ও অনেক ধনপূর্ণ এক জাহাজ আপনারা বারুদ দিয়া দগ্ধ করিয়া সকল লোক ও ধন নষ্ট করি[illegible]।

প্র। হুগলী জেলা গঙ্গার কোন্ দিগে? ও তাহার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। হুগলী গঙ্গার উভয় তীরে, ও তাহার উত্তর সীমা বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগর জেলা, দক্ষিণ সীমা সমুদ্র।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা জেলা যশোহর, পশ্চিম সীমা মেদিনীপুর।

প্র। এই জেলাতে কত লোক? ও তাঁহার কত হিন্দু, কত বা যবন?

উ। সে খানে এক লক্ষ লোক; তাহার তিন ভাগ হিন্দু, এক ভাগ যবন।

প্র। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি?

উ। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য ধান্য ও লবণ; কিন্তু লবণ কেবল হিজলী ও তমোলোকে প্রস্তুত হয়।

প্র। সেখানকার প্রধান নগর কি২?

উ। শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, হুগলী, কুলপী, খিজরী, তমোলোক, চন্দ্রকোণা, ইত্যাদি সেখানকার প্রধান নগর।

প্র। সকল ইউরপায়েরা বাণিজ্যার্থে স্থান কাহা- হইতে পাইয়াছিলেন? ও পোর্ত্তুগী লোকেরা [illegible] আপনারা দগ্ধ হইল?

উ। যখন যবনেরা রাজ্যাধিকারী ছি[illegible] তাহাদিগহইতে অনেক প্রকার ইউরপীয়েরা [illegible]

কিঞ্চিৎ ২ স্থান পাইয়াছিলেন; পরে পোর্ত্তুগী লোকের সহিত নবাবের ঐক্য না থাকাতে কতক পলাইল ও কতক দগ্ধ হইয়া মরিল।

কঠিন শব্দের অর্থ।

তীর, কিনারা।	পলায়ন, পলাইয়া যাওন।
শত্রু, অরি।	দগ্ধ, পোড়া।

---

৭ পাঠ।

নবদ্বীপ জেলার বিষয়।

নদিয়া জেলার উত্তর সীমা রাজশাহী, দক্ষিণ সীমা জেলা হুগলী ও সুন্দরবন, পূর্ব্ব সীমা জেলা যশোহর, ও পশ্চিম সীমা জেলা বর্দ্ধমান।

এই জেলাতে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ লোক আছে; তাহার মধ্যে চতুর্থ ভাগ মোছলমান, আর তিন ভাগ হিন্দু।

এই জেলার ভূমি বড় উচ্চ, এই প্রযুক্ত সেখানে গব্য, কলাই, কোষ্টা, শন, তামাকু, চিনি, আউচ, পিপ্পল, তৈল, উত্তম আম্র, ইত্যাদি অনেক শস্যোৎপত্তি হয়, কিন্তু ধান্য অল্প জম্মে; আর সেই জেলায় অনেক গুণবান্ শূল্পকার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিবাস।

কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলা, রানাঘাট, চাক-

দহ, সুখসাগর, শিবনিবাস, ইত্যাদি তুল্য গ্রাম সকল তা-হার মধ্যে প্রধান, এবং জেলার বিচারস্থান কৃষ্ণনগর।

নবদ্বীপের নিকট পূর্ব্বে বঙ্গ দেশের রাজধানী ছিল; কিন্তু ইংরাজী ১২০৪ শকে কুটবদ্দীন নবাবের সময় মোছলমান লোক বঙ্গ দেশ জয় করিয়া গৌড় সহরে বঙ্গ দেশের রাজধানী স্থির করিল। সেই কালাবধি ক্রমে২ নবদ্বীপ ক্ষুদ্র হইয়াছে।

এই জেলাতে পলাসী নগর, যেখানে প্রায় ৯০ বৎসর হইল ইংরাজ লোক নবাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। নদিয়া জেলার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তর সীমা রাজশাহী, ও দক্ষিণ সীমা জেলা হুগ্‌লী।

প্র। ঐ জেলার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কত দূর?

উ। নদিয়ার পূর্ব্ব সীমা যশোহর, ও পশ্চিম সীমা জেলা বর্দ্ধমান।

প্র। সেখানে কত লোক? ও তাহার মধ্যে কোন্ জাতি কত?

উ। সেখানে প্রায় সাত লক্ষ লোক, তা[illegible] আনা যবন, আর ৸০ আনা হিন্দু।

প্র। সেখানকার ভূমি কেমন? ও তাহাকে কি[illegible]

উ। তথাকার ভূমি বড় উচ্চ প্রযুক্ত [illegible]

খোস্টা, শন, তামাকু, চিনি, আউচ, পিপ্পল, তৈল, উত্তম আম্র, ইত্যাদি দ্রব্যোৎপন্ন হয়, কিন্তু ধান্য অল্প হয়।

প্র। তথাকার প্রধান নগর কি২?

উ। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলা, রানাঘাট, চাকদহ, সুখসাগর, শিবনিবাস, ইত্যাদি নগর নদিয়ার প্রধান, ও তাহার বিচারস্থান কৃষ্ণনগর।

প্র। নবদ্বীপের রাজধানী পূর্ব্বে কোথা ছিল? ও কত বৎসর কে তাহার অন্যথা করিয়াছে?

উ। তাহার রাজধানী পূর্ব্বে নবদ্বীপের নিকট ছিল; পরে ইংরাজী ১২০৪ শকে নবাব কুটবদ্দীনের সময় মোছলমানেরা বঙ্গ দেশ অধিকার করিলে গৌড় সহরে রাজধানী হইল।

কঠিন শব্দের অর্থ।

নিবাস, বাসস্থান। | অন্যথা, উল্টা।
তুল্য, সমান। | দূর, তফাত।

---

৮ পাঠ।

বর্দ্ধমান জেলার বিষয়।

এই জেলার উত্তর সীমা বীরভূমি ও রাজশাহী, দক্ষিণ সীমা মেদিনীপুর ও হুগলী, পূর্ব্ব সীমা গঙ্গা, পশ্চিম সীমাও মেদিনীপুর।

বর্দ্ধমান জেলা লোকে সম্পুর্ণ; তাহার তের ভাগ হিন্দু, তিন ভাগ মোছলমান্; তাহাতে অনুমান ২০ লক্ষ লোক আছে।

এই জেলার ভূমি বড় উর্ব্বরা, ও তথাকার লোক অতিশয় সুখী, এ কারণ সেখানে তুলা, রেসম, নীল, ও শস্য অধিক জন্মে।

তাহার প্রধান নগর বর্দ্ধমানের রাজধানী, যাহাতে পঞ্চাশ সহস্র লোক, ও কাঞ্চননগর, কাটুয়া, অম্বিকা, গুপ্তিপাড়া, ক্ষীরপায়ী, ইত্যাদি; এবং শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা পরহিতার্থে সেখানে প্রধান২ পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

তাহার প্রধান নদী গঙ্গা ও দামোদর; এই দামোদরের পূর্ব্বে দুই ধারা ছিল, এক ধারা চারি অংশ, অন্য ধারা বার অংশ; প্রায় ৮০ বৎসর হইল তাহার ব্যুৎক্রম হইয়াছে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ধারা বৃহৎ, বৃহৎ ধারা ক্ষুদ্র হইয়াছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। বর্দ্ধমানের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তর সীমা বীরভূমি, দক্ষিণ সীমা মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কত দূর?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা গঙ্গা, ও পশ্চিম সীমা মেদিনীপুর।

প্র। বর্দ্ধমানে কত লোক, ও কোন্ জাতি কত?

উ। তাহার মধ্যে ২০ লক্ষ লোক, এবং তাহার তের ভাগ হিন্দু, তিন ভাগ যবন।

প্র। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি২?

উ। তথাকার লোক অতিশ্রমী ও ভূমি উর্ব্বরা, এ কারণ তুলা, রেসম, চিনি, নীল, শস্য ইত্যাদি অধিক জন্মে।

প্র। বর্দ্ধমানের প্রধান নগর কি ২?

উ। বর্দ্ধমানের রাজধানী কাঞ্চননগর, অম্বিকা, গুপ্তিপাড়া, ক্ষীরপায়ী, ইত্যাদি সেখানকার প্রধান নগর।

প্র। বর্দ্ধমানের প্রধান নদী কি ২?

উ। গঙ্গা, দামোদর, ইত্যাদি বর্দ্ধমানের প্রধান নদী।

প্র। দামোদর নদের পূর্ব্বে কয় ধারা ছিল, ও কোন্ ধারা কেমন?

উ। পূর্ব্বে তাহার দুই ধারা ছিল, এক ধারা ৸৹ আনা অন্য ধারা ।৹ আনা; এখন তাহার ব্যুৎক্রম হইয়াছে।

কঠিন শব্দের অর্থ।

উর্ব্বরা, যাহাতে সকল শস্য হয়। | ব্যুৎক্রম, উল্টা।

---

৯ পাঠ।

জঙ্গল্ মহল জেলার বিষয়।

জঙ্গল মহলের উত্তর সীমা বীরভূমি, ও দক্ষিণ সীমা মেদিনীপুর, পূর্ব্ব সীমা হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা, ও তাহার উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম সীমা রামগড় ও ছোট নাগপুর।

প্রায় ৪০ বৎসর হইল বীরভূমি ও মেদিনীপুর, ও বর্দ্ধমান, এই তিন জেলার কিঞ্চিৎ২ ভাঙ্গিয়া জঙ্গল মহল জেলা হইয়াছে; ঐ জেলা নূতন প্রযুক্ত তাহার পরিমাণ ও লোকসংখ্যা সুন্দর মত জানা যায় না, কিন্তু অনুমান হয়, যে তাহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বহইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ৯০ ক্রোশ, ও উত্তরহইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত তাহার প্রস্থ ৬৫ ক্রোশ।

এই জেলায় দামোদর, অজয়, শীলাই, দালকীশ্বর, কাঁশাই, এই২ প্রধান নদী আছে।

এই জেলায় প্রধান নগর, তাহার নাম বাঁকুড়া; এই ক্ষণে বিচারস্থান প্রযুক্ত সেখানে জজ্ সাহেব থাকেন, ও কারাগার আছে; কিন্তু কালেক্টর অর্থাৎ প্রধান করগ্রাহক সাহেব তথায় থাকেন না, তাহার এক জন প্রতিনিধিদ্বারা বাঁকুড়াতে করাদান হয়।

বিষ্ণুপুরের রাজার যত রাজ্য ছিল, তাহা সকল ঐ জেলার অন্তর্গত। এই বিষ্ণুপুরের রাজবংশ অতি প্রাচীন, ও এগার শত বৎসর পর্য্যন্ত এক বংশে রাজ্য ছিল। পরে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর কর্তৃক, ও বর্দ্ধমানের রাজা কর্তৃক, উভয়ে প্রায় সকল ক্রয় করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত যে পথ হইয়াছে, তাহা ঐ জঙ্গল মহলের মধ্য হইয়া গিয়াছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। জঙ্গল মহলের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তর সীমা বীরভূমি, ও দক্ষিণ সীমা মেদিনীপুর জেলা।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার নিয়ম কি?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা, এবং উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম সীমা রামগড় ও ছোট নাগপুর।

প্র। জঙ্গল মহল কত বৎসর হইল অন্য জেলা ভাঙ্গিয়া হইয়াছে?

উ। প্রায় ৪০ বৎসর হইল মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূমি, এই তিন জেলার কিঞ্চিৎ২ লইয়া জঙ্গল মহল জেলা হইয়াছে।

প্র। এই জেলার লোকসংখ্যা ও দৈর্ঘ্যপ্রস্থ কত?

উ। জঙ্গল মহল জেলা নূতন প্রযুক্ত লোকসংখ্যা সম্যক্ প্রকার হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বহইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত তাহার দীর্ঘতা ৯০ ক্রোশ, ও উত্তরহইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত তাহার প্রস্থ ৬৫ ক্রোশ।

প্র। জঙ্গল মহলের প্রধান নদী ও নগর কি২?

উ। সেখানকার নদী দামোদর, অজয়, শীলাই, দালকীশ্বর, কাঁশাই; ও তাহার প্রধান নগর বাঁকুড়া।

প্র। সেখানে জজ্ ও কালেক্টর আছেন কি না?

উ। তথা কেবল জজ্ সাহেব আছেন, কিন্তু কালেক্টরের কর্ম্ম এক জন প্রতিনিধিদ্বারা হয়।

প্র। কত বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরের রাজার বংশ রাজ্য করিয়াছে?

উ। এগার শত বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরের রাজার বংশ রাজ্য করে।

প্র। তাহার রাজ্য কে২ ক্রয় করিয়াছে?

উ। তাহার রাজ্য শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর ও বৰ্দ্ধমানের রাজা প্রায় ক্রয় করেন।

---

১০ পাঠ।

মেদিনীপুর জেলার বিষয়।

এই জেলার উত্তর সীমা রামগড় ও বৰ্দ্ধমান জেলা, দক্ষিণ সীমা ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর, পূৰ্ব্ব সীমা বৰ্দ্ধমান ও হুগলী ও সমুদ্র, পশ্চিম সীমাও ঐ ময়ূরভঞ্জ ও রামগড় জেলা।

ইংরাজী ১৭৭০ শকে এই জেলাতে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইলে তথাকার প্রায় অৰ্দ্ধেক লোক মরিয়াছিল; এবং ইংরাজী ১৭৯৯ শকে আর এক ক্ষুদ্র দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; তাহার পর অবধি ক্রমে২ সেখানকার লোক বৃদ্ধি হইতেছে।

৪০ বৎসর হইল ইংরাজ লোক খানাসুমারি অর্থাৎ আপন অধিকারের লোকসংখ্যা করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা জানা গেল, যে ঐ জেলাতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক আছে, এবং তাহারা প্রায় সকল হিন্দু।

এই মেদিনীপুরের দৈর্ঘ্য অনুমান ১২০ শাস্ত্রীয় ক্রোশ, ও তাহার প্রস্থ ৮০ ক্রোশ।

এই জেলার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য চিনি, গুবাক, নীল, শানবস্ত্র।

তথাকার প্রধান নগর মেদিনীপুর, জলেশ্বর, পিপলী, নাগরগড়; সেই পিপলীতে সাহেব লোকেরা প্রথম আসিয়া ব্যবহার করিত।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। মেদিনীপুরের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তর সীমা রামগড় ও বর্দ্ধমান জেলা, ও দক্ষিণ সীমা ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কত দূর?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা বর্দ্ধমান ও হুগলী ও সমুদ্র, পশ্চিম সীমাও ঐ ময়ূরভঞ্জ ও রামগড়।

প্র। কত বৎসর হইল মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল?

উ। ইংরাজী ১৭৭০ ও ১৭৯৯ শকে দুইবার দুর্ভিক্ষ হইলে তথাকার প্রায় অর্দ্ধেক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল; তাহার পর ক্রমে ২ লোকের বৃদ্ধি হইতেছে।

প্র। এই জেলায় ১৫ লক্ষ লোক আছে, তাহা কি রূপে জানা গিয়াছে?

উ। ৪০ বৎসর হইল সাহেব লোকেরা খানাসুমারী করিয়া জানিয়াছেন।

প্র। মেদিনীপুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত দূর?

উ। তাহার দৈর্ঘ্য অনুমান ১২০ ক্রোশ, ও প্রস্থ ৮০ ক্রোশ।

প্র। এই জেলার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি ২?

উ। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য চিনি, গুবাক, নীল, শানবস্ত্র।

প্র। মেদিনীপুরের প্রধান নগর কি ২?

উ। সেখানকার প্রধান নগর মেদিনীপুর, জলেশ্বর, নাগরগড়, পিপ্পলী।

কঠিন শব্দের অর্থ।

খানাসুমারী, ঘরের সংখ্যা।	দুর্ভিক্ষ, যে সময় ভিক্ষাও পাওয়া যায় না।
গুবাক, সুপারি।	

---

১১ পাঠ।

কটক জেলার বিষয়।

এই জেলার উত্তর সীমা মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জ, দক্ষিণ সীমা সরকার দেশ, পূর্ব্ব সীমা বাঙ্গালার মহাখাল, পশ্চিম সীমা উড়িষ্যার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ২ রাজ্য। কিছু কাল হইল, এই জেলা কলিকাতাহইতে বিভক্ত হইয়া মান্দ্রাজের অধীন হইয়াছে।

৪০ বৎসর হইল নাগপুরের রাজাহইতে এই জেলা ইংরাজ লোকেরা অধিকার করিয়াছেন। কটক জেলার উত্তর ভাগ বালেশ্বর নামে খ্যাত, ও দক্ষিণ ভাগ জগন্নাথ নামে খ্যাত; এই রূপে সেই কালাবধি ঐ জেলা দ্বিধা বিভক্ত আছে।

এই জেলার দৈর্ঘ্য ১৪০ ক্রোশ, ও তাহার প্রস্থ ৫৫ ক্রোশ।

সে দেশ সমুদ্র সন্নিহিত প্রযুক্ত অতিশয় পীড়াকর, এবং তথা খাদ্যসুখ অল্প, ও সেখানকার লোক সকল প্রায় দুঃখী। তাহার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য অন্ন, ও প্রস্তর, ও কড়াই।

কটক জেলায় অনুমান যে ১২ লক্ষ লোক আছে, ও তাহারা প্রায় সকল হিন্দু। ও এই জেলার মধ্যস্থানে মহানদী, ও ঐ নদীর অনেক সোঁতা অর্থাৎ ক্ষুদ্র ২ নালা আছে, তাহার দ্বারা সে দেশে জলকষ্ট নাই।

বালেশ্বর, ভদ্রুক, কটক, জগন্নাথ, ইত্যাদি তাহার প্রধান নগর।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। কটক জেলার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তর সীমা মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জ, ও দক্ষিণ সীমা সরকার দেশ।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার নিয়ম কি?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা বাঙ্গালার মহাখাল, পশ্চিম সীমা উড়িষ্যার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ২ রাজ্য।

প্র। কটক দেশ পূর্ব্বে কোন্ রাজার ছিল, ও কত দিন বা ইংরাজের অধিকার হইয়াছে?

উ। এই জেলা পূর্ব্বে নাগপুরের রাজার ছিল; ৪০ বৎসর হইল তাহাহইতে ইংরাজ লোকেরা অধিকার করিয়াছেন।

প্র। কটক জেলার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?

উ। তাহার দৈর্ঘ্য ১৪০ ক্রোশ, ও প্রস্থ ৫৫ ক্রোশ।

প্র। সেখানে খাদ্যসুখ কেমন, ও সে স্থান বা কি রূপ?

উ। কটকে খাদ্যসুখ অল্প, এবং সে স্থান সমুদ্র সন্নিহিত প্রযুক্ত পীড়াকর।

প্র। ঐ জেলায় প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি, ও কত লোক বা আছে?

উ। তাহার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য অস্ত্র, প্রস্তর, কড়াই; ও তাহাতে ১২ লক্ষ লোক, তাহারা প্রায়ঃসকল হিন্দু।

প্র। সে জেলার প্রধান নগর কি?

উ। তাহার প্রধান নগর বালেশ্বর, ভদ্রুক, কটক, জগন্নাথ ইত্যাদি।

কঠিন শব্দের অর্থ।

পীড়াকর, ব্যামোহজনক।	প্রস্তর, পাতর।
সোঁতা, নদীর ক্ষুদ্র নালা।	কষ্ট, দুঃখ।

---

১২ পাঠ।

ইংরাজ ভিন্ন ইউরপীয় লোকদের বাস বিষয়।

বঙ্গ দেশে ইংরাজ লোকদের অধিকার ভিন্ন অন্য দুই ইউরপীয় লোকদের বাসস্থান আছে, দেন্মার্কদের শ্রীরামপুর, ও ফরাসিসদের চন্দননগর।

শ্রীরামপুর কলিকাতাহইতে শাস্ত্রীয় ১২ ক্রোশ দূর, ও সে গঙ্গার পশ্চিম তীরে; সেখানকার মিসনরী সাহেবেরা অনেক বাঙ্গালা পাঠশালা করিয়াছেন, ও অনেক জ্ঞানদায়ক পুস্তক ছাপাইতেছেন, ও কাগজ প্রস্তুত করিবার কারণ এক অপূর্ব্ব কল বিলাতহইতে আনিয়াছেন; সে কল কেবল বাষ্পে ঘোরে।

চন্দননগর কলিকাতা সহরহইতে ১৬ ক্রোশ দূর, সেও গঙ্গার পশ্চিম তীরে; ঐ সহর ফরাসিসদিগকে নবাব সাহেব দিয়াছিলেন, পরে ইংরাজ লোকের সহিত তাহাদিগের অনৈক্য হওয়াতে ইংরাজেরা চন্দননগর দুই তিন বার অধিকার করিয়াছিলেন; পুনর্ব্বার ঐক্য হইয়া দুই তিন বার ফরাসিসদিগকে দিয়াছেন।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। বঙ্গ দেশে ইংরাজ বিনা অন্য কোন ইউরপীয় লোকের বসতি স্থান আছে কি না?

উ। হাঁ; দেন্মার্কদের শ্রীরামপুর, ও ফরাসিসদের চন্দননগর; এই দুই স্থান আছে।

প্র। কলিকাতাহইতে সে দুই সহর কত দূর অন্তর?

উ। কলিকাতাহইতে শ্রীরামপুর শাস্ত্রীয় ১২ ক্রোশ, ও চন্দননগর ১৬ ক্রোশ।

প্র। এই দুই সহর গঙ্গার কোন্ তীরে?

উ। এই দুই স্থান ভাগীরথীর পশ্চিম পারে।

প্র ফরাসিসেরা চন্দননগর কাহাহইতে পাইয়াছিল?

উ। ফরাসিদেরা ঐ সহর নবাব সাহেবহইতে পাই-য়াছিল।

প্র। ইংরাজেরা তাহা কেন লইয়া পুনর্ব্বার দিয়াছেন?

উ। ফরাসিসদের সহিত ইংরাজদের অসৌষ্ঠব হইলে ঐ সহর ইংরাজেরা দুই তিন বার লইয়াছিলেন; এবং সন্ধি করিয়াও দুই তিন বার দিয়াছেন।

প্র। শ্রীরামপুরে কোন আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে কি না?

উ। সেখানে কাগজ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক অতি বৃহৎ কল আছে; সে কল বিলাতের কয়লার যে ধূম নির্গত হইয়া থাকে, তাহাতেই কেবল আপনি ঘোরে; কিন্তু মনুষ্যের হস্তাদি ক্রিয়াতে কদাচ সে রূপ ঘুরিতে পারে না।

কঠিন শব্দের অর্থ।

অনৈক্য, ঐক্যাভাব।
সহকারিতা, সহায়তা।
সন্ধি, মেলন।
অসৌষ্ঠব, অপ্রীতি।

ভূগোল বৃত্তান্ত।

ষষ্ঠ ভাগ।

১ পাঠ।

ঢাকা কোর্টের অন্তর্গত নিজ ঢাকা জেলার বিষয়।

ঢাকা কোর্টের অন্তর্গত চতুষ্পার্শ্ব দেশের সহিত ঢাকা নগর, ঢাকা জালালপুর, ময়মনসিংহ; শ্রীহট্ট, বাকরগঞ্জ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, এই সাত জেলা। এই দেশ বরেন্দ্র ভূমির মধ্যে।

নিজ ঢাকা জেলা বঙ্গ দেশের পূর্ব্ব দিকে। তাহার উত্তর সীমা ময়মনসিংহ, ও দক্ষিণ সীমা বাকরগঞ্জ জেলা; পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র, যে নদ ত্রিপুরাহইতে ঢাকাকে বিভাগ করে; তাহার পশ্চিম সীমা ঢাকা জালালপুর।

কলিকাতাহইতে ঢাকা জেলা ডটবর্ম্মে ৮০ ক্রোশ; কিন্তু নদীর বক্রতা প্রযুক্ত নৌকাতে প্রায় ২০০ ক্রোশ হয়।

ইংরাজী ১৬০৮ শকে, ঐ নগর বঙ্গ দেশের প্রধান রাজধানী হইয়া প্রায় ১০০ বৎসর ছিল, এই কারণ ঐ নগরে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের দুই লক্ষ লোকের মধ্যে

যবন লোক অধিক। ঢাকা নগরের পূর্ব্বে রাজ-মহল, ও তাহার পর মুরসিদাবাদ বাঙ্গলার প্রধান রাজধানী ছিল।

এই জেলায় ব্রহ্মপুত্র, বুড়িগঙ্গা, দলসরাই, লক্ষ্মী, এই সকল প্রধান নদী আছে।

ঢাকা ভিন্ন তথাকার প্রধান দুই নগর, নারায়ণগঞ্জ ও স্বর্ণগ্রাম। নারায়ণগঞ্জে পোনের হাজার লোক আছে, তথা লবণ, শস্য, তামাকু, ও চূণ দ্বারা অনেক বাণিজ্য হয়; স্বর্ণগ্রামে খাসা বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। ঢাকা কোর্টের অন্তর্গত কত জেলা? ও তাহার নাম কি২?

উ। ঢাকা কোর্টের অন্তর্গত চতুষ্পার্শ্ব দেশের সহিত ঢাকা নগর, ঢাকা জালালপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, বাকরগঞ্জ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, এই সাত জেলা আছে।

প্র। নিজ ঢাকা বাঙ্গালার কোন্ দিগে, ও তাহার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। নিজ ঢাকা বাঙ্গালার পূর্ব্ব ভাগে, এবং তাহার উত্তর সীমা ময়মনসিংহ, ও দক্ষিণ সীমা বাকরগঞ্জ জেলা।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কি২?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদ, ও পশ্চিম সীমা ঢাকা জালালপুর।

প্র। ঢাকা সহর বাঙ্গালার প্রধান রাজধানী কোন্ শকে হইয়া কত বৎসর বা ছিল?

উ। ইংরাজী ১৬০৮ শকে প্রধান রাজধানী হইয়া ১০০ বৎসর ছিল।

প্র। ঢাকার পূর্ব্বে কোথায় রাজধানী ছিল, ও তাহার পর বা কোন্ স্থানে হইয়াছিল?

উ। তাহার পূর্ব্বে রাজমহল, ও তৎপরে মুরসিদাবাদ বঙ্গ দেশের রাজধানী হইয়াছিল।

প্র। সেখানে কত লোক, ও কোন্ জাতি কত?

উ। সেখানে দুই লক্ষ লোক; তাহার মধ্যে মোছলমান অধিক।

প্র। তথাকার প্রধান নদী ও প্রধান নগর কি২?

উ। ব্রহ্মপুত্র, বুড়িগঙ্গা, দলসরাই, লক্ষ্মী, ইত্যাদি প্রধান নদী; নারায়ণগঞ্জ, স্বর্ণগ্রাম, এই২ প্রধান নগর।

প্র। সেখানে প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি২?

উ। শস্য, তামাকু, লবণ, চূণ, খাসা বস্ত্র, ইত্যাদি উত্তম দ্রব্য হয়।

---

২ পাঠ।

ঢাকা কোর্টের অন্তর্গত ঢাকা জালালপুরের বিষয়।

এই জেলার উত্তর সীমা রাজশাহী ও ময়মনসিংহ, দক্ষিণ সীমা বাকরগঞ্জ, পূর্ব্ব সীমা ত্রিপুরা, পশ্চিম সীমা যশোহর জেলা।

৪৩ বৎসর হইল, অর্থাৎ ইংরাজী ১৮০০ শকে, ঢাকা জালালপুরের উত্তর ভাগকে বিভাগ করিয়া বাকরগঞ্জ নূতন জেলা করেন।

এখন অনুমান হয়, যে ঢাকা জালালপুরে চারি লক্ষ লোক আছে; তাহার মধ্যে সাত আনা হিন্দু, নয় আনা মোছলমান।

পদ্মা ইত্যাদি নদীর জলে প্লাবিত হওয়াতে এই দেশ বড় উর্ব্বরা, এই প্রযুক্ত সেখানে সকল দেশহইতে ধান্যোৎপত্তি অধিক হয়, এবং গুবাক ও বাঙ্গা নামে এক প্রকার কার্পাস, ডিমটী বস্ত্র, ও খাসা বস্ত্র, ইত্যাদি অনেক জন্মে।

এই জেলার প্রধান নগর ফরিদপুর, যেখানে জজ্ সাহেব থাকেন, আর ঢাকার প্রধান কালেক্টরের এসিস্টেণ্ট, অর্থাৎ সহায়, এক জন কালেক্টরও তথায় আছেন; আর দমরায় নামে যে স্থান সেখানে রেসমের বিখ্যাত আড়ঙ্গ আছে।

এই জেলার প্রধান নদী পদ্মাবতী, সে নদী জেলার মধ্য দিয়া বহে; তদ্ব্যতিরিক্ত বুড়িগঙ্গা প্রভৃতি অনেক২ মধ্যমা ও ক্ষুদ্রা নদী আছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। ঢাকা জালালপুরের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। ঢাকা জালালপুরের উত্তর সীমা রাজশাহী ও ময়মনসিংহ, দক্ষিণ সীমা বাকরগঞ্জ জেলা।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কত দূর?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা ত্রিপুরা, ও পশ্চিম সীমা যশোহর জেলা।

প্র। কত বৎসর বাকরগঞ্জকে নূতন জেলা করিতে ঢাকা জালালপুরের উত্তরভাগকে বিভাগ করা গিয়াছে?

উ। ৪৩ বৎসর, অর্থাৎ ইংরাজী আঠার শত শকে, ঐ জেলা নূতন হইয়াছে।

প্র। ঢাকা জালালপুরের লোকসংখ্যা কি, ও তাহাতে কোন্ জাতি কত?

উ। এখন অনুমান হয় যে তথা প্রায় চারি লক্ষ লোক; তাহার সাত আনা হিন্দু, নয় আনা মোছলমান।

প্র। সেখানকার ভূমি কেমন, ও কোন্ বস্তু তথা অধিক হয়?

উ। পদ্মা ইত্যাদি নদীর জলপ্লাবনেতে সে ভূমি বড় উর্ব্বরা, অতএব ধান্য, গুবাক, বাঙ্গা নামে এক প্রকার কার্পাস, ও ডিমটী খাসা বস্ত্র, ইত্যাদি অনেক জন্মে।

প্র। তথাকার প্রধান নগর কি?

উ। তথাকার প্রধান নগর ফরিদপুর; সেখানে জজ্ সাহেব ও কালেক্টরের এসিস্টেণ্ট, অর্থাৎ সহায় সাহেব, থাকেন, আর দমরায় নামে যে স্থান, সেখানে রেসমের আড়ঙ্গ।

প্র। তথাকার প্রধান নদী কি২?

উ। তথাকার প্রধান নদী পদ্মাবতী, বুড়িগঙ্গা, ইত্যাদি।

৩ পাঠ।

ঢাকা কোর্টের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার বিষয়।

ময়মনসিংহ জেলার উত্তর ও উত্তরপশ্চিম সীমা গারো পর্ব্বত ও রঙ্গপুর জেলা, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলা; তাহার পূর্ব্ব সীমা শ্রীহট্ট, ও পশ্চিম সীমা রাজশাহী জেলা।

কেবল ৫০ বৎসর ময়মনসিংহ জেলা হইয়াছে, এ কারণ তাহার সীমা ও লোকসংখ্যা বিশেষ রূপে জানা যায় না; কিন্তু অনুমান হয়, যে তাহার মধ্যে তের কি চৌদ্দ লক্ষ লোক আছে; তাহার হিন্দু দশ আনা, মোছলমান ছয় আনা।

ব্রহ্মপুত্রের অসংখ্য খালের দ্বারা, ময়মনসিংহ জেলার প্রায় তাবৎ ভূমি বৎসর২ জলপ্লাবিত হয়, এ কারণ বুকড়ি চালু ও সর্ষা অধিক উৎপন্ন হয়।

এই জেলার প্রধান নগর বৈকুণ্ঠবাটী, যেখানে জজ্ ও কালেক্টর সাহেব থাকেন। ৫০ বৎসর হইল বৈকুণ্ঠবাটী প্রায় বন ছিল, এখন বিচারস্থান হওয়াতে অতি পরিষ্কৃত নগর হইয়াছে, এবং সেখানে সিরাজগঞ্জ নামে আর এক নগর আছে যেখানে নানাবিধ বাণিজ্য হয়।

প্র। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর ও উত্তরপশ্চিম সীমা কত দূর?

উ। তাহার উত্তর ও উত্তরপশ্চিম সীমা গারো পর্ব্বত ও রঙ্গপুর জেলা।

প্র। ঐ জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলা।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা শ্রীহট্ট, পশ্চিম সীমা রাজশাহী জেলা।

প্র। এই জেলা কত বৎসর হইয়াছে, ও তাহার লোক সংখ্যা বা কত?

উ। প্রায় ৫০ বৎসর হইল এই জেলা হইয়াছে, একারণ তাহার লোকপরিমাণ হইয়াছিল না; কিন্তু অনুমান হয়, যে ইহাতে তের কি চৌদ্দ লক্ষ লোক; তাহার দশ আনা মোছলমান, ছয় আনা হিন্দু।

প্র। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি২?

উ। তথা ব্রহ্মপুত্র নদের অনেক খালদ্বারা ভূমি প্রতি বৎসর ডুবে; এ কারণ বুকড়ী চালু ও সর্ষা অধিক জন্মে।

প্র। সেখানকার প্রধান নগর কি২?

উ। ময়মনসিংহ জেলার প্রধান নগর বৈকুণ্ঠবাটী, সেখানে জজ্ ও কালেক্টর সাহেব থাকেন।

প্র। বৈকুণ্ঠবাটী পূর্ব্বেও কি সহর ছিল?

উ। না, পূর্ব্বে প্রায় বন ছিল, এখন বিচারস্থান হওয়াতে অতি উৎকৃষ্ট স্থান হইয়াছে; তদ্ব্যতিরিক্ত সিরাজগঞ্জ নামে আর এক স্থান আছে, সেখানে নানাবিধ বাণিজ্য হয়।

---

৪ পাঠ।

ঢাকা কোর্টের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার বিষয়।

শ্রীহট্ট জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগে অনেক উচ্চ পর্ব্বত আছে, সেখানে কুকী ও খাসী ও গারো ইত্যাদি অনেক প্রকার পর্ব্বতীয় লোক থাকে; তাহার দক্ষিণ সীমা ত্রিপুরা, ও পশ্চিম সীমা ময়মনসিংহ জেলা।

এই জেলা পর্ব্বতময়, এ প্রযুক্ত তাহার পরিমাণানুসারে লোকসংখ্যা নহে; বোধ হয় তাহাতে পাঁচ লক্ষ লোক হইতে পারে; তাহার মধ্যে সাত আনা মোছলমান নয় আনা হিন্দু।

এই জেলার নিম্নভাগে অনেক ধান্যোৎপন্ন হয়, ও পর্ব্বতে কার্পাস ও চিনি জন্মে, ও বঙ্গদেশে যত চূণ ব্যয় হয়, তাহা সকল প্রায় শ্রীহট্ট জেলাহইতে আইসে; এবং অগুরু, রেসম, কমলালেবু, মুগাধুতি, ইত্যাদি দ্রব্য

উত্তম রূপে জন্মে; এবং সেখানে শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের লোকে হস্তী ধরে।

এ দেশের প্রধান নগর শ্রীহট্ট ও আজমীরগঞ্জ, ও প্রধান নদী মেঘনা ও সুরমা।

এই জেলা বড় বিস্তার, তাহাতে তরফ অর্থাৎ পরগণার দ্বারা অসংখ্য বিভাগ হইয়াছে। আর পুর্ব্বে সেখানকার রাজকর কড়ি লইয়া যাইত, এইক্ষণে তথা মুদ্রাদির চলন হইয়াছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। শ্রীহট্টের উত্তর ও পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে কি২ আছে?

উ। সে দিকে অনেক২ উচ্চ পর্ব্বত আছে, যাহাতে কুকী ও খাসী ও গারো ইত্যাদি নানা প্রকার পর্ব্বতীয় লোক থাকে।

প্র। তাহার দক্ষিণপশ্চিম সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার দক্ষিণ সীমা ত্রিপুরা, ও পশ্চিম সীমা ময়মনসিংহ জেলা।

প্র। ইহার লোকসংখ্যা কত?

উ। এ জেলা পর্ব্বতময়, একারণ তাহার পরিমাণানুসারে লোকসংখ্যা নহে, বোধ হয় তাহাতে পাঁচ লক্ষ লোক আছে।

প্র। তাহার মধ্যে কত হিন্দু কত যবন?

উ। তাহার সাত আনা মোছলমান, নয় আনা হিন্দু।

প্র। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি২?

উ। তথাকার নিম্নভাগে ধান্য, ও তাহার পর্ব্বতময় দেশে কার্পাস, চিনি, চূণ, অগুরু, রেসম, কমলালেবু, মুগাধুতি, ইত্যাদি দ্রব্য অধিক জন্মে।

প্র। হস্তী কোন্ স্থানে ধরে?

উ। শ্রীযুক্ত কোম্পানির লোক এই জেলাতে অনেক হস্তী ধরে।

প্র। তথাকার প্রধান নগর ও প্রধান নদী কি২?

উ। তথাকার প্রধান নগর শ্রীহট্ট, আজমীরগঞ্জ, ইত্যাদি; ও মেঘনা, সুরমা, ইত্যাদি প্রধান নদী।

প্র। সেখানে পূর্ব্বে কিরূপ খাজানা হইত?

উ। পূর্ব্বে কড়ি পাওয়া যাইত, এখন মুদ্রাদি আমদানী হয়।

---

৫ পাঠ।

ঢাকা কোর্টের অন্তর্গত বাকরগঞ্জ জেলার বিষয়।

বাকরগঞ্জের উত্তর সীমা ঢাকা জালালপুর, পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদ, সে ত্রিপুরাহইতে এ জেলাকে বিভাগ করে, এবং তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমা সমুদ্র, ও পশ্চিম সীমা যশোহর।

ইংরাজী ১৮০০ শকে ঢাকা জালালপুরের পশ্চিম ভাগ লইয়া এই জেলা হইয়াছে; তাহার মধ্যে দক্ষিণ শাহ্য-

বাদপুর নামে এক উপদ্বীপ আছে, সেখানে লবণোৎপত্তি হয়।

যখন সে দেশ ইংরাজের অধিকার ছিল না, তখন মঘ জাতি আসিয়া সেখানে নানা প্রকার দৌরাত্ম্য ও লুট করিয়া স্বদেশে যাইত; এখন ইংরাজের অধিকার প্রযুক্ত তাহা নিবারণ হইয়াছে; এ কারণ সেখানকার লোকসংখ্যা ও দ্রব্যাদির উৎপত্তি ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতেছে।

এই জেলায় দশ আনা হিন্দু, ছয় আনা মোছলমান, এই রূপ গণনাতে ৯ লক্ষ লোক গণিত হইয়াছে। আর বাকরগঞ্জ জেলা নিম্ন প্রযুক্ত বৎসর২ জলপ্লাবনেতে ভূমি উর্ব্বরা হইয়াছে, এ কারণ তথা এক বৎসরে দুই বার ধান্য জন্মে, ও ঐ দেশের চালু কলিকাতা ও অন্য২ দেশে বাণিজ্যার্থে আনে।

তথাকার প্রধান স্থান বরিশাল, তাহাতে রাজধানী হওয়াতে বাণিজ্য ও লোকসংখ্যা ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে তথাকার যে রাজধানী বাকরগঞ্জ ছিল, যে ক্রমে২ তাহার হ্রাস হইতেছে। তদ্ব্যতিরিক্ত সুতানুড়ী যেখানে বালিয়াঘাটার খাল সুন্দরবন দিয়া মেঘনাতে মিলিত হয়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। বাকরগঞ্জ জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তর সীমা ঢাকা জালালপুর, পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদ।

প্র। তাহার দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা ও পশ্চিম সীমা কত দূর?

উ। তাহার দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা সমুদ্র, ও পশ্চিম সীমা যশোহর জেলা।

প্র। কত বৎসর এই জেলা হইয়াছে? ও তাহার মধ্যে কি২ আছে?

উ। ইংরাজী ১৮০০ শাকে ঢাকা জালালপুরের পশ্চিম ভাগ লইয়া এ জেলা হইয়াছে; ও তাহার মধ্যে শাহাবাদপুর নামে এক উপদ্বীপ আছে; সেখানে লবণ উৎপন্ন হয়।

প্র। এ দেশে যখন ইংরাজের অনধিকার ছিল, তখন তাহার কি অবস্থা ছিল?

উ। যখন বাকরগঞ্জ ইংরাজের অধিকারে না ছিল, তখন মঘ জাতি আসিয়া দৌরাত্ম্য পূর্ব্বক লুট করিত; এইক্ষণে নিবারণ হইয়াছে।

প্র। সেখানকার লোকসংখ্যা কত?

উ। তথা ৯ লক্ষ লোক আছে, তাহার দশ ভাগ হিন্দু, ছয় ভাগ মোছলমান।

প্র। তথাকার ভূমি কি রূপ?

উ। সে স্থান নিম্ন প্রযুক্ত প্রতিবৎসর জলপ্লাবনেতে ভূমি অতিশয় সফলা, এ কারণ তথা এক বর্ষে দুই বার ধান্য হয়; ও ঐ দেশের চালু কলিকাতা ও অন্য ২ দেশে বাণিজ্যের নিমিত্তে যায়।

প্র। তথাকার প্রধান নগর কি২?

উ। এখন সেখানকার প্রধান নগর বরিশাল, কিন্তু পুর্ব্বে বাকরগঞ্জ ছিল।

কঠিন শব্দের অর্থ।

দৌরাত্ম্য, দুরাত্মতা।	বর্ষ, বৎসর।

---

৬ পাঠ।

ঢাকা কোর্টের অন্তর্গত ত্রিপুরা জেলার বিষয়।

এই জেলার উত্তর সীমা শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ; দক্ষিণ সীমা চট্টগ্রাম ও সমুদ্র; পূর্ব্ব সীমা ত্রিপুরার রাজার ও ব্রহ্মার রাজার অধিকার; পশ্চিম সীমা মেঘনা নদ; সে এই জেলাকে নিজ ঢাকা ও বাকরগঞ্জ জেলাহইতে বিভাগ করে।

এই জেলার লোকসংখ্যা সম্পূর্ণ রূপে জানা জায় না, কিন্তু অনুমান করা যায়, যে সেখানে সাড়ে সাত লক্ষ লোক আছে; তাহার মধ্যে হিন্দু দশ আনা, মোছলমান ছয় আনা। আর এই জেলা ও চট্টগ্রাম জেলাতে অনেক বন্য হস্তী ধরা যায়, ও গুবাক অধিক জন্মে; ব্রহ্মা দেশীয়েরা প্রতিবৎসর নৌকা সম্বলিত আসিয়া

গুবাক ক্রয় করিয়া লয়, তাহার মূল্য স্বর্ণ ও রূপ্য দেয়, এবং সেখানে বাপ্তা ও খাসা কাপড় অনেক হয়।

জজ্ ও কালেক্টর ও ত্রিপুরার রাজার বাসস্থানের নাম কুমিল্লা; তদ্ভিন্ন নুরনগর, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, এই সকল তথাকার প্রধান স্থান। লক্ষ্মীপুরের নিকট মেঘনা প্রায় ৫ ক্রোশ চৌড়া; ঐ মেঘনা তথাকার প্রধান নদী

আর মোছলমানেরা বঙ্গদেশ অধিকার করিবার অনেক কালের পর এ দেশ জয় করিয়াছিল।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। ত্রিপুরা জেলার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তর সীমা শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ; দক্ষিণ সীমা চট্টগ্রাম ও সমুদ্র।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কোথা?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা ত্রিপুরার ও ব্রহ্মার রাজার অধিকার; পশ্চিম সীমা মেঘনা নদ।

প্র। ত্রিপুরায় কত লোক, ও কোন্ জাতি কত?

উ। তাহাতে লোকসংখ্যা অনুমান সাড়ে সাত লক্ষ; তাহার মধ্যে দশ ভাগ হিন্দু, ছয় ভাগ মোছলমান।

প্র। ত্রিপুরা জেলার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি২?

উ। এই জেলায় ও চট্টগ্রাম জেলাতে অনেক বন্য হস্তী ধরা যায়, ও গুবাক ও বাপ্তা কাপড় অধিক জন্মে; এবং ব্রহ্ম দেশীয়েরা নৌকা পথে আসিয়া স্বর্ণ রূপ্যাদি দিয়া গুবাক ক্রয় করিয়া লয়।

প্র। তথাকার প্রধান নগর কিং২?

উ। সেখানকার প্রধান নগর কমিল্লা, যেখানে জজ্ ও কালেক্টর সাহেব ও ত্রিপুরার রাজার বাসস্থান; তদ্ভিন্ন নুরনগর, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ইত্যাদি।

প্র। তথাকার প্রধান নদী কি২?

উ। এই জেলার প্রধান নদ মেঘনা, যে লক্ষ্মীপুরের নিকট ৫ ক্রোশ চৌড়া।

কঠিন শব্দের অর্থ।

গুবাক, সুপারি।	স্বর্ণ, সোনা।

---

৭ পাঠ।

ঢাকা কোর্টের অন্তর্গত চট্টগ্রাম জেলার বিষয়।

চট্টগ্রাম জেলার উত্তর সীমা ত্রিপুরার রাজার দেশ ও বন; তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা রোষান্, অর্থাৎ মঘের দেশ; পশ্চিম সীমা বাঙ্গালার অখাত।

অনুমান হয় যে এই জেলাতে ১৫ লক্ষ লোক আছে; তাহার মধ্যে ফিরিঙ্গী ব্যতিরেকে পাঁচ ভাগ মঘ, ছয় ভাগ মোছলমান, ও পাঁচ ভাগ হিন্দু।

চট্টগ্রাম জেলার বাণিজ্যদ্রব্য গুঁড়িকাষ্ঠ, তক্তা, মোটা কাপড়, তুলা, ছাতা ইত্যাদি হয়; আর সেখানকার

বন্দরে অনেক জাহাজ প্রস্তুত হয়। এবং সমুদ্রতীরে সন্দ্বীপ ও হাতিয়া ও বামুনে, এই তিন উপদ্বীপ আছে, তাহাতে শ্রীযুক্ত কোম্পানি অনেক লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

চাটিগাঁয়ের জজ্ সাহেব ইসলামাবাদে থাকিয়া সন্দীপ ও হাতিয়া ইত্যাদি উপদ্বীপের শাসন করেন; এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীও ঐ স্থানে।

রামু ও কাক্স সাহেবের বাজার; যেখানে পরমিটের ঘর আছে, এই দুই স্থান তথাকার প্রধান নগর; সেখানে প্রায়ই সকল মঘ বাস করে।

ইসলামাবাদহইতে আট ক্রোশ দূরে সীতাকুণ্ড অর্থাৎ বাড়বাকুণ্ড নামে এক কূপ আছে; তাহার জল উষ্ণ; এবং তাহার চারি ক্রোশ দূরে ধর্ম্মাগ্নি নামে কুণ্ড আছে। এই দুয়ের মধ্যে এক প্রকার বায়ু আছে; সেই বায়ুতে যদি অগ্নি সংযোগ হয় তবে হঠাৎ প্রজ্বলিত হয়। এই প্রকার জল সকল দেশেতে আছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। চাটিগাঁ জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা কি?

উ। তাহার উত্তর সীমা ত্রিপুরা রাজার দেশ, ও বন; এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা রোষান্ অর্থাৎ মঘের দেশ।

প্র। তাহার পশ্চিম সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার পশ্চিম সীমা বাঙ্গালার অখাত।

প্র। চট্টগ্রাম জেলাতে কত লোক, ও কোন্ জাতি কত?

উ। তাহার মধ্যে ১৫ লক্ষ লোক, ও ফিরিঙ্গী বিনা

পাঁচ ভাগ মঘ, ছয় ভাগ যবন, পাঁচ ভাগ হিন্দু। সেখানকার বাণিজ্যদ্রব্য গুঁড়িকাষ্ঠ, তক্তা, মোটা কাপড় তুলা, ছত্র, ইত্যাদি।

প্র। সেখানে আর কি২ হয়? ও সে দিকে কোন দ্বীপাদি আছে কি না?

উ। সেখানে বন্দরে জাহাজ; এবং সন্দীপ, হাতিয়া, বামুনে, এই তিন উপদ্বীপে কোম্পানির লবণ প্রস্তুত হয়।

প্র। তথাকায় জজ্ ও কালেক্টর সাহেব কোথা থাকেন?

উ। তথাকার জজ্ ও কালেক্টর ইসলামাবাদে থাকিয়া সন্দীপাদির শাসন করেন।

প্র। চট্টগ্রামের প্রধান নগর কি, ও পরমিটের কাছারি ঘা কোথা?

উ। তথাকার প্রধান নগর রামু ও কাক্স সাহেবের বাজার, সেই খানে পরমিটের ঘর।

প্র। ঐ জেলায় কোন আশ্চর্য্য আছে কি না?

উ। ইসলামাবাদহইতে আট ক্রোশ দূরে সীতাকুণ্ড অর্থাৎ বাড়বাকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে; ও তাহার চারি ক্রোশ উত্তরে ধর্ম্মাগ্নি নামে এক কূপ আছে; তাহাদিগের জল উষ্ণ; প্রায় সকল দেশেতে সেই প্রকার জল পাওয়া যায়।

৮ পাঠ।

মুরসিদাবাদ কোর্টের বিষয়।

মুরসিদাবাদ কোর্টের অধীন সাত জেলা আছে; নিজ মুরসিদাবাদ, রাজশাহী, বীরভূমি, পূরণিয়া, ভাগলপুর, দিনাজপুর, ও রঙ্গপুর।

মুরসিদাবাদ ও কাশিম বাজার ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তি দেশ মিলিত হইয়া একটা জেলা হয়; তাহাতে এসিস্টেণ্ট্ অর্থাৎ জজের সহায় সাহেব বিচার করেন।

মুরসিদাবাদ সহর গঙ্গার তীরে, ইহার নাম পূর্ব্বে মুকসূদাবাদ ছিল। ইংরাজ লোক মোছলমান হইতে বঙ্গদেশ জয় করিয়া মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রাজধানী আনিলেন; তাহার পূর্ব্বে পঞ্চাশ বৎসর মোছলমানের অধিকারে বঙ্গদেশের রাজধানী মুরসিদাবাদ ছিল, এ প্রযুক্ত অদ্যাপি নবাব নাজিম তথা বাস করেন, এই কারণ সেখানে মোছলমান অধিক আছে, ও তথাকার লোক অনেকে হিন্দুস্থানী কথা কহে।

মুরসিদাবাদ সহরে ত্রিশ সহস্র ঘর আছে, ও এক লক্ষ পঁয়ষট্টি সহস্র লোক; আর সেখানকার ঘর অতি নিকট, ও গঙ্গার স্রোত অত্যল্প, ও তাহার চতুর্দ্দিকে অনেক বন, এ কারণ সে স্থান অতি পীড়াকর। কাশিম বাজার

মুরসিদাবাদের নিকট, সেখানে রেসম কাপড়ের অনেক বাণিজ্য হয়।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। মুরসিদাবাদ কোর্টের শাসনে কত জেলা, ও তাহার নাম কি ২?

উ। মুরসিদাবাদ কোর্টের মধ্যে নিজ মুরসিদাবাদ, রাজশাহী, বীরভূমি, পূরনিয়া, ভাগলপুর, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, এই সাত জেলা আছে।

প্র। সেখানকার জজ্ সাহেব কোথা থাকেন?

উ। মুরসিদাবাদ ও কাশিম বাজার ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তি দেশের সহিত মিলিয়া একটা জেলা হয়, তাহাতে জজ্ সাহেব থাকেন।

প্র। কে মুরসিদাবাদহইতে কলিকাতাতে বাঙ্গালার রাজধানী আনিয়াছে? এবং এ নগরের নাম পুর্ব্বে কি ছিল?

উ। ইংরাজ লোক মোছলমানহইতে বঙ্গদেশ জয় করিয়া মুরসিদাবাদহইতে কলিকাতায় রাজধানী আনিয়াছেন; এবং পূর্ব্বে তাহার মুকসুদাবাদ নাম ছিল।

প্র। তাহার পুর্ব্বে কত কাল তথা রাজধানী ছিল?

উ। তাহার পূর্ব্বে মুরসিদাবাদ মোছলমানের অধিকারে বাঙ্গালার রাজধানী পঞ্চাশ বৎসর ছিল, এই কারণ অদ্যাপি নবাব নাজিম তথা বাস করেন।

প্র। তথাকার লোকসংখ্যা কত?

উ। সেখানে ত্রিশ হাজার ঘর, ও এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার লোক আছে; এবং তথাকার গঙ্গার স্রোত অত্যল্প, ও তাহার চতুর্দ্দিকে বন, এ জন্যে সে স্থান বড় পীড়াকর।

প্র। কাশিম বাজারে কোন বাণিজ্য হয় কি না?

উ। হাঁ, সেখানে রেসমের বাণিজ্য অধিক।

---

২ পাঠ।

নিজ মুরসিদাবাদ জেলার বিষয়।

এই জেলার উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম সীমা ভাগলপুর ও বীরভূমি জেলা; তাহার দক্ষিণ সীমা কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলা; পূর্ব্ব সীমা পদ্মা, সে রাজশাহী জেলাহইতে মুরসিদাবাদকে বিভাগ করে।

নগরস্থ লোক বিনা এই জেলার লোকসংখ্যা সাড়ে আট লক্ষ। সেখানকার সকল ভূমির মধ্যে প্রায় তের ভাগ উৎথিত; এ নিমিত্তে রেসম ও নীল এই জেলাতে অধিক জন্মে।

এই জেলার জজ্ সাহেবের সদর কাছারি মুরসিদাবাদ নগরে হয়। আর ভগবানগোলা, জঙ্গিপুর, বহরমপুর, ইত্যাদি প্রধান নগর। ভগবানগোলাতে ধান্যের বাণিজ্য অধিক হয়; জঙ্গিপুরে শ্রীযুক্ত কোম্পানির রেসমের

আড়ঙ্গ আছে ; বহরমপুরে সৈন্যাধিপতি সাহেব লোক থাকেন, ও বিলাতি সৈন্যের বাস নিমিত্ত তথা বারিক আছে।

ভাগীরথী নদী সুতী গ্রামে পদ্মাহইতে বাহির হইয়া এই জেলার মধ্য হইয়া যায় ; ও জলঙ্গী নদীও তাহার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে পদ্মাহইতে নিঃসৃতা হইয়া যায়। আট বৎসর হইল মুরসিদাবাদহইতে পদ্মা পর্য্যন্ত এক খাল কাটা গিয়াছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। মুরসিদাবাদের উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম সীমা কোন্ পর্য্যন্ত ?

উ। তাহার উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম সীমা ভাগলপুর ও বীরভূমি জেলা।

প্র। তাহার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা কোথা ?

উ। তাহার দক্ষিণ সীমা কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলা; ও পূর্ব্ব সীমা পদ্মাবতী নদী।

প্র। মুরসিদাবাদে কত লোক, ও তথাকার ভূমি কি রূপ ?

উ। নগরস্থ লোক বিনা এই জেলায় সাড়ে আট লক্ষ লোক ; এবং সেখানকার ভূমির মধ্যে তেরো আনা উত্থিত।

প্র। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি২ ?

উ। মুরসিদাবাদ জেলায় রেসম ও নীল অধিক জন্মে।

প্র। তথাকার বিচারস্থান কোথা, ও প্রধান নগর বা কি২ ?

উ। এই জেলার জজ্ সাহেবের সদর কাছারি মুরসিদাবাদ; এবং ভগবানগোলা, জঙ্গিপুর, বহরমপুর, ইত্যাদি তথাকার প্রধান নগর।

প্র। মুরসিদাবাদের যে২ প্রধান নগর, তাহাতে কি২ আছে?

উ। ভগবানগোলাহইতে অধিক বাণিজ্য হয়; জঙ্গিপুরে কোম্পানির রেশমের কুটী; বহরমপুরে সৈন্যাধিপতি সাহেব ও গোরা লোকের বাসস্থান আছে।

প্র। এই জেলার প্রধান নদী কি, ও তাহার গতি কোন্ দিকে?

উ। এই জেলার প্রধান নদী ভাগীরথী, সে সূতীগ্রামে পদ্মাহইতে নিঃসৃতা হইয়া এই জেলার মধ্য হইয়া যায়; জলঙ্গী নদীও এই জেলাতে আছে।

---

১৭ পাঠ।

মুরসিদাবাদ কোর্টের অন্তর্গত রাজশাহী জেলার বিষয়।

এই জেলার উত্তর সীমা দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলা; পূর্ব্ব সীমা ময়মনসিংহ; এবং দক্ষিণপূর্ব্বাবধি উত্তরপশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত ঢাকা জালালপুর, যশোহর, নবদ্বীপ, মুরসিদাবাদ, পূরণিয়া জেলার কতক দেশ।

এই জেলার লোকসংখ্যা অনুমান পোনের লক্ষ; তাহার মধ্যে দশ আনা হিন্দু, ছয় আনা মোছলমান।

সেখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য রেসম, তাহা কিনিয়া পট্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, ও মূল্য দিয়াও সূতার কাপড় কিনিতে, কুমারখালি, হাঁড়িয়াল, বোয়ালিয়াতে শ্রীযুত কোম্পানির তিন কুটী আছে। এই তিন স্থান বিনা নাটোর ও শিবগঞ্জ ইত্যাদি অনেক প্রধান নগর এ জেলায় আছে; ও জেলার বিচারস্থান নাটোর, তাহাতে জজ্ ও কালেক্টর সাহেব থাকেন।

পূর্ব্বে রাজমহল এই জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন ভাগলপুর জেলার মধ্যে হইয়াছে।

এই জেলার প্রধান নদ নারদ, ও আত্রেয়ী, ও বালেশ্বর।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। রাজশাহীর উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা কি?

উ। তাহার উত্তর সীমা দিনাজপুর ও রঙ্গপুর; পূর্ব্ব সীমা ময়মনসিংহ জেলা।

প্র। এই জেলার আর ২ দিকের সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার দক্ষিণপূর্ব্বাবধি উত্তরপশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত ঢাকা জালালপুর, যশোহর, নবদ্বীপ, মুরসিদাবাদ, পূরনিয়া জেলার কতক দেশ।

প্র। রাজশাহী জেলার লোকসংখ্যা ও তাহার মধ্যে কোন্ জাতি কত?

উ। এই জেলাতে অনুমান পোনের লক্ষ লোক; তাহার দশ ভাগ হিন্দু, ছয় ভাগ মোছলমান।

প্র। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি ২?

উ। সেখানে রেসম ও সূতার বস্ত্র উত্তম জন্মে, এবং মূল্য দিয়া রেসম ক্রয় করিয়া পট্ট বস্ত্র ও সূতার থান প্রস্তুত করিতে কোম্পানির প্রধান তিন কুটী আছে।

প্র। সেই সকল প্রধান স্থানের নাম কি?

উ। তাহাদের নাম কুমারখালি,হাঁড়িয়াল,বোয়ালিয়া।

প্র। এই জেলার বিচারস্থান কোথা?

উ। তাহার বিচারস্থান নাটোর, তাহাতে জজ্ ও কালেক্টর সাহেব থাকেন; এবং রাজমহলও তন্মধ্যবর্ত্তী ছিল, এখন ভাগলপুরের অন্তর্গত হইয়াছে।

প্র। তাহার প্রধান নদী কি ২?

উ। রাজশাহীর প্রধান নদী নারদ ও বলেশ্বর ও আত্রেয়ী।

---

১১ পাঠ।

মুরসিদাবাদ কোর্টের অন্তর্গত বীরভূমি জেলার বিবয়।

এই জেলার উত্তর সীমা ভাগলপুর; পূর্ব্ব সীমা মুরসিদাবাদ ও নবদ্বীপ জেলা; দক্ষিণ সীমা বর্দ্ধমানহইতে জঙ্গলমহল বিভাগকারি অজয় নদ; পশ্চিম সীমা রামগড়।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই জেলার লোকসংখ্যা হইয়া ১৫ লক্ষ লোক গণিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে যত মোছলমান, তাহার দ্বিগুণ হিন্দু।

এই জেলার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, চিনি, এবং আকরহইতে অনেক কয়লা নির্গত হয়। সেই স্থানে লৌহেরও আকর আছে, কিন্তু ইউরোপীয় লৌহ উত্তম প্রযুক্ত সকলে তাহাই লয়।

এই জেলার প্রধান নগর সিউড়ি, নাগোর, সুরুল, বৈদ্যনাথ, ইত্যাদি; সিউড়িতে জজ্ ও কালেক্টর সাহেব থাকেন। মোছলমানের বঙ্গদেশ অধিকার কালীন নাগোর নগরে জেলার কাছারি ছিল। সুরুলে শ্রীযুক্ত কোম্পানির নিজের কুটী আছে; বৈদ্যনাথে অতি বিখ্যাত শিব আছে।

সেখানকার প্রধান নদী মোড়া, অজয়; এই জেলাতে অল্প জল প্রযুক্ত নৌকার গমনাগমন অধিক নাই; কিন্তু বর্ষাকালে যাতায়াতের সুগমার্থে অনেক সাঁকো আছে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। বীরভূমির উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা কোন্ স্থান?

উ। তাহার উত্তর সীমা ভাগলপুর, পূর্ব্ব সীমা মুরশিদাবাদ ও নবদ্বীপ জেলা।

প্র। তাহার দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার দক্ষিণ সীমা অজয় নদ; পশ্চিম সীমা রামগড় জেলা।

প্র। সেখানকার লোকসংখ্যা ও কোন্ জাতি কত?

উ। সে জেলায় ১৫ লক্ষ লোক, তাহার মধ্যে যত যবন তাহার দ্বিগুণ হিন্দু।

প্র। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি২?

উ। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, চিনি, আকরজ কয়লা, ও লৌহ।

প্র। তথাকার প্রধান নগর কি২, ও জজ্ কালেক্টর কোথা থাকেন?

উ। সেখানকার প্রধান নগর সিউড়ি, নাগোর, সুরুল, বৈদ্যনাথ, ইত্যাদি; এবং জজ্ ও কালেক্টর সাহেব সে স্থানে থাকেন।

প্র। এই২ প্রধান নগরের বৃত্তান্ত কিছু আছে কি না?

উ। যখন বঙ্গদেশ যবনাধিকার ছিল, তখন নাগোরে কাছারি ছিল; ও সুরুলে কোম্পানির নিজ কুটী আছে; এবং বৈদ্যনাথে বিখ্যাত শিব আছে।

প্র। তথাকার প্রধান নদী কি২?

উ। মোড়া, অজয়, এই জেলার প্রধান নদী।

প্র। এই জেলায় নৌকার গতায়াত অল্প কি অধিক?

উ। সে স্থানে অল্প জল প্রযুক্ত নৌকার পথ অধিক নাই, কিন্তু বর্ষাকালে গমনার্থে অনেক সাঁকো আছে।

---

১২ পাঠ।

মুরসিদাবাদ কোর্টের মধ্যবর্ত্তি ভাগলপুর জেলার বিষয়।

ভাগলপুর জেলার উত্তর সীমা ত্রিহুত ও পূরণিয়া জেলা; পূর্ব্ব সীমা পূরণিয়া; দক্ষিণ ও

দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা রামগড় ও বীরভূমি জেলা; পশ্চিম সীমা বেহার ও রামগড় জেলা।

এই বৃহৎ জেলাতে ২০ লক্ষের অধিক লোক আছে; তাহার মধ্যে এক ভাগ মোছলমান, তিন ভাগ হিন্দু। এই জেলাতে ধান্য ও কার্পাস অনেক জন্মে, কিন্তু লোক অধিক প্রযুক্ত তাহাদের ভরণ পোষণের নিমিত্তে প্রচুর নয়। সে স্থানে গোম, যব, আলু, নীল, ইত্যাদি সামগ্রী যথেষ্ট হয়; এবং সেই স্থানে কোম্পানি রেসম ও ভাগলপুরের বস্ত্র ও সোরা ক্রয় করেন।

এই জেলাতে পর্ব্বতীয় লোক অনেক আছে, তাহাদের পৃথক্ ভাষা; তাহারা আপন দেশহইতে ধান্য, গুঁড়ি, জালানি কাষ্ঠ, আকরজ কয়লা, মোম, তুলা, ইত্যাদি দ্রব্য আনিয়া, কাপড়, ধান্য, ধাতু, মৎস্য, তৈল, লবণ, মশালা, প্রভৃতি লইয়া যায়।

এই জেলার প্রধান নগর ভাগলপুর, সে স্থানে জজ্ ও কালেক্‌টর্ সাহেব থাকেন; তথা ৩০ সহস্র লোক। এই জেলার অন্য নগর রাজমহল, মুঙ্গের, ইত্যাদি।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। ভাগলপুর জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার উত্তর সীমা ত্রিহুত ও পুরনিয়া জেলা, পূর্ব্ব সীমা পুরনিয়া।

প্র। তাহার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কত দূর?

উ। ভাগলপুরের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা রামগড় ও বীরভূমি; পশ্চিম সীমা বেহার ও রামগড়।

প্র। সেখানকার লোকসংখ্যা ও কোন্ জাতি কত?

উ। তথাকার লোকসংখ্যা অনুমান বিশ লক্ষ; তাহার এক ভাগ যবন, তিন ভাগ হিন্দু।

প্র। তথ্যকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কিং?

উ। ভাগলপুরে ধান্য, কার্পাস, গোম, যব, আলু, নীল, ইত্যাদি অধিক হয়; কিন্তু তথা লোকাধিক্য প্রযুক্ত তদ্দেশীয় লোকের ভরণ পোষণার্থে প্রচুর নয়।

প্র। এই জেলার লোক কিরূপ? ও তাহাদের ব্যবসায় কিং?

উ। ভাগলপুরে অনেক পর্ব্বতীয় লোক আছে, তাহাদের ভাষা পৃথক্; এবং তাহারা স্বদেশহইতে ধান্য, গুঁড়ি, জালানি কাষ্ঠ, আকরজ কয়লা, মোম, তুলা আনিয়া, কাপড়, ধান্য, ধাতু, মৎস্য, তৈল; লবণ, মশালা লইয়া যায়।

প্র। এই জেলার প্রধান নগর কিং?

উ। ভাগলপুর তথাকার প্রধান নগর, সে স্থানে জজ্ ও কালেক্টর সাহেব থাকেন; তদ্ভিন্ন রাজমহল, মুঙ্গের, ইত্যাদি।

১৩ পাঠ।

মুরসিদাবাদ কোর্টের অন্তর্গত পুরনিয়া জেলার বিষয়।

এই জেলার উত্তর সীমা মরঙ্গ পর্ব্বত; দক্ষিণ সীমা ভাগলপুর জেলা ও পদ্মাবতী নদী; পূর্ব্ব সীমা দিনাজপুর; পশ্চিম সীমা ত্রিহুত জেলা। পূর্ব্বে পূরণিয়া জেলার নাম ধর্ম্মপুর ছিল।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই জেলাতে ২৯ লক্ষ লোক গণিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে নয় ভাগ হিন্দু, সাত ভাগ মোছলমান।

এই জেলাতে বড় ২ বলদ হয়, কিন্তু তাহার পশ্চিমে আরও উত্তম২ বলদ জন্মে। এবং এই জেলায় ধান্য, নীল, ঘৃত, তৈল, গোম, উৎপন্ন হয়; এবং শালের গুঁড়ি মরঙ্গ পর্ব্বতহইতে পুরণিয়ায় আসিয়া বাণিজ্যার্থে অন্যত্র চালান হয়; আর পট্টবস্ত্র এবং রেসমী ও কার্পাসী সূতাতে নির্ম্মিত অনেক বস্ত্র জন্মে।

এই জেলার প্রধান নগর পুরণিয়া, নাথপুর, কশ্‌বা, ইত্যাদি। তথাকার বিচারস্থান পুরণিয়া, সে সহরে ৪০ সহস্র লোক আছে।

পুরণিয়ার প্রধান নদী কুশী, কঙ্কা; এই দুই নদী নেপালহইতে বাঙ্গালায় আসিয়া দক্ষিণ দিকে গমনানন্তর গঙ্গাতে পড়ে। অনেক শালের গুঁড়ি কুশীতে চালান হয়।

প্র। পুরনিয়া জেলার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন পর্য্যন্ত?

উ। পুরনিয়ার উত্তর সীমা মরঙ্গ পর্ব্বত; দক্ষিণ সীমা ভাগলপুর জেলা ও পদ্মা নদী।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কত দূর?

উ। পূরনিয়ার পূর্ব্ব সীমা দিনাজপুর, পশ্চিম সীমা তীরভুক্তী অর্থাৎ ত্রিহুত।

প্র। এই জেলার নাম পূর্ব্বে কি ছিল? এবং তাহার লোকসংখ্যা কত? এবং তাহাতে কোন্ জাতি কত আছে?

উ। পূর্ব্বে তাহার নাম ধর্ম্মপুর ছিল; এবং ৩০ বৎসর পূর্ব্বে গণিত হওয়াতে ২৯ লক্ষ লোক স্থির হইয়াছিল; তাহার নয় ভাগ হিন্দু, সাত ভাগ মোছলমান।

প্র। সেখানকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি?

উ। তথা ধান্য, নীল, এবং রেসম ও কার্পাসী সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র অধিক জন্মে; এবং ঘৃত, তৈল, গোমু, শালকাষ্ঠ, মরঙ্গ পর্ব্বতহইতে পূরণিয়ায় আসিয়া বাণিজ্যার্থে অন্যত্র চালান হয়। তথা বড়২ বলদ ও জন্মে।

প্র। তথাকার প্রধান নগর কি?

উ। তাহার প্রধান নগর পূরনিয়া ও নাথপুর ও কশ্‌বা; এবং তাহার বিচারস্থান পূরণিয়া; তথা চল্লিশ সহস্র লোক আছে।

প্র। এই জেলার প্রধান কোন্ নদী?

উ। কুশী ও কঙ্কা, এই দুই সেখানকার প্রধান নদী; এই নদী নেপালহইতে দক্ষিণে আসিয়া গঙ্গায় পড়ে।

প্র। এই দুই নদীতে কি২ চালান হয়?

উ। কুশীতে অনেক শালের গুঁড়ি চালান হইয়া বাণিজ্যার্থে নানা স্থানে যায়।

---

১৫ পাঠ।

মুরসিদাবাদ কোর্টের মধ্যবর্ত্তি দিনাজপুর জেলার বিষয়।

দিনাজপুর জেলার পূর্ব্ব সীমা রঙ্গপুর; পশ্চিম সীমা পূরণিয়া; দক্ষিণ সীমা রাজশাহী। এই জেলার আকার ত্রিকোণ; তাহার সূক্ষ্ম ভাগ উত্তর দিকে, তন্নিমিত্তে কেবল তিন দিকের সীমা লেখা গেল।

৩৩ বৎসর হইল সেখানকার স্থায়ি তিন লক্ষ লোক গণিত হইয়াছে; তাহার এগার আনা মোছলমান, পাঁচ আনা হিন্দু। তাহারা প্রায় সকলে দুঃখী।

এই জেলায় ধান্য, পাটকোষ্টা, কোঁচড়া তামাকু, সর্ষার তৈল, কাগজ, চাটাই, মেকলি, সূতা, ইত্যাদি অধিক জন্মে।

তথাকার প্রধান নগর দিনাজপুর, মালদহ, রাজগঞ্জ, ভবানীপুর। দিনাজপুরে জজ্ ও কালেক্টর সাহেব থাকেন, এবং তথা প্রায় ত্রিশ সহস্র লোক বাস করে। মালদহে শ্রীযুক্ত কোম্পানির কাপড়ের কুটীও আছে। এই নগরের সমুদায় ঘর প্রায় গৌড় সহরের প্রাচীন ইষ্টক দ্বারা হইয়াছে। রাজগঞ্জে অনেক বাণিজ্য হয়; আর ভবানীপুরে প্রতিবৎসর এক প্রসিদ্ধ লোকযাত্রা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোক আসিয়া নানা দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াদি করে।

দিনাজপুরের পশ্চিমে প্রধান নদী মহানন্দা ও পুনর্ভবা, এই দুই নদী পূরণিয়াহইতে দিনাজপুরকে বিভাগ করে; ও তাহার পূর্ব্বে করতোয়া, যে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের মধ্য হইয়া গমন করে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। দিনাজপুরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা রঙ্গপুর; পশ্চিম সীমা পূরণিয়া জেলা।

প্র। তাহার দক্ষিণ সীমা কোথা?

উ। তাহার দক্ষিণ সীমা রাজশাহী জেলা; আর এই জেলার আকার ত্রিকোণ, তাহার সূক্ষ্ম ভাগ উত্তরে, এ কারণ তিন দিকের সীমা লেখা গেল।

প্র। তথাকার লোকসংখ্যা কত? ও তাহার মধ্যে হিন্দু ও মোছলমানের নিয়ম কি?

উ। ত্রিশ বৎসর হইল তথা স্থায়ি তিন লক্ষ লোক গণা গিয়াছে, তাহার মধ্যে এগার আনা যবন, পাঁচ আনা হিন্দু।

প্র। দিনাজপুরের প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি২?

উ। তথা ধান্য, পাটকোষ্টা, কোঁচড়া তামাকু, সর্ষার তৈল, কাগজ, চাটাই, মেকলি, ও সূতা অধিক জন্মে।

প্র। সেখানকার প্রধান নগর কি, ও জজ্ কালেক্টর বা কোথা থাকেন?

উ। দিনাজপুর, মালদহ, রাজগঞ্জ, ভবানীপুর, এই জেলার প্রধান স্থান। দিনাজপুরে জজ্ ও কালেক্টর সাহেব থাকেন।

প্র। আর২ স্থানে কি২ আছে?

উ। মালদহে কোম্পানির কাপড়ের কুটী, রাজগঞ্জে অনেক বাণিজ্য হয়, ও ভবানীপুরে বৎসর২ এক প্রসিদ্ধ লোকযাত্রা হয়।

প্র। এই জেলার প্রধান নদী কি২?

উ। দিনাজপুরের পশ্চিমে মহানন্দা ও পুনর্ভবা, এই দুই নদী পূরনিয়াহইতে দিনাজপুরকে বিভাগ করে; এবং করতোয়া রঙ্গপুরহইতে দিনাজপুরকে বিভাগ করে।

---

১৫ পাঠ।

মুরসিদাবাদের অন্তর্গত রঙ্গপুর জেলার বিষয়।

এই জেলা বাঙ্গালার উত্তর সীমা। রঙ্গপুরের উত্তর সীমা কোঁচ ও ভোট দেশ; দক্ষিণ সীমা ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলা; পূর্ব্ব সীমা আসাম দেশ ও গারো পর্ব্বত; পশ্চিম সীমা দিনাজপুর জেলা।

এই জেলার অন্তঃপাতী রাঙ্গামাটী ও বিজনীর কতক দেশ হয়। ইহাতে সাতাইশ লক্ষ লোক আছে; তাহার অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মোছলমান।

এই জেলার উত্তরে কোঁচ বেহার, সেখানকার রাজধানীতে এক জন সাহেব থাকিয়া তথাকার রাজাহইতে নিয়মিত কর লইয়া শ্রীযুক্ত কোম্পানিকে পাঠান।

আর রঙ্গপুরে চূণ, পাণ, গোম, বাঁশ, তামাকু, পলুপোকা, লাহার পোকা, ইত্যাদি জন্মে। এবং ব্যাঘ্র, হস্তী, ভালুক, বানর, এই সকল হিংস্র পশু তদ্দেশের পর্ব্বতে হয়।

সেখানকার প্রধান নগর রঙ্গপুর; তাহার নিকটে খাপ নামে এক গ্রাম আছে, তথা জজ ও কালেক্টর সাহেব থাকেন। আর মঙ্গলহাট, গোয়ালপাড়া, এই

দুই প্রধান স্থান আছে। আসাম দেশীয়েরা আসি তথা বাণিজ্য করে।

তথাকার প্রধান নদী তিস্তা, অর্থাৎ ত্রিস্রোতা; এই নদী রঙ্গপুরের উত্তর ভাগে ২৫০ ক্রোশ চলিয়া পদ্মাতে পড়ে। করতোয়া ও দিনাজপুর হইতে এই জেলাতে বিভাগ করিয়া তিস্তাতে যাইয়া মিলে।

বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর।

প্র। রঙ্গপুর জেলার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা কোন্ দেশ

উ। তাহার উত্তর সীমা ভোট দেশ; সে বাঙ্গালার উত্তর সীমা; দক্ষিণ সীমা ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলা।

প্র। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা কোন্ পর্য্যন্ত?

উ। তাহার পূর্ব্ব সীমা আসাম দেশ ও গারো পর্ব্বত পশ্চিম সীমা দিনাজপুর জেলা।

প্র। রঙ্গপুরের মধ্যে কোন্২ দেশ আছে? ও তাহার লোকসংখ্যা কত?

উ। তাহার মধ্যে রাঙ্গামাটী ও বিজনীর কতক দেশ আছে; এবং এই জেলায় সাতাইস লক্ষ লোক, তাহারা হিন্দু মোছলমান সমান ভাগ।

প্র। রঙ্গপুরের উত্তরে কোন্ দেশ?

উ। রঙ্গপুরের উত্তর দিকে কোঁচ বেহার; তথার রাজধানীতে এক জন সাহেব থাকিয়া রাজাহইতে নিয়মিত কর লইয়া কোম্পানিকে পাঠান।

প্র। তথাকার প্রধানোৎপন্ন দ্রব্য কি?

উ। চূর্ণ, পাণ, গোম, বাঁশ, তামাকু, প[illegible]হ্যার পোকা, ইত্যাদি অধিক হয়।

প্র। তথাকার প্রধান নগর কি, ও জজ [illegible] কোথা থাকেন?

উ। তথাকার প্রধান নগর রঙ্গপুর, তাহার নিকটে ধাপ গ্রামে জজ ও কালেক্টর সাহেব থাকেন। তদ্ভিন্ন মঙ্গলহাট, গোয়ালপাড়া, এই দুই স্থান আছে।

প্র। তথাকার প্রধান নদী কি২?

উ। রঙ্গপুর জেলায় করতোয়া ও তিস্তা, এই দুই প্রধান নদী আছে।